টেলিমেকস

উপক্রমণিকা।

ট্রয়ের অধিপতি রাজা প্রায়মের হেক্টর ও পারিস্ নামে দুই পুত্র ছিলেন। পারিস্ গ্রীস দেশের অন্তঃপাতী স্পার্টা নগরে উপস্থিত হইলে তত্রত্য রাজা মেনেলেয়স্ তাঁহার অভ্যাগতোচিত সৎকার করিলেন। পারিস্ তদীয় আবাসে পরম সমাদরে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। মেনেলেয়সের মহিষী হেলেন্ পরম সুন্দরী ছিলেন। তৎকালে ভূমণ্ডলে তাঁহার তুল্য রূপলাবণ্যবতী রমণী আর কেহ ছিল না। ক্রমে ক্রমে পারিসের সহিত তাঁহার সাতিশয় সদ্ভাব ও প্রণয় জন্মিল। সেই সময়ে মেনেলেয়স্ কার্য্যবশতঃ ক্রীট দ্বীপে গমন করিলে, পারিস্ তদীয় অনুপস্থিতিরূপ সুযোগ দেখিয়া রাজমহিষী অপহরণ পূর্ব্বক স্বদেশে পলায়ন করিলেন। কিছু দিন পরেই মেনেলেয়স্ ক্রীট হইতে প্রত্যাগত হইলেন এবং পারিসের এইরূপ অদৃষ্টচর ও অশ্রুতপূর্ব্ব কৃতঘ্নতা ও বিশ্বাসঘাতকতা দর্শনে সাতিশয় কুপিত হইয়া প্রতীকার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি পারিসের নামে অভিযোগ ও নিজ মহিষী প্রত্যানয়ন করিবার উদ্দেশে ইউলিসিসের সমভিব্যাহারে ট্রয় নগরে গমন করিলেন,

কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। অধিকন্তু ট্রয়বাসীরা তাঁহাদিগের উভয়ের প্রাণবধের উদ্যম করিয়াছিল।

তাঁহারা স্বদেশে প্রত্যাগত হইলে এই বৃত্তান্ত গ্রীস দেশের সর্ব্বাংশে প্রচারিত হইল। তখন গ্রীসদেশীয় নরপতিগণ মেনেলেয়সের এই অপমানকে স্বদেশীয় সর্ব্বসাধারণের অপমান জ্ঞান করিয়া সমুচিত প্রতিফল প্রদানে কৃতনিশ্চয় হইলেন। তদনুসারে স্বল্প সময়ের মধ্যেই অসংখ্য সৈন্য সংগ্রহ ও বহুসংখ্যক সমরপোত সজ্জিত করিয়া গ্রীসদেশীয় নরপতিগণ ট্রয় নগর আক্রমণ করিলেন। দশবার্ষিক সংগ্রামের পর ট্রয় নগর নিপাতিত ও ভস্মাবশেষীকৃত হইল। এই দীর্ঘকালীন সংগ্রামে গ্রীসদেশীয় অনেক রাজা প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন; অবশিষ্টেরা হতাবশিষ্ট স্ব স্ব সৈন্য লইয়া স্বদেশে প্রতিগমন করিলেন। ক্রমে ক্রমে প্রায় সকলেই নিজ রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন; কিন্তু বহু কাল অতীত হইল ইউলিসিস প্রত্যাগমন করিলেন না। ইউলিসিসের পুত্র টেলিমেকস সাতিশয় পিতৃপরায়ণ ছিলেন। তিনি পিতার অনাগমনে যৎপরোনাস্তি দুঃখিত ও উৎকণ্ঠিত হইয়া ট্রয় হইতে প্রত্যাগত নরপতিদিগের নিকট তাঁহার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, কিন্তু কেহই কিছু বলিতে পারিলেন না। অবশেষে তিনি নিতান্ত কাতর ও একান্ত অধৈর্য্য হইয়া তাঁহার অন্বেষণার্থ নির্গত হইবার মানস করিলেন। মিনর্ব্বা দেবী ইউলিসিস ও তাঁহার পুত্রকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন; টেলিমেকস অতি অল্পবয়স্ক, পিতার অন্বেষণে নির্গত হইলে নানা স্থানে বিপদে পড়িবার সম্ভাবনা আছে, এজন্য তিনি তাঁহার এই

উদ্যম নিবারণ করা আবশ্যক বিবেচনা করিলেন; কিন্তু দেবীর আকারে আবির্ভূত না হইয়া, ইউলিসিসের মেন্টর নামে যে এক পরম বন্ধু ছিলেন, তদীয় আকার অবলম্বন পূর্ব্বক টেলিমেকসের নিকটে আগমন করিলেন এবং তাঁহার পিতৃ অন্বেষণে নির্গত হওয়া যে অত্যন্ত অসংসাহসিকতা ও যার পর নাই অবিমৃশ্যকারিতার কর্ম্ম হইতেছে ইহা নানা প্রকারে বুঝাইতে লাগিলেন; কিন্তু পিতৃবৎসল টেলিমেকস কোন মতেই নিবৃত্ত হইলেন না। অনন্তর মেন্টররূপধারিণী মিনর্ব্বা দেবী স্নেহবশীভূতা হইয়া সহচর ভাবে তৎসমভিব্যাহারে প্রস্থান করিলেন। টেলিমেকস নানা স্থানে নানা বিপদে পড়িয়াছিলেন; মিনর্ব্বা দেবীর অনুগ্রহে সেই সকল বিপদ্ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া অবশেষে কালিপ্সোনাম্নী এক উপদেবীর বাসদ্বীপসমীপে পোতভঙ্গ ঘটিয়া জলমগ্ন হইলেন, এবং বহু ক্লেশে প্রাণরক্ষা করিয়া স্বীয় সহচর সমভিব্যাহারে পূর্ব্বোক্ত দ্বীপে উপনীত হইলেন।

ইউলিসিস গৃহপ্রত্যাগমনকালে পথিমধ্যে নানা স্থানে নানা বিপদে পড়িয়াছিলেন; অবশেষে যানভঙ্গ দ্বারা জলমগ্ন হইয়া ফলকমাত্র অবলম্বনপূর্ব্বক ভাসিতে ভাসিতে দশ দিবসের পর কালিপ্সো দেবীর বাসদ্বীপে উপনীত হন। দেবী তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া সাতিশয় আহ্লাদিতা হইলেন এবং, যদি তুমি আমার পাণিগ্রহণ করিয়া আমার সহবাসে কালযাপন করিতে সম্মত হও, তাহা হইলে আমি তোমাকে অমরত্ব ও স্থির যৌবন প্রদান করিব, ইত্যাদি অনেকবিধ প্রলোভন দ্বারা মোহিত করিয়া তাঁহাকে আপন দ্বীপে রাখিবার নিমিত্ত বিস্তর প্রয়াস পাইয়াছিলেন; কিন্তু ইউলি-

সিসের স্বদেশানুরাগ ও পরিবারস্নেহ এত প্রবল ছিল যে, দেবী কর্ত্তৃক অশেষ প্রকারে প্রলোভিত হইয়াও স্বদেশের ও স্বীয় পরিবারের মায়া পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না। যাহা হউক, তিনি দেবীর মায়ায় মুগ্ধ ও প্রণয়পাশে বদ্ধ হইয়া তথায় আট বৎসর অবস্থিতি পূর্ব্বক টেলিমেকসের উপনীত হইবার অল্প কাল পূর্ব্বেই ঐ দ্বীপ হইতে প্রস্থান করেন। দেবী তদীয় অদর্শনে সাতিশয় শোকাভিভূত হইয়াছিলেন এবং যৎকালে টেলিমেকস উপস্থিত হইলেন তখন পর্য্যন্তও শান্ত ও সুস্থির হইতে পারেন নাই।

টেলিমেকস

প্রথম সর্গ।

ইউলিসিস প্রস্থান করিলে কালিপ্সো তাঁহার বিরহে নিতান্ত কাতর হইয়াছিলেন এবং সর্ব্বদাই এই আক্ষেপ করিতেন, হায়! কেন আমি অমর হইয়াছিলাম; অমর হইয়া চিরকাল কেবল যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইল; কখনই যে এই দুঃসহ যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ পাইব তাহার সম্ভাবনা নাই। তদবধি তিনি মৌনাবলম্বন করিয়া একাকিনী অশ্রু-পূর্ণ নয়নে কালযাপন করিতেন, কাহারও সহিত বাক্যা-লাপ করিতেন না। তাঁহার পরিচারিকা অপ্সরাগণ নিস্তব্ধ হইয়া দূরে দণ্ডায়মান থাকিত, সাহস করিয়া সম্মুখে আসিয়া সম্ভাষণ করিতে পারিত না। তদীয় আবাসদ্বীপে সতত বসন্ত ঋতুর আবির্ভাব ছিল; সুতরাং উপবনবর্ত্তী তরু ও লতা সকল নিরন্তর নব পল্লবে ও পুষ্প ফলে সুশোভিত থাকিত। তিনি নিতান্ত অধীর হইয়া শোকাপনোদন মানসে সর্ব্বদাই একাকিনী সেই পরম রমণীয় উপবনে ভ্রমণ করিতেন; কিন্তু তদ্দ্বারা তদীয় বিরহানল নির্ব্বাপিত না হইয়া পূর্ব্বাপেক্ষা প্রবল ও প্রদীপ্ত হইয়া উঠিত। কখন কখন তিনি চিত্রার্পিতের ন্যায় নিস্পন্দ নয়নে অর্ণবতীরে

দণ্ডায়মান থাকিতেন এবং যে দিকে প্রিয়তমের অর্ণবযান ক্রমে ক্রমে দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইয়াছিল, সেই দিক্ নিরীক্ষণ করিতে করিতে তাঁহার নয়নযুগল হইতে অনবরত বাষ্পবারি বিগলিত হইত।

এক দিন তিনি সমুদ্রতটে দণ্ডায়মান আছেন, এমন সময়ে দেখিতে পাইলেন রজ্জু, কর্ণ, ক্ষেপণী প্রভৃতি অর্ণবযানসম্পর্কীয় কতিপয় সামগ্রী সম্মুখে জলে ভাসিতেছে। তদ্দর্শনে তিনি বুঝিতে পারিলেন অনতিদূরে কোন অর্ণবযান জলমগ্ন হইয়াছে। কিঞ্চিৎ পরেই অর্ণবপ্রবাহমধ্যে দুই পুরুষ দেখিতে পাইলেন; বোধ হইল এক জন বৃদ্ধ ও এক জন যুবা। কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ নয়নে নিরীক্ষণ করিয়া তিনি ঐ যুবার অবয়বে ইউলিসিসের সম্পূর্ণ সাদৃশ্য লক্ষিত করিলেন। অব্যাহত দৈবশক্তিপ্রভাবে তিনি অবিলম্বেই সেই যুবা পুরুষকে ইউলিসিসের পুত্র টেলিমেকস বলিয়া জানিতে পারিলেন; কিন্তু সেই বৃদ্ধ পুরুষ কে, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। দেবতাদিগের এই ক্ষমতা আছে যে, আপন অপেক্ষা নিকৃষ্ট দেবতার নিকট যাহা ইচ্ছা গোপন করিতে পারেন। মিনর্ব্বা দেবী মেন্টরের রূপ ধারণ করিয়া টেলিমেকসের সহচর হইয়া আসিয়াছিলেন; তাঁহার এই ইচ্ছা ছিল, কেহ তাঁহাকে চিনিতে না পারে। কালিপ্সো মিনর্ব্বা অপেক্ষা লঘু দেবতা, সুতরাং প্রধান দেবতা মিনর্ব্বার অভিপ্রায়ই সম্পন্ন হইল। কালিপ্সো টেলিমেকসকে পাইয়া ইউলিসিসকে পুনঃ প্রাপ্ত বোধ করিলেন এবং মনে মনে স্থির করিলেন তদীয় সমাগম দ্বারা প্রিয়তমের বিরহসন্তাপ সংবরণ করিবেন; এই নিমিত্ত তাঁহার তাদৃশ

দুরবস্থা দর্শনে দুঃখিত না হইয়া বরং বিলক্ষণ আহ্লাদিত হইলেন।

টেলিমেকস ও তাঁহার সহচর তীরে উত্তীর্ণ হইবামাত্র, কালিপ্সো তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত ব্যগ্র চিত্তে অগ্রসর হইলেন এবং যেন চিনিতেই পারেন নাই এইরূপ ভান করিয়া কহিতে লাগিলেন, তুমি কে, কি সাহসে এই দ্বীপে উপনীত হইলে; তুমি কি জান না যে, অনুমতি ব্যতিরেকে যে যখন আমার অধিকারে আসিয়াছে কেহই সমুচিত প্রতিফল না পাইয়া প্রতিগমন করে নাই। টেলিমেকসের সমাগমলাভ দ্বারা তাঁহার যে অনির্ব্বচনীয় আন্তরিক আনন্দের উদয় হইয়াছিল তাহা গোপন করিবার নিমিত্তই তিনি এইরূপ কৃত্রিম কোপের আবিষ্কার ও তিরস্কার করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহা কোন ক্রমেই গোপিত রহিল না, তদীয় মুখমণ্ডলে সুস্পষ্ট লক্ষিত হইতে লাগিল। টেলিমেকস উত্তর করিলেন, তুমি দেবতাই হও বা দেবতার আকারোপলক্ষিতা মানবীই হও, যে কেন হও না, তোমার হৃদয় কখনই পাষাণময় নয়। যে ব্যক্তি অনুদ্দিষ্ট পিতার অন্বেষণার্থ, জীবিতাশায় বিসর্জ্জন দিয়া, সাহসমাত্র সহায় করিয়া একমাত্র সহচর সমভিব্যাহারে অশেষসঙ্কটসঙ্কুল দুস্তর জলধি তরঙ্গে আত্মসমর্পণ করিয়াছে এবং অবশেষে দৈবদুর্ব্বিপাকবশতঃ জলমগ্ন হইয়া, সৌভাগ্য বলে তোমার অধিকারে আসিয়া বহু কষ্টে প্রাণরক্ষা করিয়াছে, তাহার দুঃখে কি তুমি দুঃখিত হইবে না?

কালিপ্সো জিজ্ঞাসা করিলেন, কে তোমার পিতা? টেলিমেকস কহিলেন, যিনি ট্রয়নগর ক্রমাগত দশ বৎসর অব-

রুদ্ধ রাখিয়া পরিশেষে ভস্মাবশেষ করেন, যিনি স্বীয় শৌর্য্যে ও অপ্রতিহত বুদ্ধিশক্তিপ্রভাবে আসিয়াদেশের শেষ সীমা পর্য্যন্ত আপন নাম বিখ্যাত করিয়াছেন, তিনি আমার পিতা, তাঁহার নাম ইউলিসিস, তিনি এক জন গ্রীসদেশীয় রাজা। তিনি ট্রয়নগর নিপাত করিয়া, স্বদেশপ্রত্যাগমনাভিলাষে অর্ণবপোতে অধিরূঢ় হইয়া, দুস্তর সাগর পথের পান্থ হইয়াছেন। তদবধি আর তাঁহার কোন সংবাদ পাই নাই। তদীয় অর্ণবপোত বায়ুবেগবশে অনায়ত্ত হইয়া অদ্যাপি ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে, অথবা এক বারেই সাগরগর্ভে প্রবেশ করিয়াছে, তাহার নির্ণয় নাই। তাঁহার অদর্শনে তদীয় প্রজাগণ সাতিশয় শোকাকুল হইয়াছে; আমার জননী, তাঁহার পুনর্দ্দর্শনে নিতান্ত নিরাশ্বাস হইয়া, অহোরাত্র হাহাকার করিতেছেন, আমিও সেইরূপ নিরাশ্বাস হইয়াছি বটে, কিন্তু এক বারেই আশা পরিত্যাগ করিতে না পারিয়া, তাঁহার অন্বেষণার্থে দেশে দেশে পর্য্যটন করিতেছি। হায়! আমি দুরাশাগ্রস্ত হইয়া তাঁহার অন্বেষণ করিতেছি বটে, কিন্তু হয় ত, আমাদিগের দুর্ভাগ্যক্রমে, তিনি এত দিন মহাভীষণ অর্ণবপ্রবাহের কুক্ষিগত হইয়াছেন। ভগবতি! অপ্রতিহত দৈবশক্তিপ্রভাবে ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান কিছুমাত্র তোমার অবিজ্ঞাত নাই; অতএব প্রসন্না হইয়া বল, আমার পিতা অদ্যাপি নরলোকে বিদ্যমান আছেন, কি এ জন্মের মত এক বারেই অদর্শন প্রাপ্ত হইয়াছেন?

টেলিমেকসের এইরূপ বাগ্মিতা, বিজ্ঞতা ও পূর্ণ যৌবন দর্শনে কালিপ্সো চমৎকৃত ও মোহিত হইলেন। তিনি

তাঁহাকে বহু ক্ষণ এক দৃষ্টে নিরীক্ষণ করিলেন, তথাপি তাঁহার নয়নযুগল অপরিতৃপ্তই রহিল। তিনি কিয়ৎ ক্ষণ নিস্তব্ধ ও স্পন্দহীন হইয়া রহিলেন; পরিশেষে কহিলেন, আমি তোমাকে তোমার পিতৃবৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত অবগত করিব, কিন্তু সেই বৃত্তান্তবর্ণন বহুক্ষণসাধ্য; অতএব অগ্রে তুমি ও তোমার সহচর উভয়ে শ্রান্তি দূর কর। বলিতে কি, আমি তোমাকে নিজ পুত্রের ন্যায় আপন আবাসে রাখিব; এই বিজন স্থানে তুমি আমার হৃদয়ানন্দদায়ী হইবে; আর যদি ইচ্ছা করিয়া দুঃখভাগী হইতে না চাও, যাবজ্জীবন আমার স্নেহাস্পদ হইয়া পরম সুখে কাল হরণ করিতে পারিবে।

এই বলিয়া সেই দেবী, মৃদুহাসিনী মধুরভাষিণী পূর্ণ-যৌবনা পরমসুন্দরী সহচরীগণে পরিবেষ্টিতা হইয়া স্বস্থানা-ভিমুখে প্রস্থান করিলেন। টেলিমেকস তাঁহার অনুপম রূপ লাবণ্য, মনোহর বেশ ভূষা, আলুলায়িত কেশপাশ ও নয়নযুগলের অনির্ব্বচনীয় চটুলতা ও মাধুরী দর্শনে চমৎ-কৃত ও মোহিত হইয়া তাঁহার অনুগামী হইলেন; মেণ্টরও মৌনাবলম্বী ও অধোদৃষ্টি হইয়া টেলিমেকসের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। কন্দরসমীপে উপস্থিত হইলে, টেলি-মেকস তাহার পরম রমণীয় শোভা সন্দর্শনে চমৎকৃত হই-লেন। তথায় সুবর্ণ, রজত, অথবা সুচারুপ্রস্তরনির্ম্মিত কোন বস্তু নাই, সুশোভিত স্তম্ভ নাই, বিচিত্র চিত্রপট নাই, সুঘটিত প্রতিমূর্ত্তি নাই, কেবল পর্ব্বত কাটিয়া কয়েকটি-মাত্র গৃহ প্রস্তুত করিয়াছে; ঐ সকল গৃহের অভ্যন্তরভাগ কেবল শঙ্খ, শম্বুক ও উপলখণ্ডে মণ্ডিত; অভিনবপল্লব-

শোভিত দ্রাক্ষালতা দ্বারদেশের আচ্ছাদবস্ত্রের কার্য্য সম্পাদন করিতেছে ; শীতল সুগন্ধ গন্ধবহের মন্দ মন্দ সঞ্চার দ্বারা সূর্য্যের আতপ অনুভূত হইতেছে না ; ক্ষুদ্র তরঙ্গিণী সকল, মনোহারী ঝর্ঝর নিনাদ দ্বারা জীবগণের অনির্ব্বচনীয় আনন্দ সম্পাদন করত, বিবিধকুসুমশোভিত কাননের মধ্য দিয়া চতুর্দ্দিক্ ভ্রমণ করিতেছে। কন্দরের অনতিদূরে এক বন আছে, তত্রত্য পাদপসমূহে কুসুমরাশি সতত বিকসিত হইয়া থাকে, সেই সকল কুসুমের সুষমা দর্শনে দর্শনেন্দ্রিয়ের, ও অমৃতায়মান সৌরভের আঘ্রাণে ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের চরিতার্থতা লাভ হয়। ঐ সমস্ত কুসুম পরিণামে অমৃতাস্বাদপরিপূরিত ফল প্রসব করে। বনের অসূর্য্যম্পশ্য ভূভাগে বিহঙ্গমগণের শ্রুতিসুখাবহ কলরব ও জলপ্রপাতের কলকল ধ্বনি ব্যতিরিক্ত আর কিছুই শ্রবণগোচর হয় না।

কালিপ্সো এই রূপে টেলিমেকসকে স্বীয় আবাসক্ষেত্রের শোভার আতিশয্য দর্শন করাইয়া কহিলেন, তুমি এখন যাও, আর্দ্র বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া শ্রান্তি দূর কর ; পরে তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আমি তোমার সমক্ষে এরূপ বিষয় সকল বর্ণন করিব যে, তৎশ্রবণে তোমার যে কেবল কর্ণসুখ লাভ হইবেক এমন নহে, তোমার হৃদয়ও দ্রবীভূত হইবেক। অনন্তর তাঁহাকে সহচর সমভিব্যাহারে স্বীয় বাসগৃহের পার্শ্ববর্ত্তী এক অতি নির্জ্জন গৃহে প্রবেশ করিতে আদেশ দিলেন। তাঁহারা তথায় প্রবিষ্ট হইয়া দৃষ্টি করিলেন দেবীর সহচরীগণ তাঁহাদের নিমিত্ত মনোহর পরিচ্ছদ সজ্জীকৃত করিয়া রাখিয়াছে, জলমজ্জন নিবন্ধন তাঁহাদের শরীরের যে ক্লান্তি ও বৈকল্য জন্মিয়াছিল উত্তাপসেবা দ্বারা

তাহা দূর করিবেন, এই অভিপ্রায়ে সুগন্ধি ইন্ধন দ্বারা অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়াছে এবং তদ্দ্বারা সমুদায় গৃহ আমোদিত হইয়া আছে। টেলিমেকসের নিমিত্ত যে সুচারু পরিচ্ছদ প্রস্তুত করা ছিল তাহার সৌষ্ঠব ও সৌন্দর্য্যের আতিশয্য দেখিয়া তিনি অপরিসীম হর্ষ প্রাপ্ত হইলেন। যাহা বস্তুতঃ অকিঞ্চিৎকর কিন্তু আপাতমনোরম, অপরিণামদর্শী যুবা পুরুষেরা এরূপ বিষয়ে সহসা আকৃষ্ট ও মুগ্ধ হইয়া থাকেন।

মেন্টর তাঁহার চিত্তদৌর্ব্বল্য অবলোকন করিয়া এই বলিয়া ভৎসনা করিতে লাগিলেন, টেলিমেকস! এরূপ অকিঞ্চিৎকর বিষয়ে আসক্তি প্রদর্শন করা কি ইউলিসিসের পুত্রের যোগ্য কর্ম্ম? দৈবনিগ্রহ অতিবর্ত্তন করিতে ও পিতার ন্যায় সৎপথাবলম্বী হইতে তৎপর হও। যে অনভিজ্ঞ যুবক, অবোধ নারীর ন্যায়, শরীরের বেশভূষায় অনুরক্ত, সে জ্ঞান ও প্রতিপত্তি লাভে এক বারে জলাঞ্জলি দেয়। যাহারা অকাতরে ক্লেশপরম্পরা সহ্য করে এবং অকিঞ্চিৎকর সুখসম্ভোগের মস্তকে পদার্পণ করিতে পারে, তাহারাই যথার্থ জ্ঞানী ও তাহারাই প্রতিপত্তিভাজন হয়।

টেলিমেকস দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক উত্তর করিলেন, যদি আমি কখন অকিঞ্চিৎকর ভোগসুখের পরতন্ত্র হই, তাহা হইলে, দেবতারা যেন আমাকে তৎক্ষণাৎ উৎসন্ন করেন। আপনি নিশ্চিত জানিবেন ইউলিসিসের পুত্র কখনই তুচ্ছ সুখে প্রলোভিত হইবেক না। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখুন, দেবতারা কি দয়াময়! এরূপ ঘোরতর বিপত্তির সময় তাঁহারা আমাদিগকে এই করুণার্দ্র-

চিত্ত দেবী অথবা মানবীর আশ্রয় ঘটাইয়া দিলেন, এবং তিনিও আমাদিগের ক্লেশবিমোচনার্থ অশেষপ্রকার যত্ন করিতেছেন। মেন্টর কহিলেন, তুমি ঐ পিশাচীর আপাতমনোহর সদ্ব্যবহার দর্শনে প্রীত হইতেছ বটে, কিন্তু এক বার উহার মায়াজালে পতিত হইলে তোমার সর্ব্বনাশ হইবেক; অতএব তুমি সাবধান হও। সমুদ্রের মধ্যগত যে পর্ব্বতে সঙ্ঘটিত হইয়া তোমার প্রবহণ বিনষ্ট হইয়াছে, এই মায়াবিনীর মোহময় মিষ্ট বাক্য তদপেক্ষা ভয়ঙ্কর জ্ঞান করিবে। তুমি সতত এই সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া রাখিবে যে, যে সুখাসক্তি দ্বারা ধর্ম্মভ্রংশ হয়, তাহা মৃত্যু অথবা তৎসদৃশ অন্য কোন অনিষ্টাপাত অপেক্ষা অধিক ভয়ানক। যুবা ব্যক্তি যৌবনকালসুলভ অভিমান বশতঃ মনে করে, সে সকল বিষয়েই কৃতকার্য্য হইতে পারিবে, কিছুই তাহার সাধ্যাতীত নহে। সে চতুর্দ্দিক্ বিপদাকীর্ণ দেখিয়াও আপনাকে নিরাপদ্ জ্ঞান করে এবং স্বার্থপরায়ণ ধূর্ত্ত লোকের আপাতমনোরম প্রতারণাবাক্য অসন্দিহান চিত্তে শ্রবণ ও অনুমোদন করে। তুমি সর্ব্বদা সতর্ক থাকিবে যেন কালিপ্সোর প্রলোভনবচনবৈচিত্র্যে মুগ্ধ না হও। উহাকে কুসুমচ্ছন্ন ভুজঙ্গী ও অমৃতমুখ বিষকলস প্রায় জ্ঞান করিবে। তুমি কদাচ আত্মবুদ্ধি ও আত্মবিবেচনা অনুসারে চলিবে না, আমি যখন যে উপদেশ দিব তদনুবর্ত্তী হইয়া চলিবে, নতুবা তোমার বিপদের সীমা থাকিবে না; আমি তোমাকে সময়ে সাবধান করিয়া দিলাম।

এ দিকে অপর গৃহে কালিপ্সো তাঁহাদের প্রত্যাগমনপ্রতীক্ষায় রহিয়াছেন। তাঁহারা পরিচ্ছদ পরিবর্ত্ত করিয়া

সেই গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, দেবীর সহচরীগণ রমণীয় বেশ ভূষা সমাধান করিয়া অশেষবিধ সুরস অন্ন ব্যঞ্জন পরিবেশন করিতেছেন। তাঁহারা আহার করিতে বসিলেন। ইত্যবসরে অপর চারি জন কোকিলকণ্ঠী সহচরী মধুর বীণাবাদন করিয়া তানলয়বিশুদ্ধ স্বর সংযোগে সুরাসুর-সংগ্রাম প্রভৃতি বিবিধবিষয়িণী গীতি আরম্ভ করিলেন; পরিশেষে ট্রয়নগরীয় যুদ্ধবৃত্তান্ত উল্লেখ করিয়া গীতিচ্ছলে ইউলিসিসের অপ্রতিম শৌর্য্য ও অসাধারণ বুদ্ধিশক্তির ভূয়সী প্রশংসা কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। পিতৃনাম শ্রবণমাত্র পিতৃভক্ত টেলিমেকসের নয়নযুগল বাষ্পবারি বর্ষণ করিতে লাগিল; তদ্দ্বারা তাঁহার বদনসুধাকর অনির্ব্বচনীয়-শোভাসম্পন্ন হইল। কালিপ্সো টেলিমেকসকে সাতিশয় কাতর, শোকাভিভূত ও ভোজনবিরত দেখিয়া সহচরীগণকে সঙ্কেত করিলেন: তাঁহারা তৎক্ষণাৎ প্রস্তুত বিষয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্যবিষয়সংক্রান্ত সংগীত আরম্ভ করিলেন।

ভোজন সমাপন হইলে, কালিপ্সো টেলিমেকসকে একান্তে লইয়া গিয়া কহিতে লাগিলেন, টেলিমেকস! তুমি দেখিতেছ আমি তোমার প্রতি কেমন অনুগ্রহ প্রদর্শন করিতেছি। তোমাকে বলিতেছি আমি মানবী নহি; কখন কোন মানব আমার এই দ্বীপকে পদস্পর্শ দ্বারা দূষিত করিতে পারে না: যে করে, সে তৎক্ষণাৎ তদুপযুক্ত দণ্ড পাইয়া থাকে। কিন্তু দেখ, তুমি মানব হইয়া আমার দ্বীপকে পদস্পর্শ দ্বারা দূষিত করিয়াছ, তথাপি তোমাকে ক্ষমা করিলাম। তুমি পোতভঙ্গনিবন্ধন ঘোরতর দুরবস্থায় পড়িয়াছ সত্য বটে, কিন্তু যদি তদপেক্ষা গুরুতর অন্য কোন কারণে আমার

হৃদয় আর্দ্র না হইত, তাহা হইলে আমি কোন ক্রমেই তোমার অপরাধ মার্জ্জনা করিতাম না। তোমার পিতাও তোমার ন্যায় আমার অনুগ্রহভাজনা হইয়াছিলেন; কিন্তু কি দুঃখের বিষয়! অনুগৃহীত হইয়াও বুদ্ধি ও বিবেচনার দোষে অনুগ্রহের ফলভোগী হইতে পারিলেন না। আমি তাঁহাকে এই দ্বীপে অনেক দিন রাখিয়াছিলাম। তিনি অমরত্ব লাভ করিয়া চির কাল আমার সহবাসে পরম সুখে কালযাপন করিতে পারিতেন; কিন্তু স্বদেশপ্রতিগমনে একান্ত লোলুপ হইয়া ঈদৃশ অসুলভ সুখ সম্ভোগে বঞ্চিত হইয়াছেন। তিনি যে স্বদেশের স্নেহে অন্ধ হইয়া আপনার এরূপ অপকার করিয়াছেন, কখন যে সেই স্বদেশে প্রতিগমন করিতে পারিবেন তাহার সম্ভাবনা নাই। তিনি, এখানে থাকিতে কোন ক্রমেই সম্মত না হইয়া, আমার অনুরোধ লঙ্ঘন করিয়া প্রস্থান করিলেন; কিন্তু তিনি আমার যেমন অবমাননা করিয়াছেন তেমনই প্রতিফল পাইয়াছেন। যে পোতে আরোহণ করিয়া প্রস্থান করিয়াছিলেন, তাহা তৎসহিত অর্ণবগর্ভে প্রবিষ্ট হইয়াছে। টেলিমেকস! তোমার পিতৃদর্শন বা পিতৃসিংহাসনে অধিরোহণের আশা শেষ হইয়াছে, অতএব দেখিয়া শুনিয়া সাবধান হও; যদি আপনার মঙ্গল প্রার্থনা কর, পিতার অনুবর্ত্তী হইও না। তুমি পিতৃশোকে একান্ত অভিভূত হইও না। তুমি পিতৃহীন হইয়াছ বটে, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে এমন এক দেবীর আশ্রয় পাইয়াছ যে, তিনি তোমাকে অত্যুৎকৃষ্ট রাজ্যাধিকার দিতে ও অমর করিয়া চির কাল পরম সুখে রাখিতে উদ্যত।

কালিপ্সোর এরূপ কহিবার তাৎপর্য্য এই যে, টেলিমেকস পিতৃবিনাশ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলে তদীয় অন্বেষণে বিরত হইবেন এবং দেবীর প্রস্তাবিত অসুলভ সুখসম্ভোগের লোভে পড়িয়া, তাঁহার বশীভূত হইয়া তৎসহবাসে কালযাপন করিতে সম্মত হইবেন। টেলিমেকস প্রথমতঃ সবিশেষ বিবেচনা না করিয়া, কালিপ্সোর সদ্ব্যবহার ও সৌজন্য দর্শনে পরম সৌভাগ্য বোধ করিয়াছিলেন; এক্ষণে তাঁহার অভিপ্রায়ের কুটিলতা ও মেন্টরের উপদেশের সারবত্তা বুঝিতে পারিয়া অতি সংক্ষেপে এইমাত্র উত্তর প্রদান করিলেন, দেবি! আমি যে দুর্নিবারশোকাবেগপরতন্ত্র হইয়াছি, তন্নিমিত্ত আমার উপর বিরক্ত হইবেন না। এক্ষণে আমার হৃদয় শোকমাত্রপ্রবণ। শোকসময়ে সুখসম্ভোগের কথা বিষবৎ বোধ হয়। কিন্তু কালসহকারে আমি শোকবেগ সংবরণ করিয়া পুনর্ব্বার সুখসম্ভোগে সমর্থ হইতে পারিব। যদিও আমি এক্ষণে আর কিছুই করিতে না পাই, পিতৃভক্তি প্রদর্শনার্থ অন্ততঃ কতিপয় মুহূর্ত্ত আমাকে অশ্রুপাত করিতে দেন। পিতার বিনাশসংবাদ শ্রবণে পুত্রের শোকাকুল হওয়া ও অশ্রুপাত করা উচিত কি না, তাহা আপনি আমা অপেক্ষা অধিক বুঝিতে পারেন।

নির্ব্বন্ধাতিশয়ে অভিপ্রেতসিদ্ধির ব্যাঘাতসম্ভাবনা বুঝিয়া কালিপ্সো এইরূপ ভান করিলেন, যেন যথার্থই তাঁহার শোকে শোকাকুলা ও ইউলিসিসের দুর্ঘটনায় দুঃখিতা হইয়াছেন। কিন্তু কি উপায়ে টেলিমেকস তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হইতে পারেন ইহা সবিশেষ অবগত হইবার নিমিত্ত, তিনি

তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, টেলিমেকস! কি প্রকারে তোমার পোতভঙ্গ হইল এবং কি প্রকারেই বা তুমি এই দ্বীপে উত্তীর্ণ হইলে, সবিশেষ সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন কর; সমুদায় শুনিবার নিমিত্ত আমার অতিশয় ঔৎসুক্য জন্মিয়াছে। টেলিমেকস কহিলেন, আমার দুরবস্থার উপাখ্যান অতি বিস্তৃত, এখন বর্ণন করিবার সময় নহে। কালিপ্সো কহিলেন, যত কেন বিস্তৃত হউক না, আমি শ্রবণ নিমিত্ত একান্ত অধৈর্য্য হইয়াছি; অতএব ত্বরায় আরম্ভ করিয়া আমার ঔৎসুক্য দূর কর। এই রূপে বারংবার অনুরুদ্ধ হইয়া, টেলিমেকস কোন ক্রমেই তদীয় প্রার্থনা উল্লঙ্ঘন করিতে না পারিয়া পরিশেষে বর্ণনা আরম্ভ করিলেন।

টেলিমেকস কহিলেন দেবি! শ্রবণ করুন, যে সকল গ্রীক রাজারা ট্রয়নগরীয় সংগ্রাম হইতে অবসৃত হইয়া স্বদেশে প্রতিগমন করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের নিকট পিতৃবৃত্তান্ত অবগত হইবার নিমিত্ত আমি ইথাকা হইতে বহির্গত হইলাম। ইতিপূর্ব্বে, পিতার প্রতিগমনবিলম্ব দর্শনে তদীয় অনুদ্দেশবার্ত্তা প্রচার করিয়া দিয়া, অনেকে আমার জননীর পাণিগ্রহণাভিলাষে গতায়াত করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। তাহারা আমার এই আকস্মিক প্রস্থান দর্শনে বিস্ময়াপন্ন হইল; কারণ তাহাদিগকে বিশ্বাসঘাতক ও প্রবঞ্চক জানিয়া তাহাদের নিকট আমি আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করি নাই। আমি প্রথমতঃ পাইলসনিবাসী নেষ্টরের নিকট এবং লাসিডিমননিবাসী মেনেলেয়সের নিকট গমন করিলাম; কিন্তু পিতা জীবিত আছেন কি মরিয়াছেন কেহই কিছু বলিতে পারিলেন না। চির কাল সংশয়ারূঢ় হইয়া

থাকা অতিশয় ক্লেশাবহ বিবেচনা করিয়া, পরিশেষে আমি সিসিলিদ্বীপগমনে স্থিরনিশ্চয় হইলাম; কারণ এই জনরব শ্রবণ করিলাম, যে পিতা প্রতিকূলবায়ুবশে তথায় নীত হইয়াছেন। কিন্তু আমার সহচর ও আমার সুখদুঃখভাগী পরম বিজ্ঞ মেণ্টর ইহা কহিয়া এই দুঃসাহসিক ব্যবসায় হইতে নিবৃত্ত করিলেন যে, তথায় সাইক্লপ নামে নরমাংসাশী রাক্ষসেরা বাস করে এবং ঈনিয়স প্রভৃতি ট্রোজনেরাও গমনাগমন করিয়া থাকে; তথায় যাইলে বিপদ্ ঘটিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। ট্রোজনেরা সমুদায় গ্রীকজাতির উপর অত্যন্ত কুপিত হইয়া আছে, বিশেষতঃ ইউলিসিসের উপর; তুমি তাঁহার সন্তান, তোমাকে পাইলে তাহারা নিঃসন্দেহ বিনষ্ট করিবেক। অতএব আমার উপদেশ শুন, স্বদেশে ফিরিয়া চল। তোমার পিতা দেবতাদিগের অত্যন্ত প্রিয়-পাত্র; তিনি কখনই বিপদে পড়িবেন না; হয় ত এত দিন ইথাকা প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। কিন্তু যদি নিয়তিক্রমে তিনি পরলোক যাত্রাই করিয়া থাকেন আর কখনই তোমাদের মুখাবলোকন করিতে না পান, তাহা হইলে তোমার কর্ত্তব্য এই যে, তুমি গৃহপ্রতিগমন করিয়া পিতার অবমাননাকারী-দিগকে সমুচিত প্রতিফল প্রদান কর; জননীকে বিবাহার্থী দুরাত্মাদিগের হস্ত হইতে মুক্ত কর; পৃথিবীস্থ সমস্ত জাতি-দিগকে বুদ্ধিকৌশল প্রদর্শন কর; আর যাবতীয় গ্রীকেরাও দেখুক যে, টেলিমেকস সর্ব্বাংশে পিতৃসিংহাসনের যোগ্য।

তিনি আমাকে নিবৃত্ত করিবার নিমিত্ত এইরূপ বিস্তর বুঝাইলেন, আমি দুর্ব্বুদ্ধির অধীন হইয়া তাঁহার উপদেশ অগ্রাহ্য করিলাম; কিন্তু তিনি আমাকে এত স্নেহ করিতেন

যে, আমার এইরূপ অবাধ্যতা ও অবিমৃশ্যকারিতা দেখিয়াও অবিরক্ত চিত্তে আমার সহিত সিসিলি যাত্রা করিলেন। আর আমি যে এই অবিবেচনার কার্য্য করিয়াছিলাম, বোধ হয়, তাহা দেবতাদিগের অভিমত; হয়ত তাঁহারা ইহা ভাবিয়াছিলেন যে, অবিমৃশ্যকারিতাদোষে আমার যে সকল দুরবস্থা ঘটিবেক তদ্দ্বারা আমি জ্ঞানশিক্ষা পাইব।

এই রূপে টেলিমেকস যত ক্ষণ আত্মবৃত্তান্ত বর্ণনা করিলেন, কালিপ্সো এক চিত্তে মেন্টরের বিষয় চিন্তা করিতে করিতে ভয়ে ও বিস্ময়ে জড়প্রায়া হইলেন; তদীয় আকার প্রকার দর্শনে তাঁহাকে দৈবপ্রভাবসম্পন্ন বোধ করিলেন এবং কিছুই নির্দ্ধারিত করিতে না পারিয়া অত্যন্ত ব্যাকুল হইতে লাগিলেন; কিন্তু তিনি যে ব্যাকুল হইয়াছেন, পাছে ইহা কোন রূপে প্রকাশ পায়, এই ভয়ে ভাব গোপন করিয়া টেলিমেকসকে কহিলেন, তার পর কি বল। টেলিমেকস তদনুসারে পুনর্ব্বার বলিতে আরম্ভ করিলেন।

তিনি কহিলেন, আমরা কিয়ৎ ক্ষণ অনুকূল বায়ু সহকারে সিসিলিদ্বীপাভিমুখে গমন করিলাম; কিন্তু অকস্মাৎ বাত্যা উত্থিত হইয়া গগনমণ্ডল অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল। আমরা বিদ্যুদগ্নি দ্বারা দেখিতে পাইলাম, আরও কয়েক খান পোত আমাদিগের পোতের ন্যায় বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াছে। অবিলম্বেই জানিতে পারিলাম, সে সমুদায় ট্রোজনদিগের সংগ্রামপোত। তখন আমি প্রাণবিনাশশঙ্কায় অত্যন্ত ব্যাকুল হইলাম। ঔদ্ধত্যবশতঃ প্রথমে আমি যে সম্যক্‌ বিবেচনা না করিয়াই এ বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, তাহা তখন বুঝিতে পারিলাম। কিন্তু এরূপ জ্ঞান আর তখন কোন কার্য্যকারক

হইতে পারে না। এই বিষম সঙ্কটে মেণ্টরকে কিঞ্চিন্মাত্র ভীত বা উদ্বিগ্ন বোধ হইল না, বরং স্বভাবতঃ যেরূপ অকুতোভয় ও প্রফুল্লহৃদয় সেই সময় তদপেক্ষাও অধিক দৃষ্ট হইলেন। তিনি আমাকে অশেষ প্রকারে সাহস দিতে লাগিলেন। তদীয় বাক্য শ্রবণে আমি অনুভব করিতে লাগিলাম, যেন কোন অনির্ব্বচনীয় শক্তিপ্রভাবে আমার অন্তঃকরণ সাহসে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। তদনন্তর, তৎকালে যে রূপে অর্ণবপোত চালিত করিলে প্রাণরক্ষা হইতে পারে, তিনি অবিচলিত চিত্তে কর্ণধারকে তদনুরূপ উপদেশ দিতে লাগিলেন। কিন্তু সে ব্যক্তি যৎপরোনাস্তি ভীত ও ব্যাকুল হইয়া এক বারে কার্য্যাক্ষম হইয়া উঠিয়াছে দেখিয়া আমি মেণ্টরকে কহিতে লাগিলাম, হায়! কেন তোমার উপদেশ অগ্রাহ্য করিয়াছিলাম? মনুষ্যের পক্ষে ইহা অপেক্ষা অধিক অনিষ্টকর আর কি ঘটিতে পারে যে, অদ্যাপি উহাদের ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান এই তিন কালের কোন বিষয়েই কিঞ্চিন্মাত্র জ্ঞান বা অধিকার জন্মে নাই, অথচ আত্মবিবেচনায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়া থাকে। যদি এবার প্রাণরক্ষা হয়, আপনি আপনাকে বিষম শত্রু বোধ করিব, কেবল তোমাকে একমাত্র মিত্র স্থির করিয়া আর কখনই তোমার বাক্য অবহেলন করিব না।

মেণ্টর ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, তুমি যে কুকর্ম্ম করিয়াছ তন্নিমিত্ত আমার তোমাকে ভৎর্সনা করিবার অভিলাষ নাই; যদি কুকর্ম্ম বলিয়া তোমার বোধ হইয়া থাকে, এবং পুনর্ব্বার তাদৃশ কুকর্ম্মে প্রবৃত্ত না হও, তাহা হইলেই ইষ্টসিদ্ধি হইল। কিন্তু বিপদ্ অতিক্রান্ত হইলে পর, হয়

ত, তুমি পুনর্ব্বার ঔদ্ধত্যদোষে লিপ্ত হইবে। সে যাহা হউক, এক্ষণে সাহস ভিন্ন পরিত্রাণের উপায় নাই। বিপদ্ ঘটিবার পূর্ব্বে বিপদ্‌কে ভয়ানক জ্ঞান করা উচিত; কিন্তু বিপদ্ ঘটিলে অকুতোভয়ে ও অব্যাকুলিত চিত্তে তৎপ্রতিবিধানে তৎপর হওয়া আবশ্যক; সে সময়ে ভয়ে অভিভূত হওয়াই কাপুরুষের লক্ষণ। অতএব পিতার উপযুক্ত পুত্র হও, উপস্থিত বিপদে অক্ষুব্ধচিত্ত হইয়া পরিত্রাণের উপায় চিন্তা কর। মেন্টরের সরলতা ও মহানুভাবতা দর্শনে আমি অত্যন্ত প্রীত হইলাম; কিন্তু যে উপায়ে তিনি আমাদিগকে বিপদ্ হইতে মুক্ত করিলেন, তাহা দেখিয়া এক বারে বিস্ময়াপন্ন হইলাম। এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গগনমণ্ডল ঘনঘটায় আচ্ছন্ন ছিল, অকস্মাৎ বিলক্ষণ পরিষ্কৃত হইয়া উঠিল। ট্রোজনেরা অত্যন্ত সন্নিহিত ছিল, সুতরাং দেখিবামাত্র তাহারা আমাদিগকে গ্রীকজাতি বলিয়া চিনিতে পারিত, এবং তাহা হইলেই নিঃসন্দেহ আমাদিগের প্রাণসংশয় উপস্থিত হইত। এই সময়ে মেন্টর দেখিতে পাইলেন, তাহাদের এক খানি নৌকা বায়ুবেগবশাৎ কিঞ্চিদ্দূরে পড়িয়াছে। ঐ নৌকা প্রায় সর্ব্বাংশেই আমাদিগের নৌকার তুল্য, কেবল তাহার পশ্চাদ্ভাগ কুসুমমালায় সুশোভিত এই মাত্র বিশেষ। ইহা লক্ষ্য করিয়া অবিলম্বে তিনি আমাদিগের নৌকার সেই স্থানে সেইরূপ মালা সেইরূপ রজ্জু দ্বারা স্বয়ং বন্ধন করিলেন, এবং নাবিকদিগকে কহিয়া দিলেন, তোমরা সম্পূর্ণ শক্তি সহকারে ক্ষেপণী ক্ষেপণ কর, তাহা হইলে বিপক্ষেরা আমাদিগকে গ্রীক বলিয়া চিনিতে পারিবে না। এই রূপে তিনি বিপক্ষগণের মধ্য

দিয়া গমন করিতে লাগিলেন। অনিবার্য্য বায়ুবেগ বশতঃ আমাদিগকে কিয়ৎক্ষণ অগত্যা তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে যাইতে হইল; পরিশেষে আমরা কৌশলক্রমে তাহাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া ক্রমে ক্রমে দূরবর্ত্তী হইয়া পড়িলাম। তাহারা প্রবল বায়ুবেগে আফ্রিকাভিমুখে নীত হইল, আমরাও সন্নিহিত সিসিলিদ্বীপ প্রাপ্তির আশয়ে যৎপরোনাস্তি আয়াস ও পরিশ্রম সহকারে নৌকা চালাইতে লাগিলাম।

আমাদিগের এই আয়াস ও পরিশ্রম সফল হইল বটে, কিন্তু বিপক্ষগণকে ভয়ানক বোধ করিয়া তাহাদিগের সঙ্গপরিহারার্থে আমরা যে স্থানে উপস্থিত হইলাম, ঐ স্থান তদপেক্ষা কোন ক্রমেই অল্প ভীষণ নহে। আমরা দেখিলাম, অন্যান্য ট্রোজনেরাও ট্রয় নগর হইতে পলাইয়া আসিয়া ট্রোজনজাতীয় সিসিলিপতি এসেষ্টিসের অধিকারে বাস করিয়া আছে। আমরা এই দ্বীপে উত্তীর্ণ হইবামাত্র ঐ সকল ব্যক্তি আমাদিগকে দেখিয়া কোপানলে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল, তৎক্ষণাৎ আমাদের নৌকা ভস্মাবশেষ করিয়া আমাদিগের অনুচরগণের প্রাণবধ করিল, এবং তাহাদিগের রাজা স্বয়ং জিজ্ঞাসিয়া আমাদের নাম, ধাম ও অভিসন্ধি অবগত হইতে পারিবেন এই অভিপ্রায়ে হস্ত বন্ধন পূর্ব্বক আমাকে ও মেন্টরকে নগরে লইয়া চলিল। বোধ হয়, তাহারা মনে করিয়াছিল, আমরা ঐ দ্বীপেরই অন্য কোন অংশ নিবাসী, অস্ত্র শস্ত্র লইয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে আসিয়াছি, অথবা দেশান্তরীয় শত্রু, তাহাদিগের দেশ আক্রমণ করিতে আসিয়াছি। যাহা হউক, তৎকালে আমরা এই স্থির করিয়াছিলাম রাজা আমাদিগের পরিচয় লইয়া

গ্রীকজাতি বলিয়া অবগত হইলেই প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদান করিবেন।

রাজা এসেষ্টিস সুবর্ণদণ্ড ধারণ পূর্ব্বক সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেছেন এমন সময়ে আমরা তৎসমীপে উপস্থিত হইলাম। রাজা আমাদিগকে দেখিবামাত্র কর্কশ বচনে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কোন্ দেশ নিবাসী, আর তোমাদের এখানে আসিবার প্রয়োজনই বা কি? মেন্টর অবিলম্বে উত্তর করিলেন, আমরা বৃহৎ হেস্পীরিয়ার উপকূল হইতে আসিতেছি; তথা হইতে আমাদের নিবাসভূমি অধিক দূর নহে। আমরা যে গ্রীকজাতি তাহা নির্দ্দেশ না করিয়া তিনি এইরূপ কৌশল ক্রমে উত্তর প্রদান করিলেন। এসেষ্টিস কোন কথাই শুনিলেন না। তিনি এই স্থির করিয়াছিলেন যে, আমরা বিদেশীয় লোক, কোন অসদভিপ্রায় সাধনের নিমিত্ত তদীয় অধিকারে উপস্থিত হইয়াছি এবং সেই অভিপ্রায় গোপন করিয়া রাখিতেছি। এই নিমিত্ত তিনি আমাদিগের প্রতি আদেশ করিলেন যে, সন্নিহিত অরণ্যে গমন করিয়া আমাদিগকে তাঁহার পশুরক্ষকদিগের অধীনে থাকিয়া দাসত্ব করিতে হইবেক। ঈদৃশ হীন অবস্থায় অবস্থিত হইয়া জীবন ধারণ করা অপেক্ষা আমার পক্ষে মরণ সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়স্কর এই বিবেচনা করিয়া আমি উচ্চৈঃ স্বরে কহিতে লাগিলাম রাজন্! যার পর নাই অপমানজনক দণ্ড বিধান না করিয়া বরং আমাদের প্রাণবধ করুন। মহারাজ! আমি আত্ম-পরিচয় প্রদান করিতেছি অবধান করুন; আমি ইথাকা-ধিপতি সুপ্রসিদ্ধ বিজ্ঞ ইউলিসিসের পুত্র, আমার নাম

টেলিমেকস। আমি অনুদ্দিষ্ট পিতার অন্বেষণার্থ নির্গত হইয়াছি; প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যাবৎ তাঁহার দর্শন না পাইব তাবৎ দেশ বিদেশ পর্য্যটনে ক্ষান্ত হইব না। কিন্তু যদি আমি অতঃপর অভিপ্রেত সাধনের উপায় করিতে না পাই, যদি আর কখনই আমার স্বদেশপ্রত্যাগমনের আশা না থাকে, আর যদি দাসত্বস্বীকার ব্যতিরিক্ত কোন ক্রমেই জীবন ধারণ করিতে না পাই, তাহা হইলে আমার প্রাণবধ করিয়া এই দুর্ব্বহ দেহভার হইতে মুক্ত করুন।

এই বাক্য শ্রবণমাত্র তত্রস্থ সমুদায় ব্যক্তি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া নরপতির নিকট প্রার্থনা করিল যে, যে ইউলিসিসের ধূর্ত্ততা ও নির্দ্দয়তা নিবন্ধন ট্রয় নগর ধ্বংস হইয়াছে, অবশ্যই তাহার পুত্রের প্রাণবধ করিতে হইবেক। তখন রাজা আমাকে সরোষ নয়নে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন, অহে ইউলিসিসের পুত্র! তোমার পিতা একিরন নদী তীরে যে সকল ট্রোজনের প্রাণসংহার করিয়াছেন, এক্ষণে তোমার শোণিত দ্বারা তাহাদিগের প্রেতগণকে পরিতুষ্ট করা আমার সর্ব্বতোভাবে বিধেয় হইয়াছে, আমি তদ্বিষয়ে কোন ক্রমেই ক্ষান্ত হইতে পারি না। তোমাকে ও তোমার সহচরকে অবশ্যই প্রাণদণ্ড দিতে হইবেক। এই সময়ে এক বৃদ্ধ রাজসমীপে প্রস্তাব করিল যে, ইহাদিগকে এঙ্কাইসিসের সমাধিমন্দিরের উপর বলিদান দেওয়া যাউক; ঐ বীর পুরুষের প্রেত ইহাদিগের শোণিত দ্বারা পরিতৃপ্ত হইবেক এবং ঈনিয়সও এই ব্যাপার অবগত হইয়া তদীয় প্রধান উদ্দেশ্য সাধনে আপনকার এতাদৃশ আগ্রহ ও যত্ন দেখিয়া পরম পরিতোষ লাভ করিবেন।

এই প্রস্তাব শুনিবামাত্র সমুদায় লোক সেই বৃদ্ধের ভূয়সী প্রশংসা করত কোলাহল ধ্বনি করিয়া উঠিল, এবং অবিলম্বে তদনুযায়ী কার্য্য আরম্ভ হইল। কিঞ্চিৎ পরেই তাহারা আমাদিগের বধ্যবেশ সমাধান করিয়া এঙ্কাইসিসের সমাধিমন্দিরে লইয়া গেল। দেখিলাম, তথায় দুই বেদি প্রস্তুত রহিয়াছে। অনন্তর যজ্ঞীয় অগ্নি প্রজ্বলিত করিল; বলিদানের খড়্গ সম্মুখে স্থাপিত হইল। এই বিষয়ে তাহাদিগের এমন উৎকট আগ্রহ জন্মিয়াছিল যে, আমাদিগের এই শোচনীয় অবস্থা নিরীক্ষণ করিয়া তাহাদিগের অন্তঃকরণে কিঞ্চিন্মাত্রও কারুণ্য সঞ্চার হইল না।

দেখিয়া শুনিয়া আমি অতিশয় ব্যাকুল হইলাম; কিন্তু মেণ্টর এরূপ বিষম সময়েও, যেন কোন বিপদই উপস্থিত হয় নাই, এইরূপ ভাবে নির্ভয়তা ও প্রশান্তচিত্ততা প্রদর্শন পূর্ব্বক রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, রাজন্! টেলিমেকসের অদ্যাপি শৈশবাবস্থা অতিক্রান্ত হয় নাই. ইনি কখন ট্রোজনদিগের বিপক্ষ পক্ষ অবলম্বন পূর্ব্বক অস্ত্র ধারণ করেন নাই। যাহা হউক যদিও ইঁহার দুরবস্থা দর্শনে তোমার অন্তঃকরণে কারুণ্যের উদয় না হয়, অন্ততঃ তোমার নিজের যে বিষম বিপদ উপস্থিত, তদ্বিষয়ে অবহিত হওয়া আবশ্যক। তুমি নিতান্ত নির্দ্দয় হইয়া অকারণে আমাদের প্রাণদণ্ড করিতে উদ্যত হইয়াছ, কিন্তু আমি তোমাকে তোমার আসন্ন বিপদের বিষয়ে সতর্ক না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। আমার এক অসাধারণ বিদ্যা আছে; ঐ বিদ্যার প্রভাবে আমি কালত্রয়ের বৃত্তান্ত অবগত হইতে পারি।

দেবতারা তোমার উপর অতিশয় রুষ্ট হইয়াছেন। যদি তুমি সময়ে সাবধান হইতে না পার, তোমার সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইবেক। আমি দিব্য চক্ষে দেখিতেছি, তিন দিনের মধ্যে এক অসভ্য জাতি প্রবল জলোচ্ছ্বাসের ন্যায় পর্ব্বত হইতে অবতীর্ণ হইয়া তোমার নগরলুণ্ঠন, প্রজাবিনাশ প্রভৃতি অশেষ অহিতাচার করিবেক; অতএব, এই উপস্থিত বিপদের নিবারণে সত্বর ও যত্নবান্ হও, প্রজাগণকে রণসজ্জায় সজ্জিত কর, এবং এই সময়ে জনপদস্থ যাবতীয় বহুমূল্য দ্রব্য আনিয়া নগরমধ্যে নিবেশিত কর। তিন দিবস অতীত হইতে দাও; যদি আমার এই ভবিষ্যসূচনা মিথ্যা হয়, তাহা হইলে, এই বেদির উপর আমাদিগকে বলিদান দিবে; কিন্তু যদি উহা সত্য হয়, তাহা হইলে, বিবেচনা করিয়া দেখ, আমাদিগের দ্বারা তোমার কি মহোপকার লাভ হইল। তখন তুমি অবশ্যই স্বীকার করিবে যে, আমাদিগের হইতেই তোমার ধন মান প্রাণ রক্ষা হইল; তখন বিচারসিদ্ধ হয়, আমাদের প্রাণদণ্ড করিও।

মেন্টর এরূপ অবিচলিত চিত্তে ও দৃঢ়তাসহকারে এই কথাগুলি বলিলেন যে, শ্রবণমাত্র এসেষ্টিসের অন্তঃকরণে তদীয় ভবিষ্যসূচনার যথার্থতাবিষয়ে অণুমাত্রও সংশয় রহিল না। তখন তিনি এক বারে হতজ্ঞান হইয়া বিস্ময়োৎফুল্ল লোচনে কহিতে লাগিলেন, অহে বিদেশীয় মহাপুরুষ! দেবতারা তোমাকে অতুল ঐশ্বর্য্য অথবা সাম্রাজ্যপদ প্রদান করেন নাই বটে, কিন্তু তোমাকে যে লোকাতীত জ্ঞানরত্নে সংযুক্ত করিয়াছেন তাহার সহিত

তুলনা করিলে ঐশ্বর্য্য ও সাম্রাজ্য অতি তুচ্ছ। বুঝিলাম, তুমি সামান্য মানব নহ; কেবল আমার পরিত্রাণের নিমিত্তই এই দ্বীপে উপনীত হইয়াছ। অতএব কৃতাঞ্জলি-পুটে প্রার্থনা করিতেছি, কৃপা করিয়া আমার অপরাধ ও দুর্বিনীততা মার্জ্জনা কর। এই বলিয়া বলিপ্রদানের অনুষ্ঠান সকল স্থগিত করিতে আজ্ঞা দিলেন এবং অবিলম্বে মেণ্টর-নির্দ্দিষ্ট আক্রমণের নিবারণজন্য সজ্জীভূত হইতে লাগিলেন। এই সংবাদ সর্ব্বতঃ সঞ্চারিত হইবামাত্র চতুর্দ্দিকে অতি বিপুল কোলাহল উঠিল; দৃষ্ট হইল, ভয়কম্পিত নারীগণ ও জরাজীর্ণ পুরুষগণ সাতিশয় ব্যাকুল হইয়া নগরমধ্যে প্রবেশ করিতেছে; বালকেরা অশ্রুমুখে জনক জননীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইতেছে; গো মেষাদি পশুগণ মাঠ হইতে পালে পালে নগরে প্রবেশ করিতেছে; চারি দিকেই অব্যক্ত আর্ত্তনাদ মাত্র শ্রবণগোচর হইতেছে। সকলেই আকুলিত চিত্তে কেবল সম্মুখের দিকেই চলিতেছে, কিন্তু কোথা যাইতেছে কিছুই বুঝিতেছে না। প্রধান প্রধান পুরবাসীরা আপনাদিগকে সামান্য ব্যক্তিবর্গ অপেক্ষা সমধিক বিজ্ঞ বিবেচনা করিয়া স্থির করিলেন যে মেণ্টর প্রতারক, কেবল কয়েক দিবস বাঁচিবার নিমিত্ত স্বকপোল-কল্পিত এক মিথ্যা ঘটনা নির্দ্দেশ করিয়াছে।

তৃতীয় দিবস পরিপূর্ণ হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে তাঁহারা স্বীয় বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা করিতেছেন, এমন সময়ে নিকটবর্ত্তী পর্ব্বতোপরি নিবিড়ঘনঘটাসদৃশ রজোরাশি উত্থিত হইয়া গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন করিল। অনতিবিলম্বেই অসংখ্য অস্ত্রধারী অসভ্যদল সুব্যক্ত লক্ষিত হইতে লাগিল। যাহারা

মেণ্টরের ভবিষ্যস্থচনাতে অশ্রদ্ধা করিয়া স্ব স্ব সম্পত্তি রক্ষণে যত্নবান্ হয় নাই, তাহারা এক্ষণে সর্ব্বস্ববিনাশরূপ সমুচিত দণ্ড প্রাপ্ত হইল। এই সময়ে রাজা মেণ্টরকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, তোমরা যে গ্রীকজাতি তাহা আমি এই অবধি বিস্মৃত হইলাম, তোমরা আর আমার শত্রু নহ, পরম মিত্র! দেবতারা নিঃসন্দেহ আমাদের পরিত্রাণের নিমিত্তই তোমাদিগকে প্রেরণ করিয়াছেন। তুমি যথাসময়ে যেরূপ প্রজ্ঞা প্রকাশ করিয়াছ, তোমাকে যথাসময়ে তদনুরূপ শৌর্য্যও প্রকাশ করিতে হইবে; অতএব আর কেন বিলম্ব করিতেছ। পূর্ব্বাহ্ণে ভবিষ্যস্থচনা করিয়া যেমন নিস্তার করিয়াছ, এক্ষণে সমরসজ্জা করিয়া সেইরূপ নিস্তার কর। তোমা ব্যতিরেকে যেমন অগ্রে এই বিপৎপাতের বিষয় অবগত হইবার উপায় ছিল না, তেমনই এক্ষণে তোমা ব্যতিরেকে এই বিপদ্ হইতে উদ্ধার হইবারও পথ নাই।

এই বাক্য শ্রবণ মাত্র মেণ্টরের নেত্রদ্বয় হইতে এক অনির্ব্বচনীয় জ্যোতিঃ আবির্ভূত হইল। তদ্দর্শনে ভীষণদিগেরও হৃদয়ে ভয়সঞ্চার হইল এবং গর্ব্বিতদিগেরও গর্ব্ব খর্ব্ব হইয়া অন্তঃকরণে ভক্তিভাবের আবির্ভাব হইল। তিনি বামকরে চর্ম্ম, শিরে শিরস্ত্রাণ, ও কটিদেশে তরবারি ধারণ করিলেন, দক্ষিণ করে ভল্ল লইয়া সঞ্চালন করিতে লাগিলেন এবং এসেষ্টিসের সৈন্য সকল সমভিব্যাহারে করিয়া বিপক্ষাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। এসেষ্টিসের বিলক্ষণ সাহস ছিল; কিন্তু জরাজীর্ণ কলেবর প্রযুক্ত তিনি মেণ্টরের নিকটে থাকিতে না পারিয়া কিঞ্চিৎ অন্তরে অবস্থিতি করিলেন। এসেষ্টিস অপেক্ষা আমি মেণ্টরের সমীপবর্ত্তী ছিলাম; কিন্তু ক্রিয়া দ্বারা

তদীয় অপ্রতিম শৌর্য্যের সমীপবর্ত্তী হইতে পারি নাই। রণস্থলে তাঁহার উরস্ত্রাণ মিনর্ব্বা দেবীর করস্থিত অক্ষয় চর্ম্মের ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিল; বোধ হইতে লাগিল যেন মৃত্যু তাঁহার করাল করবালের আজ্ঞাবহ হইয়া রহিয়াছে। যেমন প্রচণ্ড সিংহ ক্ষুধাকালে সমধিক ভীষণ হইয়া মেষগণের উপর আক্রমণ করে এবং অবাধে তাহাদিগকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলে, আর মেষপালকেরা স্ব স্ব মেষগণের পরিত্রাণের চেষ্টা না পাইয়া ভয়ে কম্পান্বিতকলেবর হইয়া স্ব স্ব প্রাণ লইয়া পলায়ন করিতে থাকে, সেইরূপ মেণ্টর রণক্ষেত্রে অতি ভীষণমূর্ত্তি ধারণ করিয়া বিপক্ষগণের মস্তকচ্ছেদন করিতে লাগিলেন।

অসভ্য জাতিরা মনে করিয়াছিল, অতর্কিত রূপে নগর আক্রমণ করিবেক, কিন্তু তাহা না হইয়া, তাহারাই অতর্কিত রূপে আক্রান্ত ও পরাভূত হইল। এসেষ্টিসের প্রজাগণ মেণ্টরের দৃষ্টান্তানুযায়ী হইয়া যৎপরোনাস্তি পরাক্রম প্রদর্শন করিতে লাগিল, কিন্তু তাহাদের যে তাদৃশ পরাক্রম ছিল, ইহা তাহারা পূর্ব্বে অবগত ছিল না। বিপক্ষরাজকুমার সৈনাপত্য গ্রহণ করিয়া নগর আক্রমণ করিতে আসিয়াছিলেন, আমার হস্তে তাঁহার প্রাণত্যাগ হইল। আমরা দুই জনে সমবয়স্ক ছিলাম, কিন্তু তিনি আমা অপেক্ষা সমধিক দীর্ঘাকার ছিলেন। আমি দেখিলাম, তিনি আমাকে হীনবীর্য্য স্থির করিয়া তুচ্ছ জ্ঞান করিতেছেন, কিন্তু তাঁহার ভয়ানক আকার প্রকার ও বীর্য্যাধিক্য গণনা না করিয়া আমি তাঁহার বক্ষঃস্থলে ভল্ল প্রহার করিলাম। সেই ভল্ল হৃদয়ের অনেক দূর পর্য্যন্ত প্রবিষ্ট হওয়াতে তিনি শোণিতপ্রবাহ উদ্গার

করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। যৎকালে তিনি ভূতলে পতিত হইলেন, তাঁহার গুরুতর দেহভারে নিপীড়িত হইয়া আমার প্রাণবিনাশের বিলক্ষণ সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু জগদীশ্বরের কৃপায় প্রাণরক্ষা হইল। পতনসময়ে তাঁহার অস্ত্রাদির শব্দে দূরস্থিত পর্ব্বত সমূহে প্রতিধ্বনি হইয়া উঠিল। তদনন্তর আমি তাঁহার শরীর হইতে অস্ত্র প্রভৃতি সমুদায় সামগ্রী উন্মোচন করিয়া লইয়া এসেষ্টিসের অনুসন্ধানে চলিলাম। বিজয়ী মেন্টর যাহাদিগকে প্রতিবন্ধকতার লেশমাত্র প্রদর্শন করিতে দেখিলেন তাহাদিগের মস্তকচ্ছেদন করিলেন, এবং যাহারা রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়নপর হইয়াছিল তাহাদিগকে জঙ্গল পর্য্যন্ত তাড়াইয়া দিয়া আসিলেন।

এই সংগ্রামে কাহারও এমন আশা ছিল না যে, অসভ্যেরা পরাভূত হইবেক; কিন্তু অসাধারণ বীর্য্য ও অলৌকিক পরাক্রম প্রভাবে মেন্টরকে জয়ী হইতে দেখিয়া আপামর সাধারণ সকল লোকেই তাঁহাকে দেবানুগৃহীত অসামান্য ব্যক্তি বলিয়া নির্দ্ধারিত করিল। এসেষ্টিস কৃতজ্ঞতাপ্রদর্শনার্থে আমাদিগকে কহিলেন, যদি ঈনিয়স্ স্বীয় সাংগ্রামিক পোত সকল সঙ্গে লইয়া সিসিলিতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তাহা হইলে আমি আর তোমাদিগকে রক্ষা করিতে পারিব না; অতএব তোমরা ত্বরায় প্রস্থান কর; আমি অবিলম্বে তোমাদের প্রস্থানের সমুদায় আয়োজন করিয়া দিতেছি। এই বলিয়া তিনি আমাদিগের নিমিত্ত এক নৌকা সজ্জিত করাইয়া ভূরি ভূরি উপহার প্রদান পূর্ব্বক অবিলম্বে প্রস্থান করিতে আদেশ দিলেন; কহিলেন, এক্ষণে তোমাদিগের পরিত্রাণের এই একমাত্র উপায় আছে, অতএব তোমরা

আর বিলম্ব করিও না, ত্বরায় নৌকায় আরোহণ কর। তৎকালে সিসিলির লোক গ্রীসদেশে যাইলে তথায় তাঁহাদের বিপদ্ ঘটিবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা ছিল, এজন্য তিনি আপন প্রজাগণের মধ্য হইতে একটিও লোক না লইয়া ফিনীসিয়াদেশীয় কতিপয় সাংযাত্রিক বণিক্‌দিগকে আমাদের সঙ্গে দিলেন; তাহারা বাণিজ্য উপলক্ষে সর্ব্বত্র গমনাগমন করে, সুতরাং কোন স্থানেই তাহাদের তাদৃশ বিপদের আশঙ্কা ছিল না। আমাদিগকে ইথাকা নগরীতে উত্তীর্ণ করিয়া দিয়া রাজসমীপে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেক, এই নিয়মে তাহারা আমাদিগের সহিত যাত্রা করিল; কিন্তু দেবতারা মানবগণের কল্পনা সকল ব্যর্থ করিয়া দেন। দৈববিড়ম্বনায় আমরা সঙ্কল্পিত স্বদেশপ্রতিগমনে বিফলপ্রযত্ন ও নানা বিপদে পতিত হইলাম।

টেলিমেকস

দ্বিতীয় সর্গ।

টেলিমেকস কহিলেন, মিসর দেশের অধীশ্বর সিসষ্ট্রিস স্বীয় বাহুবলে অশেষ দেশ জয় করিয়া ভূমণ্ডলের নানা খণ্ডে সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। ফিনীসিয়ার অন্তর্গত টায়র নগর সমুদ্রমধ্যবর্ত্তী, সুতরাং বিপক্ষে সহসা তদ্বাসীদিগকে আক্রমণ করিতে পারিত না। বিশেষতঃ বহুবিস্তৃত বাণিজ্য দ্বারা তাহারা অতিশয় ঐশ্বর্য্যশালী হইয়াছিল। সহসা কেহ তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে পারিবেক না এই সাহসে ও ঐশ্বর্য্যগর্ব্বে তাহারা কাহাকেও ভয় করিত না এবং সিসষ্ট্রিসকেও অগ্রাহ্য করিত। এই হেতু তিনি বহুকালাবধি তাহাদের উপর যৎপরোনাস্তি কুপিত হইয়াছিলেন, অবশেষে সময় বুঝিয়া স্বয়ং বহুসঙ্খ্যক সৈন্য সমভিব্যাহারে ফিনীসিয়া প্রবেশ করিয়া তাহাদিগের বিলক্ষণ দমন করিলেন এবং তাহাদিগকে নিরূপিতকরদানে সম্মত করিয়া নিজ রাজধানী প্রত্যাগমন করিলেন। কিন্তু তিনি প্রত্যাগমন করিলে তাহারা পুনরায় নির্দ্ধারিত রাজস্ব প্রদানে অসম্মত হইল। তদীয় প্রত্যাগমনোপলক্ষে রাজধানীতে যে মহোৎসব হইতেছিল, ঐ মহোৎসবসময়ে

তাঁহার ভ্রাতা তদীয় প্রাণসংহার পূর্ব্বক স্বয়ং রাজ্যেশ্বর হইবার চেষ্টায় ছিলেন। টায়রীয়েরা কেবল করদানে অসম্মত হইয়া ক্ষান্ত ছিল এমন নহে, এই ব্যাপারে তাঁহার ভ্রাতার সহকারিতা করিবার নিমিত্ত কতকগুলি সৈন্যও প্রেরণ করিয়াছিল। সিসষ্ট্রিস এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া তাহাদিগকে সমুচিত শিক্ষা দিবার নিমিত্ত নিশ্চয় করিয়াছিলেন যে, তাহাদিগের বাণিজ্যের ব্যাঘাত জন্মাইব, তাহা হইলেই তাহারা খর্ব্ব হইয়া আসিবেক। অনন্তর বহুসংখ্যক সংগ্রামপোত রণসজ্জায় সজ্জিত করিয়া এই আদেশ দিয়া প্রেরণ করিয়াছিলেন যে, ফিনীসিয়াদেশীয় পোত দেখিলেই রুদ্ধ করিয়া রাখিবে অথবা জলে মগ্ন করিয়া দিবে।

সিসিলি দ্বীপ দৃষ্টিপথের অতীত হইবামাত্র আমরা দেখিতে পাইলাম, সিসষ্ট্রিসের প্রেরিত পোত সকল প্লবমান নগরীর ন্যায় আমাদিগের নিকটে আসিতেছে। আমরা ফিনীসিয়াদেশীয় পোতে অধিরূঢ় ছিলাম। আমাদিগের নাবিকেরা সিসষ্ট্রিসের আদেশের বিষয় সবিশেষ অবগত ছিল। এক্ষণে তদীয় পোত সমূহ সন্নিহিত হইতে দেখিয়া ভয়ে একান্ত অভিভূত হইল এবং উপস্থিত ঘোর বিপদের আর প্রতীকারের সময় নাই ভাবিয়া এক বারে হতবুদ্ধি হইয়া গেল। বিপক্ষেরা অনুকূল বায়ু পাইয়াছিল এবং আমাদিগের অপেক্ষা তাহাদিগের ক্ষেপণী অধিক ছিল, সুতরাং তাহারা অবিলম্বেই আমাদিগের সম্মুখে উপস্থিত হইল এবং নির্ব্বিবাদে আমাদের পোতের উপর উঠিয়া আমাদিগকে রুদ্ধ করিল এবং বন্ধন করিয়া মিসর দেশে

লইয়া চলিল। আমি তাহাদিগকে বারংবার বলিলাম যে, আমি ও মেণ্টর ফিনীসীয় নহি, কিন্তু তাহারা আমার এই বাক্যে বিশ্বাস বা মনোযোগ করিল না। তাহারা জানিত যে, ফিনীসীয়েরা দাসব্যবসায় করে, সুতরাং মনে করিল তাহারা আমাদিগকে ক্রয় করিয়া লইয়া যাইতেছে। তখন রাজভৃত্যেরা কি প্রকারে আমাদিগকে অধিক মূল্যে বিক্রয় করিবেক কেবল ইহাই চিন্তা করিতে লাগিল। আমরা অনতিবিলম্বেই দেখিতে পাইলাম, নীলনদের ধবল প্রবাহ অর্ণবগর্ভে প্রবিষ্ট হইতেছে। মিসর দেশের উপকূল দূর হইতে জলদমণ্ডলের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। অনন্তর আমরা ফারস দ্বীপে উপনীত হইলাম এবং তথা হইতে নীলনদ দ্বারা মেম্ফিসপুরী অভিমুখে যাত্রা করিলাম।

বন্দীভাবনিবন্ধন শোকাভিভবে যদি আমরা সুখাস্বাদনে এক বারেই অক্ষম হইয়া না যাইতাম, তাহা হইলে মিসর দেশের শোভা সন্দর্শনে যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইতাম, সন্দেহ নাই। ঐ দেশ অসংখ্য জলনালী প্রবাহিত অতি প্রকাণ্ড উদ্যানবৎ প্রতীয়মান হইতে লাগিল। ধনিজন-পরিপূরিত নগর, মনোহর হর্ম্ম্য, সুবর্ণোপমশস্যোৎপাদক ক্ষেত্র ও পশুগণপরিপূরিত পরীণাহ দ্বারা নীলনদের উভয় পার্শ্ব কি অনুপমশোভাসম্পন্ন লক্ষিত হইতে লাগিল। ঐ দেশে বসুমতী এত অপরিমিত শস্য প্রসব করেন যে, কৃষাণ-গণ আশার অধিক পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়া নিয়ত এমন প্রফুল্ল মনে কাল যাপন করে যে, সকল গৃহে সর্ব্ব সময়ে মহোৎসব বোধ হয়। ফলতঃ, তদ্দেশবাসীদিগকে সাংসারিক কোন বিষয়ের অসঙ্গতিনিবন্ধন কখন কোন ক্লেশ পাইতে হয় না।

রাখালদিগের আনন্দসূচক গ্রাম্যগাননিনাদে চতুর্দ্দিক্ অনবরত প্রতিধ্বনিত হইতেছে। এই সমস্ত নিরীক্ষণ করিয়া মেন্টর চমৎকৃত হইয়া কহিতে লাগিলেন, এই রাজ্যের প্রজাগণ কি সুখী! তাহারা নিয়ত ধন ধান্য প্রভৃতি সাংসারিক সুখোপকরণে সম্পন্ন হইয়া কেমন স্বচ্ছন্দে কাল যাপন করিতেছে! এই সমস্ত সুখের নিদানভূত যে নরপতি, তিনি নিঃসন্দেহ তাহাদিগের ভক্তি শ্রদ্ধা প্রণয় ভাজন হইয়া হৃদয়ে বিরাজমান রহিয়াছেন। অতএব, টেলিমেকস! যদি দেবতারা তোমাকে তোমার পৈতৃক সিংহাসনে অধিরূঢ় করেন, রাজধর্ম্মানুসারী হইয়া তোমার এই রূপে প্রজাগণের সুখ সমৃদ্ধি সংবর্দ্ধনে তৎপর হওয়া উচিত। তুমি সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া প্রজাগণকে অপত্যনির্বিশেষে প্রতিপালন করিবে, তাহা হইলেই তোমার যথার্থ রাজধর্ম্ম প্রতিপালন করা হইবেক। তখন তোমার প্রতি তাহাদিগের ভক্তি, শ্রদ্ধা ও প্রণয় দেখিয়া তুমি পিতার পরিতোষ প্রাপ্ত হইবে। এই সিদ্ধান্ত যেন নিরন্তর তোমার অন্তরে জাগরূক থাকে যে, রাজা ও প্রজা উভয়ের সুখ অভিন্ন; প্রজাদিগকে সুখে রাখিলেই রাজার সুখ। তাহারা সুখসমৃদ্ধিসময়ে তোমাকে পরম উপকারক বলিয়া স্মরণ করিবেক এবং অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান পূর্ব্বক দুর্ভেদ্য উপকৃতিশৃঙ্খলে বদ্ধ থাকিয়া চির কাল কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিবেক। যে রাজারা স্বেচ্ছাচারী হইয়া কেবল প্রজাগণের ভয়াবহ হইতেই যত্নবান্ হয়, এবং অত্যাচার দ্বারা তাহাদিগকে নম্রতা শিক্ষা করাইবার চেষ্টা পায়, তাহারা মানবজাতির পক্ষে দৈবনিগ্রহস্বরূপ। প্রজাগণ তাদৃশ প্রজা-

পীড়ক দুরাত্মাদিগকে ভয় করে যথার্থ বটে; কিন্তু যেমন ভয় করে তদ্রূপ ঘৃণা ও দ্বেষও করিয়া থাকে। অবশেষে অত্যাচার একান্ত অসহ্য হইয়া উঠিলে তাহাদিগকে সিংহাসনচ্যুত ও তাহাদিগের প্রাণদণ্ড পর্য্যন্তও করিয়া থাকে। সুতরাং প্রজাগণকে তাদৃশ ভূপতিদিগের নিকট যত ভীত থাকিতে হয়, ভূপতিদিগকে প্রজাগণের নিকট বরং তদপেক্ষা অধিক ভীত থাকিতে হয়।

আমি উত্তর করিলাম, হায়! এক্ষণে রাজনীতি পর্য্যালোচনার প্রয়োজন কি। আমাদিগের ইথাকা নগরী প্রতিগমনের আর আশা নাই। জন্মাবচ্ছিন্নে আর জননী ও জন্মভূমি দেখিতে পাইব না। আর ইহাও এক বারেই অসম্ভাবিত নয় যে, পিতা পরিশেষে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতে পারেন; কিন্তু যদিই দৈবানুগ্রহবলে প্রত্যাগমন করেন, আর তিনি কখনই নন্দনালিঙ্গনরূপ অনুপম আনন্দরসের আস্বাদনে অধিকারী হইবেন না, এবং আমিও রাজ্যশাসনযোগ্য কাল পর্য্যন্ত পিতার আদেশানুবর্ত্তী থাকিয়া আত্মাকে চরিতার্থ করিতে পারিব না। দেবতারা আমাদিগের প্রতি অনুকম্পাশূন্য হইয়াছেন। অতএব হে প্রিয় বান্ধব! মৃত্যুই আমাদিগের পক্ষে শ্রেয়স্কর, এক্ষণে মৃত্যুচিন্তা ব্যতিরিক্ত আর সকল চিন্তাই বৃথা। আমি শোকে এরূপ বিহ্বল হইয়াছিলাম এবং কথনকালে মুহুর্মুহুঃ এমন দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলাম যে, আমার বাক্য প্রায় বুঝিতে পারা যায় না। কিন্তু মেণ্টর উপস্থিত বিপদে কিঞ্চিন্মাত্র ভীত হইয়াছেন এরূপ বোধ হইল না। তিনি কহিতে লাগিলেন, টেলিমেকস! তুমি মহাবীর

ইউলিসিসের পুত্র বলিয়া পরিচয় দিবার যোগ্য নহ। তুমি কি প্রতীকারচিন্তায় পরাঙ্মুখ হইয়া বিপদে অভিভূত হইবে? তুমি নিশ্চিত জানিবে, যে দিনে জননী ও জন্মভূমি পুনর্ব্বার তোমার নয়নগোচর হইবে, সেই দিন নিকটবর্ত্তী হইতেছে। ইহা তুমি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিবে যে, যিনি অসাধারণ শৌর্য্য দ্বারা জগন্মণ্ডলে দুর্জ্জয় বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন; যিনি, কি দুর্ভাগ্য কি সৌভাগ্য, সকল সময়েই অবিকৃতচিত্ত; তুমি এক্ষণে যেরূপ বিপদে পতিত হইয়াছ তদপেক্ষা ভীষণতর বিপদেও যিনি অক্ষুব্ধচিত্ত থাকেন ও তাদৃশ সময়েও যাঁহার ঈদৃশী প্রশান্তচিত্ততা থাকে যে তদ্দর্শনে তুমি বিপৎকালে সাহসাবলম্বনের উপদেশ পাইতে পার, এবং যাঁহাকে এই সমস্ত অলৌকিক গুণ সম্পন্ন বলিয়া তুমি কখন জানিতে পার নাই, সেই মহানুভাব মহাবীর ইউলিসিস যশঃশশধরে জগন্মণ্ডল দেদীপ্যমান করিয়া পুনরায় সিংহাসনে অধিরোহণ করিবেন। এক্ষণে তিনি প্রতিকূলবায়ুবশে যে দূর দেশে নীত হইয়া আছেন, যদি তথায় তিনি শুনিতে পান তাঁহার পুত্র পৈতৃক ধৈর্য্য ও পৈতৃক বীর্য্যের উত্তরাধিকারী হইতে যত্নবান্ নহেন, তাহা হইলে তিনি এতাবৎ কাল পর্য্যন্ত ঘোরতরদুর্দশাগ্রস্ত হইয়া যে অশেষ ক্লেশ ভোগ করিয়াছেন তদপেক্ষা এই সংবাদ তাঁহার পক্ষে নিঃসন্দেহ সমধিক ক্লেশাবহ হইবেক।

তদনন্তর মেণ্টর কহিলেন, টেলিমেকস! দেখ মিসর দেশের কি অনুপম শোভা! দর্শন মাত্র বোধ হয়, কমলা সর্ব্ব কাল বিরাজমানা আছেন। এই দেশে দ্বাবিংশতি সহস্র নগর; ঐ সকল নগরে কি সুন্দর শাসনপ্রণালী

প্রতিষ্ঠিত আছে ; ধনবান্ দরিদ্রের উপর ও বলবান্ দুর্ব্বলের উপর অত্যাচার করিতে পারে না। বালকদিগের বিদ্যাভ্যাসের রীতি কি উত্তম! তাহারা বশ্যতা, পরিশ্রম, সদাচার, ও বিদ্যানুরাগ নিত্য অভ্যাস করিয়া থাকে। পিতা মাতারা ধর্ম্মনিষ্ঠা, নিঃস্বার্থ লোকহিতৈষিতা, সম্মানাকাঙ্ক্ষা, অকপট ব্যবহার, ও দেবভক্তি এই সমস্ত গুণের বীজ শৈশবকালাবধি স্বীয় স্বীয় সন্তানদিগের অন্তঃকরণে রোপণ করিতে আরম্ভ করেন। এই মঙ্গলকর নিয়মাবলী অনুধ্যান করিতে করিতে তাঁহার অন্তঃকরণ আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া আসিল। তখন তিনি কহিতে লাগিলেন, যে রাজা এইরূপ সুনিয়মে রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন করেন, তাঁহার প্রজারাই যথার্থ সুখী ; কিন্তু যে ধর্ম্মপরায়ণ রাজার দয়াদাক্ষিণ্যগুণে অসংখ্য লোকের সুখ সংবর্দ্ধিত হয়, এবং ধর্ম্মপ্রবৃত্তির প্রবলতা নিবন্ধন যাঁহার হৃদয়কন্দর নিরন্তর অনির্ব্বচনীয় আনন্দরসে উচ্ছলিত থাকে, তিনি তাহাদিগের অপেক্ষা অধিক সুখী। তাঁহাকে দুরাচার নরপতিদিগের ন্যায় ভয় দেখাইয়া প্রজাদিগকে বশীভূত রাখিতে হয় না, প্রজারা নিজেই তাঁহার রমণীয় গুণগ্রামে মুগ্ধ ও প্রীত হইয়া বশীভূত থাকে এবং তদীয় আজ্ঞা প্রতিপালন করিয়া আত্মাকে চরিতার্থ বোধ করে। তিনি প্রজাগণের হৃদয়রাজ্যে আধিপত্য করেন। প্রজারা তাঁহাকে এরূপ স্নেহ ও ভক্তি করে যে, তাহাদিগের তদীয় রাজ্যভঙ্গের অভিলাষ করা দূরে থাকুক, তাহারা তাঁহার মর্ত্ত্যতা চিন্তা করিয়া সাতিশয় কাতর হয় এবং যদি আপন আপন জীবন দিলে রাজা চিরজীবী হইতে পারেন তাহাতেও পরাঙ্মুখ হয় না।

আমি তদ্গত চিত্তে মেন্টরের এই বচনপ্রবন্ধ শ্রবণ করিতে লাগিলাম; শ্রবণ করিতে করিতে আমার অন্তঃকরণ সাহসে ও উৎসাহে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। আমরা শোভা-সমৃদ্ধিসম্পন্ন সুবিখ্যাত মেম্ফিস্ নগরে উত্তীর্ণ হইবামাত্র, তথাকার শাসনকর্ত্তা আমাদিগকে থীব্স নগরে এই অভি-প্রায়ে প্রেরণ করিলেন যে, রাজা সিসষ্ট্রিস্ টায়রীয়দিগের উপর যৎপরোনাস্তি কুপিত ছিলেন, অতএব স্বয়ং প্রশ্ন করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন আমরা যথার্থ টায়রনিবাসী কি না। তদনন্তর আমরা নীলনদ দ্বারা শতদ্বারশোভিত সুপ্রসিদ্ধ থীব্স নগর যাত্রা করিলাম। তথায় ঐ পরাক্রান্ত নরপতি বাস করিতেন। আমরা দেখিলাম, থীব্স নগর অতি বিস্তৃত ও অতি সমৃদ্ধ, গ্রীসদেশীয় নগর সমূহ অপেক্ষা সমধিকশোভাসম্পন্ন। রাজপথ সকল সুবিস্তৃত; মধ্যে মধ্যে নিপান ও জলনালী সকল নির্ম্মিত আছে। এই নিয়ম দ্বারা প্রজাগণের যে উপকার ও কৃষিকার্য্যের যেরূপ সুবিধা তাহা বর্ণনাতীত। স্থানে স্থানে মনোহর হর্ম্ম্য, প্রস্রবণ, কীর্ত্তি-স্তম্ভ, ও শিলাময় মন্দির সকল শোভমান রহিয়াছে। রাজ-ভবন একটি নগরীর ন্যায় বিস্তৃত, এবং স্বর্ণ, রজত ও শিলা-ময় নানাবিধ অলঙ্কারে বিভূষিত।

রাজা সিসষ্ট্রিস্ প্রতিদিন নিরূপিত সময়ে স্বয়ং প্রজা-দিগের অভিযোগ ও রাজ্যসংক্রান্ত যাবতীয় সংবাদ শ্রবণ করিতেন, দর্শনার্থী বা বিচারপ্রার্থী কাহাকেও অবজ্ঞা বা প্রত্যাখ্যান করিতেন না। তিনি প্রজাগণকে অপত্যনির্বি-শেষে স্নেহ করিতেন এবং মনে করিতেন, কেবল তাহা-দিগের হিতের নিমিত্তই জগদীশ্বর তাঁহাকে রাজপদে

প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তিনি বিদেশীয় লোকদিগের প্রতি সাতিশয় সৌজন্য প্রদর্শন করিতেন এবং তাহাদিগকে দেখিবার নিমিত্ত অত্যন্ত ব্যগ্র হইতেন; কারণ তিনি মনে করিতেন, ভিন্নদেশীয় আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতি অবগত হইলে অবশ্যই কিছু জ্ঞানলাভ হইবেক। তিনি রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেছেন এমন সময়ে আমরা তৎসমীপে নীত হইয়া দেখিলাম, রাজা স্বর্ণময় রাজদণ্ড হস্তে ধারণ করিয়া গজদন্তনির্ম্মিত সিংহাসনে আসীন আছেন। তিনি পরিণতবয়স্ক বটে, কিন্তু তখন পর্য্যন্তও তাঁহার শরীরে লাবণ্য ও তেজস্বিতা এবং আকারে মাধুর্য্য ও গাম্ভীর্য্য সুব্যক্ত লক্ষিত হইতেছে। তাঁহার বিচারশক্তি এমন অদ্ভুত যে, যথেচ্ছ প্রশংসা করিলেও চাটুবাদের অপবাদগ্রস্ত হইতে হয় না। তিনি রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা দ্বারা দিবাভাগ, এবং শাস্ত্রানুশীলন ও সাধুজনের সহিত সদালাপ দ্বারা সায়ংকাল অতিবাহিত করিতেন। পরাজিত নরপতিদিগের প্রতি অতিমাত্র গর্হিত ব্যবহার ও এক জন রাজপুরুষের উপর অনুচিত বিশ্বাসন্যাস এই দুই ব্যতিরিক্ত তাঁহার আর কোন দোষ ছিল না। আমাকে তরুণবয়স্ক দেখিয়া রাজার হৃদয়ে করুণা সঞ্চার হইল। তিনি আমার নাম, ধাম, জাতি, ব্যবসায়াদির বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। আমরা তাঁহার বাক্যের ঔচিত্য ও গাম্ভীর্য্য শ্রবণে চমৎকৃত হইলাম। আমি উত্তর করিলাম, হে নরদেবসিংহ! আপনি অবগত আছেন, ট্রয় নগর দশ বৎসর অবরুদ্ধ থাকিয়া পরিশেষে ভস্মাবশেষ হয় এবং ঐ ব্যাপারে বহুসংখ্যক গ্রীসদেশীয় প্রধান বীরপুরুষ বিনষ্ট হন; ইথাকার রাজা ইউলিসিস্ আমার পিতা;

তাঁহার বিজ্ঞতাখ্যাতি ভূমণ্ডলের সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিতেছে। তাঁহারই বুদ্ধিকৌশলে ও বিজ্ঞতাবলে দশবার্ষিক অবরোধের পর ট্রয় নগর নিপাতিত হইয়াছে। শুনিয়াছি, কার্য্য-শেষ করিয়া তিনি স্বদেশপ্রত্যাগমনাভিলাষে অর্ণবপোতে আরোহণ করিয়াছেন; কিন্তু দৈববিড়ম্বনায় অদ্যাপি নিজ রাজধানী দর্শন করিতে পারেন নাই, বোধ হয়, সাগর-পথের পান্থ হইয়া আছেন। আমিও তাঁহার অন্বেষণার্থ নির্গত হইয়া নানা স্থান পর্য্যটন করিয়া অবশেষে দুর্ভাগ্য-বশতঃ মহারাজের অধিকারে বন্দী হইয়াছি। মহারাজ! যাহাতে আমি স্বদেশে প্রতিগমন করিয়া পিতাকে পুন-র্ব্বার দর্শন করিতে পারি, আপনি অনুগ্রহ করিয়া তাহার উপায় করিয়া দেন; প্রার্থনা করি, দেবতাদিগের প্রসাদে আপনি দীর্ঘজীবী হইয়া অবিচ্ছিন্ন সাংসারিক সুখসম্ভোগে কাল যাপন করুন। আমার দুর্দ্দশা শ্রবণে রাজার হৃদয়ে দয়ার উদ্রেক হইয়াছিল বটে, কিন্তু যাহা আমি বলিলাম উহা যথার্থ কি না, তদ্বিষয়ে সন্দিহান হইয়া আমা-দিগকে এক জন রাজপুরুষের হস্তে সমর্পণ করিয়া এই আদেশ দিলেন যে, অনুসন্ধান করিয়া দেখ, ইহারা যথার্থ গ্রীক্ অথবা ফিনীসীয়; যদি ইহারা ফিনীসীয় হয় তাহা হইলে যে কেবল শত্রু বলিয়া দণ্ডনীয় হইবেক এমন নহে, মিথ্যাকথন ও প্রতারণা জন্য যথাযোগ্য শাস্তিও প্রাপ্ত হই-বেক। কিন্তু যদি ইহারা যথার্থ গ্রীক হয়, তাহা হইলে আমি ইহাদিগের প্রতি সৌজন্য প্রদর্শন ও সদয় ব্যবহার করিব এবং আহ্লাদিত চিত্তে ইহাদিগকে স্বদেশে পাঠা-ইয়া দিব। গ্রীস্ দেশের প্রতি আমার অত্যন্ত অনুরাগ

আছে, কারণ তথাকার অনেক নিয়ম ও রীতি নীতি মিসর দেশ হইতে পরিগৃহীত হইয়াছে। আমি হিরাক্লিসের গুণগ্রাম ও একিলিসের মহাত্মতার বিষয় অনবগত নহি। ইউলিসিসের বিজ্ঞতার বিষয় শুনিয়া সাতিশয় প্রীত আছি। আমার স্বভাব এই, গুণবানের ও ধার্ম্মিকের দুঃখ-বিমোচনে সাধ্যানুসারে যত্ন করিয়া থাকি।

রাজা সিসষ্ট্রিস্ যেমন অমায়িক ও মহানুভাব, মিটফিস্ নামে তাঁহার এক জন কর্ম্মকর্ত্তা তেমনই দুরাচার ও স্বার্থপর। ঐ ব্যক্তির প্রতি রাজা আমাদিগের বিষয় সবিশেষ অনুসন্ধান করিবার ভার প্রদান করিলেন। মিট-ফিস্ কূট প্রশ্ন দ্বারা আমাদিগের চিত্তবিভ্রম জন্মাইয়া দিবার চেষ্টা পাইতে লাগিলেন এবং মেন্টরের উত্তর শ্রবণে তাঁহাকে আমা অপেক্ষা বুদ্ধিমান্ বিবেচনা করিয়া তাঁহার উপর অতিশয় বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। নির্গুণেরা অন্যের গুণ দর্শনে আপনাদিগকে যেরূপ অবমানিত বোধ করে আর কিছুতেই সেরূপ করে না। বস্তুতঃ, তিনি মেন্টরকে আপন অপেক্ষা বিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান্ দেখিয়া মনে মনে অত্যন্ত কুপিত হইয়াছিলেন। তিনি প্রশ্নকালে নানা কৌশল করিলেন, কিন্তু মেন্টরের চিত্তবিভ্রম জন্মাইতে পারিলেন না, এবং মেন্টরের নিকটে থাকাতে আমারও চিত্তভ্রম জন্মিল না; অতএব তিনি আমাদিগকে পৃথক্ পৃথক্ স্থানে রাখিয়া দিলেন। তদবধি আমি মেন্টরের বিষয় কিছুই জানিতে পারিলাম না। এই বন্ধুবিয়োগ আমার পক্ষে বজ্রপাতবৎ আকস্মিক ও ভয়ানক হইয়া উঠিল। মিটফিস্ আমাদিগকে এই অভিপ্রায়ে বিযুক্ত

করিয়াছিলেন যে, পরস্পরকে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে রাখিয়া প্রশ্ন করিলে অবশ্যই উভয়ের উত্তরে বিসংবাদিতা দৃষ্ট হইবেক। এতদ্ব্যতিরিক্ত তিনি ইহাও মনে করিয়াছিলেন যে, মেন্টর যাহা কিছু গোপন করিয়া রাখিয়াছেন, আমাকে নানা প্রকারে প্রলোভিত করিয়া তাহা ব্যক্ত করিয়া লইবেন। সত্যাবধারণ তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না। কোন একটা ছল করিয়া রাজার নিকটে আমাদিগকে ফিনীসীয় বলিয়া নির্দ্দেশ করাই তাঁহার অভিপ্রেত ছিল; কারণ ফিনীসীয় বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে পারিলেই, তদীয় সম্পত্তি মধ্যে পরিগণিত হইয়া আমাদিগকে যাবজ্জীবন দাসবৃত্তি অবলম্বন করিতে হইত। আমাদিগের কোন বিষয়েই কিঞ্চিন্মাত্র অপরাধ ছিল না এবং রাজাও সাতিশয় বুদ্ধিমান্, ও বিজ্ঞ ছিলেন, তথাপি ঐ দুরাত্মার অভীষ্টসিদ্ধি হইল। হায়! রাজত্ব কি বিষম বিপত্তির আস্পদ! যৎরোনাস্তি চতুর ও বিজ্ঞ হইলেও রাজাদিগকে সর্ব্বদা প্রতারিত হইতে হয়। তাঁহারা সতত ধূর্ত্ত ও স্বার্থপরায়ণ ব্যক্তিবর্গে বেষ্টিত থাকেন। সজ্জনেরা তাঁহাদিগের সংসর্গ পরিত্যাগ করিয়া দূরে অবস্থান করেন; কারণ চাটুকার না হইলে নৃপতিদিগের নিকট প্রতিপন্ন হওয়া দুষ্কর। ফলতঃ, ধর্ম্মপরায়ণ লোকেরা আহূত না হইলে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কদাপি রাজসন্নিধানে গমন করেন না, আর তাদৃশ ব্যক্তিগণ কোথায় পাওয়া যায় তাহা রাজারাও প্রায় জানিতে পারেন না। কিন্তু পাপাত্মারা স্বভাবতঃ ধূর্ত্ত, নির্লজ্জ, প্রতারক, ও চাটুকার হইয়া থাকে; আর এমন কোন কুকর্ম্মই নাই যে,

তাহারা ইন্দ্রিয়সুখপরতন্ত্র রাজার পরিতোষার্থে তাহাতে অনায়াসে প্রবৃত্ত হইতে না পারে। হায়! যে ব্যক্তিকে অনুক্ষণ ঈদৃশ কুপথগামী পাপমতিদিগের হস্তগত হইয়া থাকিতে হয়, সে কি হতভাগ্য! সত্যে প্রীতি ও চাটু-বাদে বিরক্তি না জন্মিলে নিঃসন্দেহ তাহার বিনাশ হয়। দুঃখের সময় আমি এই সমস্ত চিন্তা করিতে লাগিলাম এবং মেন্টর আমাকে যাহা যাহা কহিয়াছিলেন তাহাও আমার অন্তঃকরণে আন্দোলিত হইতে লাগিল। আমি এইরূপ চিন্তায় মগ্ন আছি, এমন সময়ে মিটফিস্ তাঁহার অসংখ্য গো মেষাদি পশু চারণ নিমিত্ত আমাকে অন্যান্য দাসগণের সহিত অরণ্যমধ্যবর্ত্তী পর্ব্বতে প্রেরণ করিলেন।

এই স্থলে কালিপ্সো টেলিমেকসের কথা ভঙ্গ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, টেলিমেকস! তুমি সিসিলিতে দাসত্ব অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয়স্কর বিবেচনা করিয়াছিলে, মিসর দেশে কেন অনায়াসে দাসত্বস্বীকারে সম্মত হইলে? টেলিমেকস কহিলেন, এই সময়ে আমি এমন বিষম দুঃখে পড়িয়া-ছিলাম যে, আমার বুদ্ধিলোপ হইয়া গিয়াছিল; সুতরাং পূর্ব্বের ন্যায়, মৃত্যু ও দাসত্ব এই উভয়ের ইতর বিশেষ বিবেচনা করিবার শক্তি ছিল না; নতুবা, বোধ হয়, তৎ-কালে আমি প্রাণত্যাগ করিতাম, কখনই দাসত্বস্বীকারে সম্মত হইতাম না। যাহা হউক, দাসত্ব অনিবার্য্য হইয়া আমার স্কন্ধে পড়িল এবং দুর্দ্দশার শেষদশা উপস্থিত হইল। প্রীতিদায়িনী আশালতাও আমাকে ছায়াদানে পরাঙ্মুখ হইয়া উঠিল। দেখিলাম, দাসত্বভঞ্জনের আর কোন উপায়ই নাই। এই সময়েই কতিপয় ইথিওপিয়ানিবাসী লোক

মেন্টরকে ক্রয় করিয়া স্বদেশে লইয়া গেল। আমি গোচারণ নিমিত্ত অরণ্যে উপস্থিত হইলাম ; দেখিলাম, পর্ব্বতের শৃঙ্গ সকল নিরন্তর তুহিনরাশিপরিবৃত, নিম্ন স্থল উত্তপ্তবালুকাময় ; সুতরাং উপরিভাগে অবিচ্ছিন্ন শীত, নিম্ন প্রদেশে অসহ্য গ্রীষ্ম ; তৃণাদি অতি বিরল, কেবল গণ্ডশৈলের মধ্যে মধ্যে অত্যল্পমাত্র লক্ষিত হয় ; পর্ব্বত সকল নতোন্নত ও দুরারোহ, পর্ব্বতমধ্যস্থলে রবিকিরণ প্রায় প্রবেশ করিতেই পারে না। এই ভীষণ স্থানে মূর্খ ও অসভ্য রাখালগণ ব্যতিরিক্ত আলাপ করিবার আর লোক ছিল না। তথায় আমি দিবাভাগে গোচারণ করিয়া, স্বীয় দুরবস্থা নিমিত্ত পরিদেবন করিতে করিতে রজনী অতিবাহন করিতাম। বিউটিস্ নামে এক জন প্রধান দাস ছিল, সে আপন দাসত্ব বিমোচনের কোন প্রত্যাশা পাইয়া, স্বামিকার্য্যে অনুরাগ ও মনোযোগ প্রদর্শনার্থ অন্যান্য দাসগণকে অবিরত তিরস্কার করিত। পাছে তাহার কোপানলে পড়িতে হয় এই ভয়ে আমি অনন্যকর্ম্মা হইয়া সমস্ত দিবস কেবল পশুচারণই করিতাম। ফলতঃ, নানাপ্রকার দুঃখে আমি নিতান্ত অভিভূত হইয়া পড়িলাম।

এক দিন মনের দুঃখে আমি আপন পশুযূথ বিস্মৃত হইয়া এক গুহার সমীপে ভূতলে পতিত হইয়া রহিলাম এবং মৃত্যুই সেই সমস্ত অসহ্য যন্ত্রণা মোচনের একমাত্র উপায় ইহা স্থির করিয়া তাহার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। আমি এইরূপ নিতান্ত নিরাশ্বাস হইয়া পতিত রহিয়াছি, এমন সময়ে দেখিলাম, পর্ব্বত কাঁপিতেছে। পর্ব্বতস্থিত তরুগণ নত হইয়া আসিতেছে ; বায়ু নিশ্চল

হইয়াছে। এই সময়ে সহসা গুহামধ্যে গম্ভীর ধ্বনিতে এই দৈববাণী হইল, অহে ইউলিসিস্‌পুত্র ! ধৈর্য্যাবলম্বন কর। যে সকল রাজকুমারদিগের দুঃখের স্বাদগ্রহ হয় নাই, তাহারা সুখাস্বাদনে অনধিকারী; তাহারা বিষয়সেবায় আসক্ত হইয়া হীনবীর্য্য ও সৎকার্য্যসাধনে অযোগ্য হইয়া যায়। এই দুরবস্থা অতিক্রম কর ও তাহা স্মরণ রাখ, তাহা হইলেই তুমি উত্তর কালে প্রকৃতসুখভাজন হইতে পারিবে, এবং তোমার যশঃশশধর উত্তরোত্তর ভূমণ্ডলে অধিকতর দেদীপ্য-মান হইবে। যখন অন্যের উপর আধিপত্য লাভ করিবে, তখন, আমিও এক সময়ে অশেষ ক্লেশ ভোগ করিয়াছিলাম, এই ভাবিয়া প্রাণপণে অন্যের ক্লেশ নিবারণ করিবে, তাহা হইলে আপনাকে সুখী করিতে পারিবে। প্রজাগণের প্রতি সতত স্নেহ প্রদর্শন করিবে; চাটুকারদিগকে নিকটে আসিতে দিবে না। চাটুকারেরা মানবজাতির, বিশেষতঃ নরপতিদিগের, অতি বিষম শত্রু। তাহারা কেবল স্বার্থপর, স্বার্থসাধনোদ্দেশে কল্পিত স্তুতিবাদ দ্বারা চিত্তের অকিঞ্চিৎ-কর প্রীতি জন্মাইয়া অনভিজ্ঞ লোকদিগকে মুগ্ধ করে। তাদৃশ লোকেরাও ক্রমে ক্রমে তাহাদের কল্পিত বাক্-প্রবন্ধে বিশ্বাসবদ্ধ করিয়া মদান্ধ হইয়া উঠে। তখন তাহারা আত্মবিস্মৃত হইয়া যায়, ও আপনাদিগকে মহৎ জ্ঞান করিতে আরম্ভ করে। আত্মবিস্মৃত হইয়া আপনাকে মহৎ জ্ঞান করা সর্ব্বনাশের পথ। আর তুমি নিরন্তর ইন্দ্রিয়দমনে যত্নবান্ থাকিবে এবং নিয়ত এই কথা স্মরণ রাখিবে যে, যিনি যে পরিমাণে ইন্দ্রিয় দমন করিতে পারেন, তিনি সেই পরিমাণে মহাত্মা বলিয়া সর্ব্বত্র গণনীয় হয়েন। *

এই দৈববাণী শ্রবণে আমার অন্তঃকরণে যেরূপ অনির্ব্বচনীয় আনন্দের উদয় হইল এবং হৃদয় যেরূপ অদ্ভুত সাহসে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল তাহা বর্ণন করিবার নহে। দৈববাণী শ্রবণে লোকের অন্তঃকরণ যেরূপ ভয়ে অভিভূত এবং শরীর যেরূপ রোমাঞ্চিত ও কম্পিত হয়, আমার তাহা কিছুই হইল না। আমি প্রশান্ত চিত্তে ভূতল হইতে উঠিলাম এবং মিনর্ব্বা দেবীই এই প্রত্যাদেশ করিলেন স্থির করিয়া, ক্ষিতিন্যস্তজানু কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার বহুবিধ স্তুতি করিলাম। তৎকালে আমি অনুভব করিতে লাগিলাম যে, জ্ঞানালোকে আমার অন্তঃকরণ প্রদ্যোতিত হইল এবং কোন অনির্ব্বচনীয় দৈবশক্তি হৃদয়মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া যৌবনসুলভ ঔদ্ধত্যের শান্তি ও ইন্দ্রিয়গণের দমন করিল। তদবধি সমুদায় রাখালগণের সহিত আমার প্রণয় জন্মিল। বিউটিস্ প্রথমতঃ আমার প্রতি সাতিশয় নিষ্ঠুরাচরণ করিত, সে ব্যক্তিও তদবধি আমার নম্রতা, সহিষ্ণুতা, ও পরিশ্রম দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইল।

দৈববাণী শ্রবণে আমার অন্তঃকরণে ধৈর্য্য ও সাহসের আবির্ভাব হওয়াতে, আপাততঃ আমার মানসিক কষ্টের অনেক লাঘব হইল বটে, কিন্তু বন্দীভাবে একাকী অবস্থানের ক্লেশ পুনরায় অত্যন্ত অসহ্য হইয়া উঠিল। এমন অবস্থায় পুস্তক পাঠ ব্যতিরেকে ক্লেশ লঘুকরণের উপায়ান্তর না দেখিয়া আমি, পাঠোপযোগিপুস্তকসংগ্রহার্থ অত্যন্ত উদ্যুক্ত হইলাম। আমি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলাম, যাহারা বহুদোষসমাকীর্ণ ভোগসুখে বিমুখ হইয়া বিজনবাসে দোষস্পর্শশূন্য অনির্ব্বচনীয় সুখাস্বাদনে সন্তুষ্ট হইয়া থাকে,

তাহারাই যথার্থ সুখী! যাহারা জ্ঞানোপার্জ্জনে রত থাকিয়া সময়াতিপাত করে এবং মনকে বিদ্যারত্নে বিভূষিত করিবার নিমিত্ত সতত উদ্যুক্ত থাকে, তাহারাই যথার্থ সুখী! তাহারা দৈবনিগ্রহে যেমন অবস্থায় অবস্থাপিত হউক না কেন, আত্মবিনোদনোপায় তাহাদের হস্তগতই থাকে। নিরন্তর বিষয়সেবায় রত থাকিয়া অলস ও মূঢ়মতিদিগের এরূপ বিরক্তি জন্মে যে, জীবনধারণ তাহাদের পক্ষে অত্যন্ত ক্লেশাবহ হইয়া উঠে; কিন্তু যাহারা অধ্যয়ন দ্বারা অন্তঃকরণকে ব্যাপৃত রাখিতে পারে, তাহারা নিঃসন্দেহ পরম সুখে কাল যাপন করে। যাহারা অধ্যয়নকে সুখাকর জ্ঞান করে এবং যাহাদিগকে আমার ন্যায় আলস্যে কাল হরণ করিতে হয় না, তাহারাই সুখী! এইরূপ চিন্তায় মগ্ন হইয়া আমি এক নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ করিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছি, এমন সময়ে এক বৃদ্ধ অকস্মাৎ আমার নয়নগোচর হইলেন। তাঁহার হস্তে পুস্তক, ললাটের চর্ম্ম কিঞ্চিৎ শিথিল, মস্তকের শিখরদেশ কেশশূন্য, শ্মশ্রু ধবল ও নাভিমণ্ডল পর্য্যন্ত লম্বমান, অথচ গণ্ডস্থল অরুণবর্ণ, আকার দীর্ঘ, নয়ন উজ্জ্বল, স্বর একান্ত মধুর, বাক্প্রণালী সরল ও মনোহর। ফলতঃ, তাদৃশ মাননীয় প্রাচীন পুরুষ আর কখন আমার দৃষ্টিগোচর হন নাই। তাঁহার নাম টর্মসিরিস্। মিসর দেশের রাজারা ঐ অরণ্যমধ্যে আপলো দেবের নিমিত্ত শিলাময় এক মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন, তিনি তথায় পৌরোহিত্যকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। তাঁহার হস্তস্থিত পুস্তকে দেবতাদিগের স্তুতিগর্ভ গীতসমূহ লিখিত ছিল। তিনি আমাকে আত্মীয়ভাবে সম্বোধন করিলে

আমি তাঁহার সহিত কথোপকথন করিতে লাগিলাম। তিনি অতি অদ্ভুত ব্যক্তি; অতীত বিষয় সকল এরূপে বর্ণন করিতেন যে, বর্ত্তমানবৎ প্রতীয়মান হইত, এবং এরূপ সংক্ষেপে কহিতেন যে, শুনিয়া বিরক্তিবোধ হইত না। তাঁহার এই এক অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল যে, ভাবিঘটনা সকল জানিতে পারিতেন; মানবগণের স্বভাব ও চরিত্র এবং কোন্ ব্যক্তি কিরূপ কার্য্য করিতে পারিবেক তাহা তিনি জ্ঞানচক্ষু দ্বারা দেখিতে পাইতেন। এই অসাধারণবুদ্ধিশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি বৃদ্ধাবস্থাতেও যুবকদিগের অপেক্ষা অমায়িক ও প্রফুল্লচিত্ত ছিলেন। যুবকদিগকে সুশীল ও ধর্ম্মপরায়ণ দেখিলে তিনি তাহাদিগের প্রতি সাতিশয় বাৎসল্য প্রদর্শন করিতেন।

অতি ত্বরায় তিনি আমাকে স্নেহ করিতে লাগিলেন এবং মনের উৎকণ্ঠা নিবারণের নিমিত্ত আমাকে কতকগুলি পুস্তক পাঠ করিতে দিলেন। তিনি আমাকে পুত্র বলিয়া সম্বোধন করিতেন, আমিও তাঁহাকে পিতা বলিয়া আহ্বান করিতাম এবং বলিতাম, পিতঃ! দেবতারা মেন্টরকে আমার নিকট হইতে হরণ করিয়াছেন, কিন্তু পরিশেষে তাঁহাদের অনুকম্পার উদয় হওয়াতে আমি আপনাকে পাইয়াছি। ফলতঃ, তিনি যে দেবানুগৃহীত ব্যক্তি তাহার সন্দেহ নাই। তিনি স্বরচিত, এবং বাগ্দেবীর অনুগৃহীত অন্যান্য ব্যক্তিদিগের সঙ্কলিত শ্লোক সকল আমার নিকট সর্ব্বদা পাঠ করিতেন। যখন তিনি শুভ্র পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া বীণা বাদন করিতেন, বনের পশুও মোহিত হইয়া তাঁহার সম্মুখে স্তব্ধ হইয়া থাকিত।

টর্মসিরিস আমাকে সর্ব্বদা সাহস দিতেন এবং বলি-

তেন, দেবতারা ইউলিসিস্ বা তাঁহার পুত্রকে কখনই এক বারে পরিত্যাগ করিবেন না; অতএব, বৎস! কিছু দিন এই স্থানে অবস্থান করিয়া রাখালদিগকে কৃষি, সঙ্গীত, সদাচার, ও ধর্ম্মকর্ম্মের শিক্ষা দাও এবং যাহাতে তাহারা দোষস্পর্শশূন্য বিজনবাসের সুখাস্বাদন করে, সতত সেই চেষ্টা কর। যখন তুমি রাজ্যতন্ত্রের চিন্তায় ও বহুবিধ ক্লেশে কাতর হইয়া অরণ্যবাসের অনির্ব্বচনীয় সুখ স্মরণ করিবে সেই সময় উপস্থিতপ্রায়।

ইহা কহিয়া টর্মসিরিস্ আমাকে একটি বেণু দিলেন, আমি তৎক্ষণাৎ ঐ বেণু বাদন করিলাম; উহার স্বর এমন মধুর ও মনোহর যে, শ্রবণমাত্র রাখালগণ সর্ব্বকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া আমার নিকটে উপস্থিত হইল। দৈবানুগ্রহবশতঃ আমার স্বর অতি মধুর হইয়া উঠিল। আমি যখন গান করিতাম, রাখালগণ মুগ্ধ হইয়া শ্রবণ করিত। আমরা প্রায় সমস্ত দিবস এবং কখন কখন রাত্রিতেও কিয়ৎক্ষণ পর্য্যন্ত একত্র হইয়া গান করিতাম। রাখালেরা স্বীয় কুটীর ও পশুযূথ বিস্মৃত এবং স্পন্দহীন হইয়া আমার পার্শ্বদেশে চিত্রার্পিতের ন্যায় দণ্ডায়মান থাকিত, আমি তাহাদিগকে শিক্ষা দিতাম। ক্রমে ক্রমে সেই অরণ্যের অসভ্যতা দূরীকৃত হইল, চতুর্দ্দিক্ প্রমোদিত বোধ হইতে লাগিল এবং রাখালেরা সভ্য ও সুশীল হইয়া উঠিল।

টর্মসিরিস্ যে মন্দিরে পৌরোহিত্য করিতেন, আমরা সকলে একত্র হইয়া সর্ব্বদা তথায় আপলো দেবের অর্চ্চনা করিতে যাইতাম। রাখালগণ পরম প্রীত হইয়া গলদেশে কুসুমমালা পরিধান করিত; রাখালনারীরাও মনের

উল্লাসে বনমালায় বিভূষিত হইয়া দেবার্চ্চনাযোগ্য পুষ্প-ভার মস্তকে করিয়া নৃত্য করিতে করিতে আগমন করিত। পূজা সমাপিত হইলে আমরা স্বহস্তে বন্য ফল মূল আহরণ ও স্বীয় অজা ও মেষদিগের দুগ্ধ দোহন করিয়া পরম আনন্দে আহারাদি করিতাম। সেই সময়ে শষ্প আমাদিগের বসিবার আসন হইত; তরুগণ সুখসেব্য ছায়া দ্বারা অট্টালিকার কার্য্য সম্পাদন করিত।

এই রূপে ক্রমে ক্রমে আমি রাখালদিগের অত্যন্ত প্রিয় ও মাননীয় হইয়া উঠিলাম; কিন্তু একটি বিশেষ ঘটনা দ্বারা তাহাদিগের মধ্যে আমার অত্যন্ত খ্যাতি ও প্রতিপত্তি হইয়া উঠিল। এক দিন এক ক্ষুধার্ত্ত সিংহ আমার পশুযূথ আক্রমণ করিল। যষ্টি ব্যতিরেকে আমার হস্তে আর কোন অস্ত্র ছিল না, তথাপি আমি নির্ভয়ে তাহার অভিমুখে ধাবমান হইলাম। আমাকে দেখিবামাত্র রোষাবেশে তাহার কেশর সকল দণ্ডায়মান হইল, বিকটাকার দন্ত সকল কড়মড় করিতে লাগিল, নখর বিস্তারিত হইল, মুখবিবর শুষ্ক ও রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, নয়নদ্বয় প্রজ্বলিতহুতাশনবৎ প্রদীপ্ত হইল। তাহার আক্রমণ প্রতীক্ষা না করিয়াই আমি তাহার উপরে পড়িলাম ও তাহাকে ভূতলে ফেলিলাম। মিসরদেশীয় রাখালের ন্যায় আমার অঙ্গে বর্ম্ম ছিল, সেই হেতু সিংহের খরনখরপ্রহারেও আমার শরীরে কোন আঘাত লাগিল না। তিন বার আমি তাহাকে ভূতলে ফেলিলাম, তিন বারই সে আমার উপর আক্রমণ করিল। আক্রমণকালে এমন ভয়ানক গর্জ্জন করিতে লাগিল যে, সমস্ত অরণ্য প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। পরিশেষে নানা

কৌশলে আমি তাহার প্রাণসংহার করিলাম। রাখালেরা তদ্দর্শনে সাতিশয় প্রীত ও চমৎকৃত হইয়া বিস্ময়োৎফুল্ল লোচনে উচ্চৈঃস্বরে ভূরি ভূরি ধন্যবাদ প্রদান করিল এবং জয়চিহ্ন স্বরূপ সেই দুর্দান্ত জন্তুর চর্ম্ম উদ্ঘাটিত করিয়া পরিধান করিবার নিমিত্ত আমাকে বারংবার অনুরোধ করিতে লাগিল।

ক্রমে ক্রমে আমার এই বীরত্ব প্রকাশের এবং রাখালদিগের রীতিবর্ত্ম সংশোধনের সংবাদ মিসর দেশের সর্ব্ব স্থানেই প্রচারিত হইল এবং পরিশেষে রাজা সিসষ্ট্রিসেরও কর্ণগোচর হইল। তিনি অবগত হইলেন যে, ফিনীসীয় বোধে যে দুই ব্যক্তিকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছি, তন্মধ্যে এক জন মানবসমাগমশূন্য কাননে সত্যযুগের পুনরাবির্ভাব করিয়াছে। রাজা সাতিশয় বিদ্যানুরাগী ছিলেন এবং যদ্দ্বারা কোন প্রকারে উপদেশ প্রাপ্ত হওয়া যায়, এরূপ বিষয়মাত্রেই অত্যন্ত আস্থা ও আদর প্রদর্শন করিতেন। তিনি আমাকে দেখিবার নিমিত্ত অভিলাষ প্রকাশ করিলেন; তদনুসারে আমি তাঁহার নিকটে নীত হইলাম। তিনি আমার সমুদায় বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিতে করিতে অত্যন্ত প্রীত হইতে লাগিলেন এবং ত্বরায় বুঝিতে পারিলেন যে, অর্থগৃধ্নু মিটফিস্ তাঁহাকে প্রতারণা করিয়াছে। তখন তিনি তাহার এই অপরাধের প্রতিফল স্বরূপ তদীয় সমুদয় সম্পত্তি আত্মসাৎ করিয়া তাহাকে চির কালের নিমিত্ত কারাগারে নিক্ষিপ্ত করিলেন। তিনি বলিতে লাগিলেন, দেবতারা যাহাকে মানবমণ্ডলীর মধ্যে সর্ব্বপ্রধান পদে অধিরূঢ় করেন, সে কি অসুখী! সকল বিষয় সে আপন চক্ষে

দেখিতে পায় না; সতত পামরগণে বেষ্টিত থাকে; সেই দুরাচারেরা তাহাকে কোন বিষয়ের যাথার্থ্য অবগত হইতে দেয় না; সকলেই মনে করে তাহাকে প্রতারণা করাই ইষ্ট-সাধনের উপায়; তাহারা রাজকার্য্যে বাহ্য অনুরাগ ও ব্যগ্রতা দর্শাইয়া আপন আপন অভিসন্ধি গোপন করিয়া রাখে, এবং রাজার প্রতি সাতিশয় অনুরাগ প্রদর্শন করে; কিন্তু তাহাদের সেই অনুরাগ রাজার উপর নহে, তৎপ্রসাদে অর্থ-লাভ ও অপরাপর অভীষ্টসাধনই তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য। বাস্তবিক, তাহার প্রতি তাহাদের স্নেহ এত অল্প যে, তাহার অনুগ্রহলাভাকাঙ্ক্ষায় মুখে তোষামোদ করে, কিন্তু কার্য্য দ্বারা কেবল অনিষ্ট সম্পাদন করিয়া থাকে।

এই অবধি সিসষ্ট্রিস্ আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতে লাগি-লেন। পিতার প্রত্যাগমনের সম্ভাবনা নাই ভাবিয়া কতক-গুলা পামর আমার জননীর পাণিগ্রহণাকাঙ্ক্ষায় ইথাকা নগরীতে অবস্থান করিতেছিল; তাঁহাকে ঐ সমস্ত দুরাচার-দিগের হস্ত হইতে উদ্ধার করিতে পারে এরূপ সাংযাত্রিক সৈন্য সমভিব্যাহারে দিয়া আমাকে সিসষ্ট্রিস্ ইথাকায় প্রেরণ করিবার নিশ্চয় করিলেন। তদনুসারে যথোচিত উদ্যোগ হইতে লাগিল। অল্প দিনের মধ্যেই সমুদায় প্রস্তুত হইয়া উঠিল, কেবল আমরা পোতে আরোহণ করিলেই হয়। এই সময়ে আমি বিস্মিত হইয়া এই চিন্তা করিতে লাগিলাম, মনুষ্যের অদৃষ্টের কথা কিছু বলা যায় না। যাহারা এক্ষণে অশেষ ক্লেশে কালযাপন করিতেছে, তাহারাই পরক্ষণে পরম সুখী হইতে পারে। অদৃষ্টের এইরূপ অস্থৈর্য্য দর্শনে আমার মনে আশ্বাস জন্মিল যে, পিতা যত ক্লেশ সহ্য করুন না কেন

তাঁহার স্বদেশপ্রত্যাগমন এক বারেই অসম্ভাবিত নহে; আর আমার যে প্রিয় বন্ধু মেণ্টর এক্ষণে কোন অপরিজ্ঞাত দূর দেশে রহিয়াছেন, তাঁহারও সহিত পুনর্ব্বার আমার সমাগম অসম্ভাবনীয় নয়। অতএব যদি তাঁহার কোন অনুসন্ধান পাই এই আশয়ে আমি ইথাকাযাত্রার বিলম্ব করিতে লাগিলাম। সিসষ্ট্রিস্ অত্যন্ত বৃদ্ধ হইয়াছিলেন, আমার দুর্ভাগ্যক্রমে অকস্মাৎ তাঁহার প্রাণবিয়োগ হইল এবং আমি পুনর্ব্বার বিপৎসাগরে মগ্ন হইলাম।

এই বিষম দুর্ঘটনায় মিসর দেশ এক বারে বিষাদ শোকসাগরে মগ্ন হইল। সিসষ্ট্রিস্‌কে সকলে পরম বন্ধু, রক্ষাকর্ত্তা, ও পিতৃতুল্য জ্ঞান করিত, সুতরাং তাঁহার মৃত্যুসংবাদ শ্রবণে সকলেই শোকে বিহ্বল হইয়া সাতিশয় বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিল। বৃদ্ধেরা হাত তুলিয়া এই বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল, হায়! মিসর দেশে এমন রাজা কখন হন নাই, এবং আর কখনও হইবেন না! হে বিধাতঃ! সিসষ্ট্রিস্‌কে মানবমণ্ডলীতে প্রেরণ করা তোমার উচিত ছিল না; যদি করিয়াছিলে, তাঁহাকে হরণ করা উচিত হয় নাই! হায়! আমাদের মৃত্যু কেন অগ্রে হইল না? যুবকেরা এই বলিয়া কান্দিতে লাগিল, হায়! মিসরবাসীদিগের আশালতা উন্মূলিতা হইল! আমাদিগের পিতারা সেই উত্তম রাজার রাজ্যে বাস করিয়া পরম সুখে জীবন ক্ষেপণ করিয়াছেন, আমরা কেবল তাঁহার বিয়োগদুঃখভাগী হইলাম। তাঁহার পরিচারকগণ অবিশ্রান্ত রোদন করিতে লাগিল। তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াদর্শনার্থ অতিদূরদেশবাসী প্রজারা চল্লিশ দিন পর্য্যন্ত অনবরত গতা-

য়াত করিতে লাগিল। সকলেই রাজমূর্ত্তি স্মরণ রাখিবার বাসনায় তাঁহার মৃত দেহ দর্শনে নিতান্ত উৎসুক হইল; কেহ কেহ তাঁহার সহিত সমাধিমন্দিরে নিহিত হইবার প্রার্থনা করিতে লাগিল।

রাজা সিসষ্ট্রিসের বোকোরিস্ নামে এক পুত্র ছিলেন। অভ্যাগতের প্রতি দয়া, বিদ্যানুরাগ, গুণিগণের আদর, ও কীর্ত্তিলাভবাসনা এই সমস্ত গুণের একটিও তাঁহার ছিল না। তাদৃশ সর্ব্বগুণসম্পন্ন পিতার সিংহাসনে ঈদৃশ নিতান্ত নির্গুণ পুত্র অধিরূঢ় হইলেন দেখিয়া প্রজাগণের শোক প্রবলতর হইয়া উঠিল। বোকোরিস্ শৈশবাবধি বিষয়সুখে বর্দ্ধিত হইয়া ও নিরন্তর চাটুকারদিগের চাটুবাদ শ্রবণ করিয়া যৎ-পরোনাস্তি অহঙ্কৃত হইয়াছিলেন। তিনি বোধ করিতেন, মানবগণ পশুপ্রায়, কেবল তাঁহার সেবা ও সুখসংবর্দ্ধনের নিমিত্ত জন্মগ্রহণ করিয়াছে। কি রূপে ইন্দ্রিয়গণ পরিতৃপ্ত হইবে; সাতিশয় আয়াস ও পরিশ্রম সহকারে বৃদ্ধ রাজা যে অপরিমেয় সম্পত্তি সঞ্চয় করিয়াছিলেন তাহা কি প্রকারে নিঃশেষিত করিবেন; কি প্রকারেই বা প্রজাপীড়ন করিয়া অপব্যয় সাধনের নিমিত্ত অর্থসংগ্রহ করিবেন, ধনবান্‌কে দরিদ্র করিবেন, ও দীন হীনকে অনাহারে বধ করিবেন, যুবরাজ দিবা নিশি কেবল এই চিন্তা করিতেন। তিনি অবিলম্বেই পিতার অতি বিশ্বস্ত, পরম বিজ্ঞ, পুরাতন মন্ত্রী-দিগকে দূরীকৃত করিয়া কতকগুলি উচ্ছৃঙ্খল চাটুকারদিগের পরামর্শানুসারে নানা কুক্রিয়াতে প্রবৃত্ত হইতে লাগিলেন। এই মানবরূপধারী রাক্ষস কোন ক্রমেই রাজশব্দের যোগ্য ছিলেন না। তাঁহার দৌরাত্ম্য ও অত্যাচারে সমুদায় মিসর

দেশ আর্ত্তনাদে পূর্ণ হইল। প্রজাগণ সিসিষ্ট্রিস্‌কে অত্যন্ত ভক্তি ও স্নেহ করিত, সেই অনুরোধেই তাহারা এই নরাধমের অত্যাচার সকল সহ্য করিতেছিল; কিন্তু তিনি আপনি আপনার বিনাশ সম্পাদন করিলেন; ফলতঃ, তাদৃশ অযোগ্য পাত্র যে বহু কাল সিংহাসনে অধিরূঢ় থাকিবেন ইহা অত্যন্ত অসম্ভব।

এক্ষণে আমার স্বদেশ প্রতিগমনের আশা এক বারে উচ্ছিন্ন হইল। সমুদ্রের উপকূলে একটী গৃহ নির্ম্মিত ছিল, সেই গৃহে আমি রুদ্ধ রহিলাম। বৃদ্ধ রাজার মৃত্যু হইলে পর, মিটফিস্‌ নানা কৌশলে কারাবাস হইতে মুক্তিসাধন করিয়া যুবরাজের মন্ত্রিদলমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। প্রবিষ্ট হইয়া যে ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন, আমাকে কারাগারে রুদ্ধ করাই তাহার প্রথম কার্য্য। আমার নিমিত্তই তাঁহার সেই অবমাননা ঘটিয়াছিল, এক্ষণে সময় পাইয়া আমাকে তাহার সমুচিত প্রতিফল দিলেন। আমি সেই গৃহে অবস্থান করিয়া পরিত্রাণের উপায়ান্তর না দেখিয়া, অহোরাত্র কেবল মনোদুঃখে সময়াতিপাত করিতে লাগিলাম। টর্ম্মসিরিস্‌ যাহা কহিয়াছিলেন এবং পর্ব্বতগুহার মধ্যে যাহা শ্রবণ করিয়াছিলাম, তৎসমুদায় আমার স্বপ্নদর্শনবৎ বোধ হইতে লাগিল। কোন কোন সময়, আমি আপন দুঃখচিন্তায় একান্ত মগ্ন হইয়া, শূন্য দৃষ্টিতে কেবল উত্তাল তরঙ্গমালা অবলোকন করিতাম; কখন কখন বাত্যাভিহত মগ্নপ্রায় পোত সকল আমার দৃষ্টিগোচর হইত, কিন্তু পোতারোহী ব্যক্তিদিগের দুঃখে দুঃখী হওয়া দূরে থাকুক, আমি তাহাদের সেই অবস্থা প্রার্থনা করিতাম। আমি মনে মনে কহিতাম, অবিলম্বেই

উহাদিগের দুঃখের ও জীবনের পর্য্যবসান হইবে, অথবা উহারা নির্ব্বিঘ্নে স্বদেশে প্রতিগমন করিবেক। কিন্তু হায়! জগদীশ্বর আমাকে উভয় বিষয়েই বঞ্চিত করিয়াছেন।

এই রূপে আমি বৃথা বিলাপে কাল হরণ করিতেছি, এমন সময়ে এক দিবস বহুসংখ্যক অর্ণবপোত আমার নয়নগোচর হইল। কিয়ৎক্ষণ মধ্যেই পোতসমূহে সমুদ্র আচ্ছাদিত হইল এবং অসংখ্যক্ষেপণীক্ষেপণে সাগরবারি ফেনিল হইয়া উঠিল। চতুর্দ্দিকে কোলাহল শুনিতে লাগিলাম। উপকূলে দেখিলাম, কতিপয় মিসরনিবাসী লোক ভীত হইয়া সত্বর অস্ত্র শস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক সজ্জীভূত হইতেছে, কতকগুলি লোক উৎসুক চিত্তে সমাগত সাংযাত্রিক সৈন্যের প্রতীক্ষা করিতেছে। আমি ইতিপূর্ব্বে নাবিকবিদ্যাসংক্রান্ত অনেক বিষয় অবগত হইয়াছিলাম, এজন্য ত্বরায় চিনিতে পারিলাম যে, উপস্থিত পোতসমূহের মধ্যে কতকগুলি ফিনীসিয়াদেশীয় ও কতকগুলি সাইপ্রসদ্বীপ হইতে আগত। সিসষ্ট্রিসের মৃত্যুর পর মিসরবাসীদিগের মধ্যে দুই দল হইয়াছিল, এক দল রাজপক্ষ, অপর দল তদ্বিপক্ষ। আমি অনায়াসেই বুঝিতে পারিলাম যে, যুবরাজের অবিবেকিতা ও অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া, প্রজাগণ তাঁহার বিপক্ষে অভ্যুত্থান করিয়াছে ও ঘরে ঘরে বিবাদ উপস্থিত হইয়াছে। ক্ষণ কাল পরেই আমি কারাগারের উপরিভাগ হইতে দেখিতে পাইলাম, উভয় পক্ষ সংগ্রামসাগরে অবগাহন করিয়াছে।

যুবরাজ সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে করিয়া সমরে আসিয়াছিলেন। বিপক্ষগণ বিদেশীয় সৈন্য লইয়া রাজসৈন্য আক্রমণ করিল। যুবরাজ দেবসেনাপতির ন্যায়

প্রতীয়মান হইতে লাগিলেন; তাঁহার চতুর্দ্দিকে শোণিত-নদী বহিতে লাগিল: তাঁহার রথচক্র ঘনীভূত ফেনিল কৃষ্ণবর্ণ শোণিতে লিপ্ত হইয়া রাশীকৃত মৃতদেহের উপর দিয়া অতি কষ্টে চলিতে লাগিল। তিনি দৃঢ়কায়, ভীম-দর্শন, ও অসম্ভববলবীর্য্যশালী ছিলেন। তাঁহার নয়নদ্বয়ে ক্রোধানল ও নির্ভীকতা বিলক্ষণ লক্ষিত হইতে লাগিল। তিনি অসাধারণসাহসসম্পন্ন ছিলেন; সেই সাহস সহ-কারে মত্ত হস্তীর ন্যায় বিপক্ষব্যূহের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলেন। কিন্তু তাঁহার যেমন সাহস ছিল তদনুযায়িনী অভিজ্ঞতা বা বিবেকশক্তি ছিল না; সুতরাং তিনি বিষম বিপদে পতিত হইলেন। কি প্রকারে ভ্রম নিরাকরণ করিতে হয়, কি প্রকারে যোদ্ধৃবর্গকে আদেশ দিতে হয়, কি প্রকারে সম্ভাবিত বিপদাপাত অনুমান করিতে হয়, ও কি প্রকারেই বা সময়ে সময়ে সেনাসন্নিবেশ করিতে হয়, যুবরাজ এই সমস্ত বিষয়ের কিছুই জানিতেন না। ফলতঃ, বিপক্ষব্যূহে প্রবিষ্ট হইয়া আত্মরক্ষার্থে যে সকল কৌশল অবলম্বন করিতে হয় তাহা তিনি অবগত ছিলেন না। তিনি স্বাভাবিকবুদ্ধিশক্তিসম্পন্ন ছিলেন, কিন্তু শিক্ষাবিরহে সেই বুদ্ধিশক্তির অনুরূপ কার্য্য করিতে জানিতেন না। জন্মাবধি তাঁহাকে কখন বিপদে বা দুরবস্থায় পড়িতে হয় নাই, সুতরাং বিপৎকালে বা দুরবস্থা ঘটিলে কি রূপে প্রতীকার করিতে হয় তাহাতে নিতান্ত অনভিজ্ঞ ছিলেন।

যাঁহারা যুবরাজের শিক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, তাঁহারা চাটুবাদ দ্বারা তাঁহার স্বভাব বিকৃত করিয়া দিয়াছিলেন।

তিনি সতত আপন ক্ষমতা ও ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়া থাকিতেন. মনে করিতেন, সমুদায় ব্যাপার তাঁহার ইচ্ছার অধীন হইবেক, এবং অণুমাত্র ইচ্ছাপ্রতিরোধ হইলেই ক্রোধে অন্ধ ও হিতাহিতবিবেচনাশূন্য হইয়া পশুবৎ ব্যবহার করিতেন, তখন তাঁহাতে মনুষ্যের কোন চিহ্নই থাকিত না। হিতৈষী প্রভুভক্ত ভৃত্যগণ ভীত হইয়া ক্রমে ক্রমে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিল; যাহারা তাঁহার ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করিতে সম্মত হইত, কেবল তাহারাই তাঁহার সন্নিহিত থাকিত। এই রূপে তিনি চাটুকারবর্গে বেষ্টিত, হিতাহিতবিবেচনাবিমূঢ়, ও সজ্জনগণের ঘৃণাস্পদ হইয়া নানা গর্হিত কার্য্যের অনুষ্ঠানে কালহরণ করিতেন।

কেবল অসাধারণ সাহস ও অপরিমেয় বিক্রমবলে তিনি অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন, পরিশেষে কোন ফিনীসীয় সৈনিক পুরুষের বাণ আসিয়া তাঁহার বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিল। বাণাহত হইবামাত্র তাঁহার হস্ত হইতে অশ্বরশ্মি ভ্রষ্ট হইল; তিনি রথ হইতে ভূতলে পড়িলেন। এই অবসরে সাইপ্রস্‌দ্বীপনিবাসী এক সৈনিক পুরুষ তাঁহার মস্তকচ্ছেদন করিল এবং ঐ ছিন্ন মস্তক, কেশধারণ পূর্ব্বক ঊর্দ্ধে তুলিয়া, জয়চিহ্নস্বরূপ স্বপক্ষীয় সেনাগণকে দর্শন করাইতে লাগিল।

সেই ছিন্ন মস্তকের আকৃতি আমার যাবজ্জীবন স্মরণ থাকিবেক, কখনই বিস্মৃত হইব না। আমি অদ্যাপি প্রত্যক্ষবৎ দেখিতেছি যেন সেই মুণ্ড হইতে শোণিতধারা নির্গত হইতেছে, নয়নদ্বয় মুদ্রিত রহিয়াছে, আকার বিশ্রী ও বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে, মুখ অর্দ্ধোচ্চারিত বাক্য সমাপ্তির

নিমিত্তই যেন ঈষৎ ব্যাদান করা রহিয়াছে, এবং জীবনা-পগমেও যেন সেই স্বাভাবিক গর্ব্ব ও ভীষণতা মুখমণ্ডলে ব্যক্ত হইতেছে! যদি কখন দেবতারা আমাকে সিংহাসনে অধিরূঢ় করেন, এই ভয়ানক দৃষ্টান্ত দর্শনের পর আমি ইহা কখনই বিস্মৃত হইব না যে, যে রাজা যত বিবেচনা পূর্ব্বক চলিবেন, তিনি সেই পরিমাণে রাজ্যশাসনযোগ্য ও সুখী হইবেন। হায়! যে ব্যক্তি, মানবগণের সুখ সমৃদ্ধি সংবর্দ্ধনের নিমিত্ত ভূপতিপদে অধিরূঢ় হইয়া, অসংখ্য প্রজাগণের ক্লেশকর হইয়া উঠে, তাহা অপেক্ষা হতভাগ্য আর কে আছে! তাদৃশ রাজাকে সকলে পৃথিবীর মূর্ত্তিমান্ অমঙ্গল ও দৈবনিগ্রহ স্বরূপ জ্ঞান করে।

টেলিমেকস।

তৃতীয় সর্গ।

উদ্ধত স্বভাব বশতঃ মেন্টরের উপদেশে অবহেলা করিয়া স্বেচ্ছানুগত কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়াতে যে সকল অনর্থ ঘটিয়াছিল, টেলিমেকস অকপট হৃদয়ে তদ্বিষয়ে আপন দোষ স্বীকার করিয়া আত্মবৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। কালিপ্সো তাঁহার সরলতা ও বিজ্ঞতা দর্শনে মুগ্ধ ও চমৎকৃত হইলেন। পক্ষপাতবিহীন হইয়া আপন দোষ গুণ বিবেচনা করিতে পারা, ও আপনার দোষ দর্শন দ্বারা বিজ্ঞ, সতর্ক, ও পরিণামদর্শী হইতে পারা, অতিমহানুভাবতার কার্য্য। কালিপ্সো টেলিমেকসকে সেই সর্ব্বজনপ্রশংসনীয় মহানুভাবতাগুণে অলঙ্কৃত দেখিয়া মনে মনে তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং কহিলেন, টেলিমেকস! তুমি পুনরায় বর্ণনা আরম্ভ কর। কি প্রকারে তুমি মিসর দেশ হইতে পলায়ন করিলে ও কোথাই বা মেন্টরেয় সহিত তোমার পুনর্ব্বার সমাগম হইল, ইহা জানিবার নিমিত্ত আমি নিতান্ত উৎসুক হইয়াছি। তদনন্তর টেলিমেকস বর্ণনা আরম্ভ করিলেন।

বোকোরিসের মৃত্যু হইলে পর, ভগ্নোৎসাহ ও সাহস-

হীন হইয়া রাজপক্ষীয় সেনাগণকে অগত্যা বিপক্ষগণের বশবর্ত্তী হইতে হইল। টর্মিউটিস্ নামে আর এক রাজকুমার অভিষিক্ত হইলেন। ফিনীসিয়া ও সাইপ্রসের সেনাগণ তাঁহার সহিত সন্ধিস্থাপন করিয়া ও সমুদায় ফিনীসীয় বন্দীদিগের কারাবাস বিমোচন করিয়া স্বদেশে প্রতিগমন করিল। আমিও ফিনীসীয় বোধে বন্দী হইয়াছিলাম, সুতরাং এক্ষণে মুক্ত হইয়া সেনাগণের সহিত পোতে আরোহণ করিলাম। এই ভাগ্যোদয় দর্শনে আমার অন্তঃকরণে আশালতা পুনর্ব্বার উজ্জীবিত হইয়া উঠিল।

অনুকূল বায়ু বহিতে লাগিল, ক্ষেপণীক্ষেপণে সাগরবারি ফেনিল হইয়া উঠিল, নৌকাসমূহে সমুদ্র আচ্ছন্ন হইয়া গেল, ক্রমে ক্রমে মিসর দেশ দৃষ্টিপথাতীত হইল, পর্ব্বতগণ সমদেশবৎ বোধ হইতে লাগিল, জল ও আকাশ ব্যতিরেকে আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল না। ঐ সময়ে দিবাকর উদিত হইতেছিলেন, বোধ হইতে লাগিল, তাঁহার উজ্জ্বল কিরণ সকল যেন সাগরগর্ভ হইতেই উত্থিত হইতেছে। তখন পর্য্যন্তও যে সকল পর্ব্বতশৃঙ্গ অস্পষ্ট লক্ষিত হইতেছিল, দিবাকরের কিরণসংস্পর্শে তাহারা স্বর্ণময় বোধ হইতে লাগিল, এবং নভোমণ্ডলের নির্ম্মলতা দেখিয়া, ঝড় তুফানের কোন সম্ভাবনা নাই বলিয়া স্পষ্ট প্রতীতি হইতে লাগিল।

আমি ফিনীসীয় বোধে কারাবাস হইতে মুক্ত হইলাম বটে, কিন্তু পোতস্থিত ফিনীসীয়দিগের মধ্যে কেহই আমাকে চিনিত না। নার্বাল নামে এক ব্যক্তি আমাদের পোতাধ্যক্ষ ছিলেন, তিনি আমার নাম ধাম জানিতে

অভিলাষ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ফিনীসিয়ার কোন্ নগরে তোমার নিবাস? আমি কহিলাম, ফিনীসিয়ায় আমার নিবাস নহে। মিসরদেশবাসীরা আমাকে ফিনীসীয় নৌকায় দেখিতে পাইয়া রুদ্ধ করিয়াছিল এবং ফিনীসীয় জ্ঞান করিয়া আমাকে মিসর দেশে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিল। ফিনীসীয় বলিয়া আমি অনেক দিন মিসর দেশে বন্দী ভাবে থাকিয়া অশেষ ক্লেশ ভোগ করিয়াছি, এবং অবশেষে ফিনীসীয় বলিয়াই মুক্ত হইয়াছি। নার্বাল কহিলেন, তবে তুমি কোন্ দেশ নিবাসী, বল। আমি বলিলাম, গ্রীস দেশে আমার নিবাস, ইথাকাদ্বীপের অধিপতি ইউলিসিস্ আমার পিতা। যে সকল রাজারা ট্রয় নগর অবরোধ করেন পিতা তাঁহাদিগের মধ্যে এক জন প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। কার্য্য শেষ হইলে, সকলেই স্ব স্ব রাজধানী প্রতিগমন করিয়াছেন, কিন্তু দৈববিড়ম্বনায় পিতা অদ্যাপি স্বদেশে প্রতিগমন করিতে পারেন নাই। আমি দেশে দেশে তাঁহার অনেক অনুসন্ধান করিয়াছি, কুত্রাপি কোন সংবাদ পাই নাই। আমি রাজ্যসংক্রান্ত বিষয়ে লিপ্ত নই এবং অন্যান্য বিষয়েও খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভের আকাঙ্ক্ষা রাখি না; বস্তুতঃ, পিতার আজ্ঞাধীন হইয়া থাকা ব্যতিরেকে আমার আর কোন অভিলাষ নাই; কেবল পিতৃভক্তির আতিশয্য নিবন্ধন তদীয় অন্বেষণে নির্গত হইয়া এতাবৎ কাল পর্য্যন্ত বহুবিধ কষ্ট ভোগ করিয়া আসিতেছি।

নার্বাল বিস্ময়োৎফুল্ল লোচনে আমাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন এবং বোধ করিলেন, যেন দেবানুগৃহীত ব্যক্তিদিগের লক্ষণ আমার মুখমণ্ডলে সুস্পষ্ট ব্যক্ত হইতেছে।

তিনি স্বভাবতঃ দয়ালু ও অমায়িক ; আমার দুঃখের কথা শুনিয়া তাঁহার অন্তঃকরণে অনুকম্পার উদয় হইল। তিনি এরূপ বিশ্রস্ত সহকারে আমার সহিত আলাপ করিতে আরম্ভ করিলেন যে, তদ্দর্শনে আমি নিশ্চিত বোধ করিলাম যে, দেবতারা আমাকে বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিবার মানসেই তাঁহার সহিত আমার সমাগম করিয়া দিলেন।

তদনন্তর তিনি আমাকে কহিতে লাগিলেন টেলিমেকস! তুমি যাহা বলিলে তাহার যথার্থতাবিষয়ে আমি কিঞ্চিন্মাত্র সন্দেহ করি না। ধর্ম্মভীরুতার লক্ষণ ও অন্তর্ভূত শোকানলের চিহ্ন তোমার মুখমণ্ডলে সুব্যক্ত লক্ষিত হইতেছে, আমি কোন ক্রমেই তোমার কথায় অবিশ্বাস করিতে পারি না। আর আমার অন্তঃকরণে দৃঢ় প্রত্যয় হইতেছে যে, আমি সর্ব্বদা যে সকল দেবতার আরাধনা করিয়া থাকি, তাঁহারা তোমাকে স্নেহ করেন, এবং ইহাও তাঁহাদের অভিমত বোধ হইতেছে যে, আমিও তোমার প্রতি পুত্রস্নেহ প্রদর্শন করি। আমি তোমাকে কতকগুলি হিতকর উপদেশ প্রদান করিব, তুমি সেই সমস্ত উপদেশ গোপনে রাখিবে, কখন কাহারও নিকটে প্রকাশ করিবে না ; আমি তোমার নিকট এতদ্ব্যতিরিক্ত কোন প্রত্যুপকারের প্রার্থনা করি না। আমি কহিলাম, আপনি কোন আশঙ্কা করিবেন না ; রহস্যগোপন করা আমার পক্ষে কঠিন কর্ম্ম নহে ; যদিও আমি বয়সে বালক বটে, কিন্তু রহস্যগোপনের অভ্যাসে প্রাচীন হইয়াছি ; অতএব কখন কোন কারণেই যে রহস্যোদ্ভেদ করিব, তাহার আশঙ্কা নাই। ইহা শুনিয়া নার্বাল কহিলেন, টেলিমেকস! কি প্রকারে তুমি তরুণ

বয়সে রহস্যগোপনের অভ্যাসে কৃতকার্য্য হইয়াছ, শুনিলে আমি অত্যন্ত আহ্লাদিত হইব। এই গুণকে সকলে বিজ্ঞতার মূল বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন; এই গুণের অসদ্ভাবে অন্যান্য গুণ নিষ্ফল ও নিষ্প্রয়োজন হইয়া যায়। আমি কহিলাম, শুনিয়াছি, যখন পিতা ট্রয় নগরের অবরোধার্থ যাত্রা করেন, তিনি আমাকে ক্রোড়ে লইয়া আলিঙ্গন করিলেন ও সাতিশয় স্নেহপ্রকাশ পূর্ব্বক বারংবার মুখচুম্বন করিয়া আমার চিবুকধারণ পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, বৎস! যদি এক দিনের নিমিত্তেও তুমি অধর্ম্ম পথে পদার্পণ কর, তাহা হইলে, আমি প্রার্থনা করিতেছি যে, তোমাকে পুনরায় না দেখিয়াই যেন আমার প্রাণবিয়োগ হয়, অথবা তুমি যেন শৈশব কালেই কালগ্রাসে পতিত হও; তোমার শত্রুগণ যেন তোমার জনক জননীর সন্নিধানেই তোমাকে হত্যা করে। পরে সন্নিহিত বান্ধবগণের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, হে প্রিয় বান্ধবগণ! আমি এই পরমপ্রেমাস্পদ পুত্রকে তোমাদিগের হস্তে ন্যস্ত করিলাম; এ নিতান্ত শিশু, যাহাতে শৈশব কালে কুপ্রবৃত্তি কুসংস্কার প্রভৃতি দোষে লিপ্ত না হয়, তোমরা তদ্বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ রাখিবে। যদি আমার প্রতি তোমাদের কিছু স্নেহ থাকে, তাহা হইলে তোষামোদবাক্য কদাপি ইহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইতে দিবে না, এবং যাবৎ ইহার চিত্তবৃত্তি অভিনব লতার ন্যায় কোমল থাকে, তাবৎ ইহাকে বক্র ভাব অবলম্বন করিতে না দিয়া সরলভাবাপন্ন করিবার নিমিত্ত নিয়ত যত্ন পাইবে; কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা ইহাই বিশেষ লক্ষ্য করিয়া রাখিবে যে, এ ন্যায়পর, ধর্ম্মপরায়ণ, পরোপ-

কারক, অমায়িক, ও রহস্যরক্ষক হইতে পারে। যে ব্যক্তি মিথ্যাকথনে সমর্থ, সে মানবনাম ধারণের অযোগ্য, আর যে ব্যক্তি রহস্যরক্ষণে অসমর্থ, সে রাজশব্দের অনুপযুক্ত।

আমি নিতান্ত শিশু ছিলাম, এজন্য তৎকালে তাঁহার উপদেশবাক্যের তাৎপর্য্যগ্রহ করিতে পারি নাই; কিন্তু আমি অত্যন্ত মেধাবী বলিয়া ঐ বাক্যগুলি এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তও বিস্মৃত হই নাই; তৎসমুদায় অনুক্ষণ আমার হৃদয়ে জাগরূক রহিয়াছে; বিশেষতঃ পিতার বন্ধুগণ, তদীয় উপদেশবাক্য স্মরণ রাখিয়া, শৈশব কালেই আমাকে রহস্যরক্ষণের শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। আমি তৎকালে নিতান্ত বালক ছিলাম বটে, কিন্তু রহস্যরক্ষণবিষয়ে অল্পকাল মধ্যেই এরূপ ব্যুৎপন্ন হইয়া উঠিলাম যে, তাঁহারা জননীর পাণিগ্রহণাকাঙ্ক্ষী দুষ্টমতি দুরাচারদিগের নিকট হইতে যে সমস্ত অত্যাচারের আশঙ্কা করিতেন, তৎসমুদায় তাঁহারা নিঃশঙ্ক চিত্তে আমার নিকট নির্দ্দেশ করিতেন। তদবধি তাঁহারা আমাকে অপরিণামদর্শী, হিতাহিতবিবেচনাশূন্য, রহস্যরক্ষণাক্ষম বালক বোধ না করিয়া, বিবেচক, অচলমতি, বিশ্বাসভাজন জ্ঞান করিতেন। তাঁহারা সর্ব্বদা নির্জ্জনে আমার সহিত পরামর্শ করিতেন, এবং বিবাহার্থীদিগকে নিষ্কাশিত করিবার নিমিত্ত যে সমস্ত উপায় উদ্ভাবন করিতেন, তাহা তাঁহারা আমার নিকট নিঃশঙ্ক চিত্তে ব্যক্ত করিতেন। আমার উপর তাঁহাদিগের এরূপ বিশ্বাস দেখিয়া আমি অত্যন্ত আহ্লাদিত হইতাম, এবং তদবধি আপনাকে বালক বোধ না করিয়া মনুষ্যমধ্যে গণ্য জ্ঞান করিতাম। ফলতঃ, আমি সতত এরূপ সাবধান হইয়া চলিতাম যে,

রহস্যোদ্ভেদ হইতে পারে এমন একটী কথাও কখন কোন কারণেই আমার মুখ হইতে নিঃসৃত হইত না। বালকেরা অতি চপলস্বভাব, কোন বিষয় দেখিলে অথবা শুনিলে অসাবধানতা বশতঃ অনায়াসেই প্রকাশ করিয়া ফেলে; আমি বালক, যদি কিছু শুনিয়া থাকি অনায়াসে প্রকাশ করিব, এই আশয়ে বিবাহার্থী পামরগণ সর্ব্বদা আমাকে কথোপকথনে প্রবৃত্ত করিত, কিন্তু যে প্রকারে মিথ্যাকথন ব্যতিরেকে রহস্যরক্ষণ পূর্ব্বক উত্তর প্রদান করিতে হয়, তদ্বিষয়ে আমি বিলক্ষণ নিপুণ হইয়াছিলাম; সুতরাং তাহাদের চেষ্টা বিফল হইত।

নার্ব্বাল এই সমস্ত শ্রবণ করিয়া অতিশয় সন্তোষ প্রকাশ করিলেন এবং আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, টেলিমেকস! দেখ, ফিনীসীয়েরা কি অসাধারণবলবিক্রমশালী! তাহারা পার্শ্ববর্ত্তী জাতিদিগের পক্ষে ভয়াবহ হইয়া উঠিয়াছে এবং বহুবিস্তৃত বাণিজ্য দ্বারা অপরিমেয় অর্থ সঞ্চয় করিয়াছে। সুবিখ্যাত রাজা সিসষ্ট্রিস্ সামুদ্রিক সংগ্রামে ফিনীসীয়দিগকে কোন ক্রমেই পরাজিত করিতে পারেন নাই। তিনি যে সকল সৈন্য লইয়া অবলীলাক্রমে সমস্ত পূর্ব্ব দেশ জয় করিয়াছিলেন, তাহারাও সহজে তাহাদিগকে স্থলে পরাজিত করিতে পারে নাই। তিনি স্থলযুদ্ধে কথঞ্চিৎ জয়লাভ করিয়া ফিনীসীয়দিগের উপর রাজকর স্থাপন করেন; কিন্তু তাহারা অধিক দিন তাঁহাকে কর প্রদান করে নাই। তাহারা মহাবল পরাক্রান্ত ও অতিশয় ঐশ্বর্য্যশালী, সুতরাং অক্ষুব্ধ চিত্তে পরাধীনতানিবন্ধন ক্লেশ ও অপমান সহ্য করা তাহাদিগের পক্ষে কোন মতেই

সম্ভাবিত নহে; তাহারা অতি ত্বরায় চিরপরিচিত স্বাধীনতার পুনরুদ্ধার করিল। সিসষ্ট্রিস্ কুপিত হইয়া পুনরায় তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছিলেন; কিন্তু কিছু দিন পরেই তাঁহার মৃত্যু হইল এবং তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গেই সেই যুদ্ধের শেষ হইয়া গেল। সিসষ্ট্রিসের প্রভুশক্তি তদীয় উৎকৃষ্ট রাজনীতি সহকারে দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু যখন সেই প্রভুশক্তি সেই রাজনীতি বিরহিত হইয়া তাঁহার পুত্রের হস্তে পড়িল, তখন আর তাহার তাদৃশী দুর্দ্ধর্ষতা ও ভীষণতা রহিল না। মিসরদেশীয়েরা, ফিনীসীয়দিগের দণ্ডবিধানার্থ আর উদ্যোগ না করিয়া, বরং দুরাচার প্রজাপীড়ক রাজার অত্যাচার হইতে আপনাদিগকে মুক্ত করিবার আশয়ে ফিনীসীয়দিগের সাহায্য প্রার্থনা করিল। ফিনীসীয়েরাও উদ্যুক্ত হইয়া তাহাদিগকে মুক্ত করিয়াছে! আহা! ফিনীসীয়দিগের স্বাধীনতার ও ঐশ্বর্য্যের কি উৎকর্ষ বর্দ্ধন হইল!

হায়! আমরা অন্যের উদ্ধার সাধন করিলাম বটে, কিন্তু নিজে দাসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ রহিয়াছি। আমাদের নরপতি অতি দুর্দ্দান্ত ও অতি দুরাচার; প্রজাদিগের উপর নিয়ত যৎপরোনাস্তি অত্যাচার করেন; তিনি প্রজাদিগকে নিজ দাসবৎ করিয়া রাখিয়াছেন। বিদেশীয় লোকের উপর তাঁহার অত্যন্ত বিদ্বেষ; টেলিমেকস! সাবধান থাকিবে, যেন আমাদিগের রাজা পিগ্মালিয়ন তোমাকে বিদেশীয় বলিয়া জানিতে না পারেন, জানিতে পারিলে তোমার বিষম বিপদ্ ঘটিবে। তাঁহার হস্ত তদীয় ভগিনীপতির শোণিতে দূষিত হইয়াছে। তাঁহার ভগিনী ডাইডো এই বিপদ্ ঘটনার পর ক্ষণেই কতিপয় ধার্ম্মিক লোক সমভিব্যাহারে নৌকারোহণে টায়র

নগর হইতে প্রস্থান করিয়াছেন, এবং আফ্রিকার উপকূলে এক পরম সমৃদ্ধ নগর সংস্থাপনের সূত্রপাত করিয়া ঐ নগরের নাম কার্থেজ রাখিয়াছেন। অপরিতৃপ্ত ধনতৃষ্ণা পিগ্মালিয়নকে দিন দিন অধিক দুঃখী ও অধিক ঘৃণাস্পদ করিতেছে। তাঁহার অধিকারে ধনী হওয়া এক বিষম অপরাধ। অর্থগৃধ্নুতা দিন দিন তাঁহাকে ঈর্ষ্যী, সন্দিগ্ধচিত্ত, ও নিষ্ঠুর করিতেছে। তিনি ধনবান্দিগকে যৎপরোনাস্তি উৎপীড়ন করিয়া থাকেন।

কিন্তু টায়র নগরে ধনী হওয়া অপেক্ষা ধার্ম্মিক হওয়া গুরুতর অপরাধকারণ হইয়া উঠিয়াছে। পিগ্মালিয়ন বোধ করেন যে, ধার্ম্মিক ব্যক্তি তাঁহার অবিচার ও অত্যাচার সহ্য করিতে পারেন না, সুতরাং তিনি তাঁহাদিগকে বিপক্ষ জ্ঞান করেন। ধর্ম্ম যেমন তাঁহার শত্রু তিনিও তদ্রূপ ধর্ম্মের শত্রু। সর্ব্বদাই উদ্বেগ, চিন্তা, ও ভয় তাঁহার হৃদয়ে উদ্ভূত হইয়া উঠে। অধিক কি কহিব, তিনি আপনার ছায়া দেখিয়া আপনি ভীত হয়েন। নিদ্রা তাঁহাকে এক বারেই পরিত্যাগ করিয়াছে। তাঁহার দণ্ডবিধানার্থই দেবতারা তাঁহাকে অতুল ঐশ্বর্য্য দিয়াছেন। তিনি সর্ব্বদা ভয়ে এরূপ অভিভূত থাকেন যে, সুখে ঐশ্বর্য্য ভোগ করিতে পারেন না। সুখী হইবার নিমিত্ত তিনি যে বস্তু অন্বেষণ করেন, সেই বস্তু তাঁহার দুঃখের মূলীভূত কারণ হইয়াছে। তিনি দান করিয়া পরিশেষে তন্নিমিত্ত সাতিশয় অনুতাপ করেন; পাছে সঞ্চিত ধনের ক্ষয় হয়, সতত এই শঙ্কায় কালযাপন করেন, এবং সুখসম্ভোগে জলাঞ্জলি দিয়া কেবল অর্থাগমের উপায় চিন্তা করেন। প্রায় কেহ কখন তাঁহাকে দেখিতে পায় না; তিনি ভবনের একান্তে

চিন্তাকুল চিত্তে একাকী অবস্থিতি করেন। বন্ধুগণ তাঁহার সম্মুখে যাইতে সাহস করেন না; কারণ যে নিকটে যায় তাহাকেই তিনি শত্রু বলিয়া সন্দেহ করেন। রক্ষিগণ করে তরবারি ও শূল ধারণ পূর্ব্বক ভবনের চতুর্দ্দিক্ রক্ষা করিতেছে; ভবনের যে খণ্ডে তিনি বাস করেন, তাহা ত্রিশটি গৃহে বিভক্ত, উহাতে পরস্পর গমনাগমনের পথ আছে। প্রত্যেক গৃহে এক এক লৌহ দ্বার আছে; প্রত্যেক দ্বার ছয় লৌহ অর্গলে রুদ্ধ থাকে। উহার মধ্যে কোন্ গৃহে তিনি রাত্রি যাপন করেন, কেহ কখন জানিতে পারে না। সকলে বলিয়া থাকে, হত্যাভয়ে তিনি কদাপি এক গৃহে এক ক্রমে দুই রাত্রি যাপন করেন না। তিনি সাংসারিক সুখের বা মিত্রতানিবন্ধন অনুপম আনন্দরসের আস্বাদনে এক কালে বঞ্চিত রহিয়াছেন। যদি কেহ কখন তাঁহাকে সুখভোগে প্রবৃত্ত হইতে পরামর্শ দেয়, তিনি সুখভোগের নিমিত্ত উৎসুক হন; কিন্তু অন্বেষণ করিয়া দেখেন, সুখ তাঁহার নিকট পরিত্যাগ করিয়া দূরে পলায়ন করিয়াছে, তাঁহার হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইতে কোন মতেই সম্মত নহে। শূন্যতা, ব্যাকুলতা ও তীক্ষ্ণতা তাঁহার নয়নদ্বয়ে নিরন্তর লক্ষিত হইতেছে, এবং শঙ্কাকুল চিত্তে তিনি ইতস্ততঃ দৃষ্টিক্ষেপ করিতেছেন। অতি সামান্য শব্দও তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইলে, তিনি চকিত ও কম্পিত-কলেবর হন, মুখ বিবর্ণ হইয়া যায়। তাঁহার শরীর শীর্ণ ও পাণ্ডুর, আকার চিন্তাতিমিরে আচ্ছন্ন ও বদন বলিত হইয়া গিয়াছে। তিনি প্রায় কাহারও সহিত কথা কহেন না, সতত কেবল দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছেন।

মধ্যে মধ্যে তিনি আর্ত্তনাদ করিয়া থাকেন, তদ্দ্বারা বোধ হয়, হৃদয়স্থিত দুঃখানল অনবরত তাঁহার অন্তর্দাহ করিতেছে। তিনি দুঃখাবেগসংবরণে সম্পূর্ণ যত্ন করেন, কিন্তু কোন ক্রমেই নিবারণ করিতে পারেন না। উপাদেয় আহারসামগ্রীও তাঁহার বিস্বাদ বোধ হয়। তিনি আপন সন্তানদিগকে ঘোরতর শত্রু করিয়া রাখিয়াছেন; প্রত্যাশার স্থান হওয়া দূরে থাকুক, তাহারা তাঁহার পক্ষে ত্রাসজনক হইয়া উঠিয়াছে। তিনি আপনাকে সর্ব্বদাই বিপন্ন জ্ঞান করিতেছেন, এবং যে সকল ব্যক্তিকে ভয় করেন তাহাদিগের প্রাণনাশ দ্বারা স্বীয় রক্ষা সম্পাদনে যত্নবান্ আছেন; কিন্তু জানেন না যে, যে নিষ্ঠুরতাকে প্রাণরক্ষার এক মাত্র উপায় বলিয়া তাঁহার দৃঢ় প্রতীতি আছে, সেই নিষ্ঠুরতা নিঃসন্দেহ তাঁহার বিনাশ সাধন করিবেক। ভৃত্যবর্গের মধ্যে কেহ না কেহ এক দিন বসুন্ধরাকে এই দুর্দ্দান্ত রাক্ষসের হস্ত হইতে মুক্ত করিবেক। ফলতঃ, তিনি যে আর এক দিন সিংহাসনে থাকেন, ক্ষণকালের জন্যও ইহা কাহারও বাসনা নয়।

কিন্তু আমি দেবতাদিগকে ভয় করি; তাঁহারা যাঁহাকে সিংহাসনে অধিরূঢ় করিয়াছেন, আমার যত বিপদ্ ঘটুক না কেন, তাঁহার প্রতি সমুচিত সম্মান ও ভক্তি প্রদর্শন করা আমি উচিত বিবেচনা করি; তিনি প্রাণবধ করেন তাহাও আমার স্বীকার, তথাপি তাঁহার বিপক্ষতাচরণ না করা, এবং অন্যের আক্রমণ হইতে তাঁহাকে রক্ষা করা, আমার সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। কিন্তু, টেলিমেকস! যদিই তিনি তোমাকে বিদেশীয় বলিয়া জানিতে পারেন, তুমি

কদাচ তাঁহাকে তোমার পিতার নাম জ্ঞাত করিবে না; তাহা হইলে তিনি নিঃসন্দেহ তোমাকে এই আশয়ে কারাগারে রুদ্ধ করিবেন যে, তোমার পিতা ইথাকা নগরীতে প্রত্যাগমন করিলে, তাঁহার নিকট হইতে তোমার নিষ্ক্রয় স্বরূপ বহু অর্থ পাইবেন।

আমরা টায়র নগরে উত্তীর্ণ হইলাম। তথায় আমি নার্বালের উপদেশানুসারে চলিতে লাগিলাম। আমি প্রথমতঃ ভাবিয়া স্থির করিতে পারি নাই যে, নার্বাল পিগ্মালিয়নের বিষয় যেরূপ বর্ণনা করিলেন, মনুষ্য কেমন করিয়া আপনাকে তেমন দুঃখী করিতে পারে; কিন্তু টায়র নগরে উপস্থিত হইয়া নার্বালের বর্ণনা সকল সম্পূর্ণ যথার্থ বলিয়া অতি ত্বরায় আমার বিলক্ষণ প্রতীতি জন্মিল।

পিগ্মালিয়নের দৌরাত্ম্য ও তদীয় মানসিক ক্লেশের অশেষবিধ চিহ্ন দেখিয়া, আমি অত্যন্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইলাম; কারণ, সেরূপ ব্যাপার তৎপূর্ব্বে আর কখন আমার দৃষ্টিবিষয় বা শ্রবণগোচর হয় নাই। আমি দেখিয়া শুনিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলাম, এই ব্যক্তি আপনাকে সুখী করিবার নিমিত্ত আয়াস ও যত্ন করিতেছেন এবং স্থির করিয়াছেন, অপরিমিত সম্পত্তি ও অসীম ক্ষমতা সুখের নিদান; কিন্তু সম্পত্তি ও ক্ষমতাই তাঁহার দুঃখের কারণ হইয়া উঠিয়াছে। কিছু দিন পূর্ব্বে আমি যেমন মেষপালক হইয়াছিলাম, যদি ইনি সেরূপ মেষপালক হইতেন, তাহা হইলে, নির্ম্মলগ্রাম্যসুখাস্বাদনে স্বচ্ছন্দে মনের আনন্দে কাল যাপন করিতে পারিতেন; ইঁহাকে অস্ত্রাঘাত বা বিষদানের ভয় করিতে হইত না; ইনি মানবজাতির স্নেহভাজন হইতেন

এবং মানবজাতিও ইঁহার স্নেহভাজন হইত। ইঁহার ঈদৃশ সম্পত্তি থাকিত না যথার্থ বটে; কিন্তু পর্য্যাপ্ত পরিমাণে উৎপন্ন পৃথিবীর ফলমূলশস্যাদি লাভ করিয়া, ইনি পরম আনন্দ ভোগ করিতেন, অথচ সাংসারিক আবশ্যক কোন বিষয়েরই অভাব থাকিত না। যে ব্যক্তি সম্পত্তি লাভ করিয়া ইচ্ছানুরূপ ভোগ করিতে না পারে, তাহার পক্ষে সেই সম্পত্তি ভস্মরাশির ন্যায় নিতান্ত নিষ্ফল। ইহা আপাততঃ বোধ হয় যে, ইনি আপন ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করিয়া থাকেন; কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। ইনি দুর্দম ইন্দ্রিয়গণের দাস; চিরকাল ধনলিপ্সার দাসত্ব করিতে এবং ভয় ও সন্দেহ জনিত মনঃক্লেশ ভোগ করিতেই ভূমণ্ডলে আসিয়াছেন। ইনি অন্যের উপর আধিপত্য করিয়া থাকেন; কিন্তু ইঁহার আপনার উপর আপনার আধিপত্য নাই; কারণ, দুর্দান্ত ইন্দ্রিয়গণ প্রত্যেকে ইঁহার এক একটি প্রভু ও এক একটি প্রহর্ত্তা।

পিগ্মালিয়নকে না দেখিয়াই আমি এই রূপে তাঁহার অবস্থাঘটিত ঈদৃশ নানা তর্ক বিতর্ক করিলাম; বস্তুতঃ, তাঁহাকে কেহ কখন দেখিতে পায় না। দিবারাত্রি রক্ষিগণবেষ্টিত কারাগারতুল্য এক গৃহ মধ্যে স্বীয় সম্পত্তি সহিত তিনি নিয়ত অবস্থিতি করেন। প্রজাগণ সচকিত নয়নে সভয় অন্তঃকরণে কেবল তাঁহার উচ্চ প্রাসাদে দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া থাকে, এক বারও তাঁহাকে দেখিতে পায় না। আমি রাজা সিসষ্ট্রিসের সহিত এই হতভাগ্য নরপতির তুলনা করিতে লাগিলাম। দেখ! সিসষ্ট্রিস্ সৌম্য, প্রিয়বাদী, সদাশয়, ও সর্ব্বদা সর্ব্ব লোকের অধিগম্য; অপরিচিত ব্যক্তি-

দিগের সহিত আলাপ করিতে নিতান্ত উৎসুক; অভ্যর্থনা-কারীদিগের প্রার্থনা শ্রবণে যথোচিত মনোযোগী; সকল বিষয়ের তত্ত্বনির্ণয় করিতে সাতিশয় যত্নবান্; তাঁহাকে কখন কোন বিষয়ে ভয় করিতে হইত না এবং ভয় করিতে হয় এমন কোন কারণও ছিল না; কিন্তু পিগ্মালিয়নকে সর্ব্বদা সকল বিষয়েই শঙ্কিত থাকিতে হয়। এই ঘৃণিত দুরাত্মা প্রাণবধের আশঙ্কায় রক্ষিগণবেষ্টিত স্বীয় ভবনের মধ্যে নিরন্তর কালক্ষেপ করিতেছে; কিন্তু যেমন স্নেহ-বান্ পিতা আপন ভবনে পুত্রগণে পরিবেষ্টিত হইয়া নিরাপদে কালযাপন করেন, সেইরূপ সিসষ্ট্রিস্ প্রজাগণে পরিবেষ্টিত হইয়া নিঃশঙ্ক চিত্তে ও নিরাপদে অবস্থিতি করিতেন।

পিগ্মালিয়নকে মিসর দেশে সৈন্য পাঠাইতে হইয়াছিল। সাইপ্রস্ দ্বীপের সৈন্যেরা সন্ধিপত্রের নিয়মানুসারে ঐ সৈন্যের সাহায্যার্থে টায়র নগর আসিয়াছিল। এক্ষণে, কার্য্য সম্পন্ন হওয়াতে, পিগ্মালিয়ন তাহাদিগকে স্বদেশে ফিরিয়া যাইতে আজ্ঞা দিলেন। এই সুযোগ দেখিয়া নার্বাল আমার উদ্ধারসাধনে তৎপর হইলেন। তিনি এই অভিপ্রায়ে আমাকে সাইপ্রীয় সৈন্যের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিলেন যে, আমি তদ্দেশীয় লোক বলিয়া তাহা-দের সঙ্গে চলিয়া যাইব, পিগ্মালিয়ন আমাকে গ্রীসদেশীয় বলিয়া বুঝিতে পারিবেন না। তিনি অত্যন্ত সামান্য বিষয়েও সন্দিগ্ধমনাঃ হইয়া সবিশেষ অনুসন্ধান করিতেন। অলস ও অমনোযোগী রাজাদিগের রীতি এই যে, তাহারা কতকগুলি প্রতারক অধার্ম্মিক প্রিয়পাত্রের উপর সম্পূর্ণ

বিশ্বাস করিয়া নিশ্চিন্ত থাকে; কিন্তু পিগ্মালিয়নের রীতি ইহার বিপরীত ছিল। তিনি কোন ব্যক্তিকেই বিশ্বাস করিতেন না। তিনি এত বার প্রতারিত হইয়াছিলেন এবং ধার্ম্মিকবেশধারী ছলনাপর পার্শ্বচরদিগকে এত পাপাসক্ত দেখিয়াছিলেন যে, মনুষ্য মাত্রকেই প্রতারক ও পাপাত্মা স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন, পৃথিবীতে কেহ ধার্ম্মিক আছে বলিয়া কখন বোধ করিতেন না। যদি তিনি কোন ভৃত্যকে প্রতারক ও অধার্ম্মিক দেখিতেন, তাহাকে পদচ্যুত করিয়া তাহার স্থলে অন্য ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা আবশ্যক বিবেচনা করিতেন না; কারণ তাঁহার বোধ ছিল, যাহাকে নিযুক্ত করিব সে ব্যক্তিও সেইরূপ প্রতারক ও সেইরূপ অধার্ম্মিক। দুরাচার ব্যক্তিবর্গ অপেক্ষা সাধু ও সচ্চরিত্র ব্যক্তিদিগকে তিনি অধিক ঘৃণা করিতেন; কারণ তাঁহার এই স্থির সিদ্ধান্ত ছিল যে, তাদৃশ ব্যক্তিরা দুরাচারের ন্যায় সমুদায় অপকর্ম্ম করিয়া থাকে, অধিকন্তু তদপেক্ষা অধিক প্রতারক ও অধিক ছদ্মবেশী।

টেলিমেকস এই রূপে পিগ্মালিয়নের বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিয়া কহিলেন, দেবি! এক্ষণে আমি পুনরায় আত্মবৃত্তান্ত বর্ণন আরম্ভ করি। যদিও রাজা পিগ্মালিয়ন অতি সামান্য বিষয়েও অত্যন্ত সতর্ক ও সন্দিগ্ধমনাঃ ছিলেন, তথাপি তিনি আমাকে চিনিতে পারিলেন না; কিন্তু পাছে সকল বিষয় প্রকাশ হইয়া পড়ে এই ভয়ে নার্বাল কাঁপিতে লাগিলেন; কারণ, তাহা হইলে আমাদের উভয়েরই প্রাণনাশ হইত সন্দেহ নাই। এই নিমিত্ত, যাহাতে আমি শীঘ্র টায়র নগর পরিত্যাগ করি, তদ্বিষয়ে তিনি যৎপরো-

নাস্তি উৎসুক হইলেন, কিন্তু প্রতিকূল বায়ু বশতঃ তথায় আমাকে বহু দিবস বাস করিতে হইল।

এই অবকাশে আমি ফিনীসীয়দিগের রীতিবর্ত্ম বিশেষ রূপে অবগত হইলাম। পৃথিবীর যে সকল প্রদেশে মনুষ্যের গমনাগমন আছে, সেই সমুদায় প্রদেশেই ফিনীসীয় জাতির নাম বিখ্যাত। তাহাদের রাজধানী সমুদ্রমধ্যবর্ত্তী একটি দ্বীপের উপর অবস্থিত। তথাকার ভূমি কি অসাধারণ উর্ব্বরা, সুমিষ্টসুস্বাদফলভরনমিত তরুগণের কি অনুপম শোভা, পরস্পর সন্নিহিত গ্রাম ও নগরের কি অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য, স্বাস্থ্যকর জল বায়ুর কেমন সুখকর শীতলতা! এই সমস্ত সন্দর্শনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া বারংবার প্রশংসা করিতে লাগিলাম। ঐ দ্বীপের দক্ষিণ দিকে পর্ব্বতমালা আছে, তদ্দ্বারা উত্তপ্ত দক্ষিণ বায়ুর গতি রুদ্ধ; সাগরগর্ভোত্থিত শীতল বায়ু উত্তর দিক্ হইতে বহিতে থাকে। তথায় লিবেনস্ নামে এক অতি প্রসিদ্ধ পর্ব্বত আছে; উহা এত উচ্চ যে, বোধ হয়, যেন উহার চিরন্তনতুহিনরাশিধবলিত শৃঙ্গ সকল গগনমণ্ডল বিদীর্ণ করিয়া নক্ষত্রগণকে স্পর্শ করিতে উদ্যত হইতেছে। মস্তকের উপরিভাগে তুহিনবিমিশ্র নির্ঝর সকল কল কল ধ্বনি করত নিম্নাভিমুখে প্রবল বেগে ধাবমান হইতেছে। পর্ব্বতের কিঞ্চিৎ নিম্ন ভাগে দেবদারুবন; দেবদারুগণ এমন উচ্চ যে, বোধ হয়, তাহাদের নিবিড় ও প্রকাণ্ড শাখা সকল যেন মেঘমণ্ডল স্পর্শ করিয়া রহিয়াছে এবং এত পুরাতন যে, বোধ হয়, পৃথিবীর সৃষ্টিকালেই যেন তাহাদের সৃষ্টি হইয়াছে। বনের কিঞ্চিৎ নিম্ন ভাগে পশুচারণ স্থান;

তথায় নির্ম্মলজলশোভিত নদী সকল প্রবল প্রবাহে বহিতেছে, এবং গো, মেষ, মহিষ প্রভৃতি অসঙ্খ্য পশুগণ অনবরত চরিয়া বেড়াইতেছে। পশুচারণ স্থানের নিম্ন ভাগে পর্ব্বতের শেষ সীমায় অতি বিস্তৃত পরিষ্কৃত ভূমি আছে: উহা একটি প্রকাণ্ড উদ্যানের ন্যায় মনোহর স্থান। তদীয় শোভা সন্দর্শনে মনে এই প্রতীতি জন্মে, যেন বসন্ত ঋতু তথায় চিরবিরাজমান রহিয়াছে।

ফিনীসিয়ার অনতিদূরে এক দ্বীপ আছে, টায়র নগর তদুপরি অবস্থিত। দর্শনমাত্র বোধ হয় যেন উহা জলের উপর ভাসিতেছে এবং সমুদ্রের উপর আধিপত্য করিবার নিমিত্তই অবস্থিত হইয়াছে। তথায় পৃথিবীস্থ সমস্ত দেশের বণিক্গণ আসিয়া মিলিত হয়; তদ্দৃষ্টে আপাততঃ ইহাই প্রতীয়মান হয়, টায়র নগর কোন একটি স্বতন্ত্র জাতির রাজধানী নহে, ভূমণ্ডলস্থ যাবতীয় জাতির বাণিজ্যস্থান। তথায় দুইটি অর্ণবশাখা আছে, উহারা সর্ব্ব ক্ষণ জাহাজে এরূপ পরিপূর্ণ থাকে যে, জল দেখিতে পাওয়া যায় না, এবং দূর হইতে মাস্তুল সকল জঙ্গলের ন্যায় অবলোকিত হয়। টায়রনগরবাসী সকলেই বাণিজ্য করে এবং অপরিমিতসম্পত্তিশালী হইয়াও সম্পত্তি বৃদ্ধি নিমিত্ত পরিশ্রমে পরাঙ্মুখ নহে। মিসর দেশ হইতে অশেষবিধ উত্তম উত্তম বস্ত্র তথায় বিক্রয়ার্থ আনীত হয়, নগরবাসীরা ঐ সকল বস্ত্র তথাকার প্রসিদ্ধ রক্তবর্ণে রঞ্জিত করিয়া এবং তাহার উপর সোনা রূপার কাজ করিয়া অতি মনোহর করে। ফিনীসীয়েরা সর্ব্বত্রই বাণিজ্য করিতে যায়। তাহারা পৃথিবীস্থ অন্যান্য সমস্ত লোকের অপরিচিত নানা দ্বীপে গমনাগমন

করে এবং তথা হইতে সুবর্ণ, গন্ধদ্রব্য, ও অপরাপর নানা দুষ্প্রাপ্য বস্তু স্বদেশে আনয়ন করে।

এই নগরের সকল পদার্থ সজীব বোধ হইতে লাগিল; আমি অবিতৃপ্ত নয়নে ঐ সমস্ত অবলোকন করিতে লাগিলাম। গ্রীস দেশে দেখিতে পাওয়া যায়, অলস ও কৌতূহলবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ অভিনব সংবাদের অন্বেষণে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে অথবা সমাগত ভিন্নদেশীয় ব্যক্তিদিগকে দর্শন করিতেছে; কিন্তু এখানে তাদৃশ এক ব্যক্তিও নয়নগোচর হয় না। এখানে, কেহ দ্রব্য সামগ্রী জাহাজে তুলিতেছে; কেহ স্থানান্তরে প্রেরণ করিতেছে; কেহ বিক্রয় করিতেছে; কেহ ভাণ্ডারে দ্রব্যাদি যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিতেছে; কেহ বা কাগজ পত্র লইয়া হিসাব করিতেছে। স্ত্রীলোকদিগের মধ্যেও কেহ ঊর্ণা কাটিতেছে; কেহ বস্ত্রের উপর সোনা রূপার কাজ করিতেছে; কেহ বা মহামূল্য বস্ত্রাদি পাট করিয়া তুলিতেছে।

তদনন্তর আমি নার্বালকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ফিনীসীয়েরা কি উপায়ে পৃথিবীর সমুদায় বাণিজ্য হস্তগত করিয়াছে এবং অন্যান্য সমুদায় জাতির ধনাহরণ পূর্ব্বক আপনারা ঐশ্বর্য্যশালী হইয়াছে? নার্বাল কহিলেন, ইহার কারণ তোমার সম্মুখেই উপস্থিত রহিয়াছে। দেখ, প্রথমতঃ, টায়র নগর এরূপ স্থানে সন্নিবেশিত যে, অন্যান্য নগর অপেক্ষা এখানে বাণিজ্যের অত্যন্ত সুবিধা। অপর, নাবিকবিদ্যা এই দেশেরই পরমাদ্ভুত কীর্ত্তি। এই দেশের লোকেরাই সর্ব্ব প্রথমে কতিপয় কাষ্ঠখণ্ড অবলম্বন পূর্ব্বক মহাভীষণ অর্ণবপ্রবাহে অবগাহন করে। ইহারাই অসীম

সাগরপথে নক্ষত্রাদির গতি নিরূপণ দ্বারা দিক্‌নির্ণয় করিয়া আপনাদিগের পথ নিরূপণ করে, এবং দুস্তর সাগর ব্যবধান বশতঃ যে সমস্ত জাতির পরস্পর সমাগম ও সন্দর্শন ছিল না, ইহারাই নাবিকবিদ্যার সৃষ্টি ও সঞ্চার করিয়া তাহাদিগকে একত্র মিলিত করিয়াছে। ইহারা স্বভাবতঃ অতিশয় সহিষ্ণু, পরিশ্রমী, শিল্পনিপুণ, এবং সংযম ও মিতব্যয়িতা বিষয়ে বিশেষ বিখ্যাত। ইহারা একমত হইয়া সকল কার্য্য করিয়া থাকে এবং বৈদেশিকদিগের প্রতি যৎপরোনাস্তি স্নেহ, বাক্যনিষ্ঠা, ও অমায়িকতা প্রদর্শন করে। এখানে রাজনিয়ম সর্ব্বাংশে প্রতিপালিত হয়, কদাচ উল্লঙ্ঘিত হয় না।

এই সমস্ত উপায়ে ইহারা সমুদ্রের উপর আধিপত্য সংস্থাপন করিয়াছে ও ইহাদিগের বাণিজ্যের এরূপ শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে; এতদ্ভিন্ন আর কোন উপায় অনুসন্ধান করিবার আবশ্যকতা নাই। কিন্তু, এক্ষণে যদি ইহাদিগের মধ্যে পরস্পর বিদ্বেষ ও বিপক্ষতাচরণ উপস্থিত হয়, কিংবা ইহারা অলস ও সুখাসক্ত হইয়া উঠে; ধনবান্ ব্যক্তিরা শ্রম ও মিতব্যয়িতা পরিত্যাগ করে; শিল্পকর্ম্ম অতঃপর আর আদৃত না হয়; যদি কোন প্রকারে দেশান্তরাগত লোকদিগের মনে বিশ্বাসের ব্যতিক্রম ঘটিয়া উঠে ও বাণিজ্যবিষয়ক নিয়ম ভঙ্গ হয়; পণ্য দ্রব্য প্রস্তুত করণে অমনোযোগ হইতে থাকে এবং ব্যয়বাহুল্যভয়ে উৎকৃষ্ট বস্তু সমস্ত প্রস্তুত না হয়; তাহা হইলে, যাহা দেখিয়া তুমি এত প্রশংসা করিতেছ, সে সমুদায় এক কালে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে।

তদনন্তর আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ভাল, মহাশয়! ইথাকা নগরীতে কি প্রকারে এরূপ বাণিজ্য প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। তিনি উত্তর করিলেন, যে প্রকারে এখানে হইয়াছে। ব্যগ্রতা প্রদর্শন পূর্ব্বক দেশান্তরাগত লোকদিগের সমুচিত সৎকার ও সমাদর করিবে; যাহাতে তাহাদিগের ধন প্রাণের সমুচিত রক্ষণাবেক্ষণ হয়, স্বাধীনতা থাকে, ও সর্ব্ব প্রকারে স্বচ্ছন্দতা জন্মে, তদ্বিষয়ে সবিশেষ যত্ন করিবে; এবং এই বিষয়ে সাবধান হইবে যেন তাহারা তোমার অর্থগৃধ্নুতা বা অহঙ্কার দেখিয়া বিরক্ত হইয়া না উঠে। যে ব্যক্তি ধনোপার্জ্জনে কৃতকার্য্য হইতে অভিলাষ করে, অত্যন্ত উপার্জ্জন করিতে চেষ্টা করা তাহার কোন ক্রমেই কর্ত্তব্য নহে, বরং সময়বিশেষে তাহাকে ক্ষতি স্বীকার করিতেও হইবে। দেশান্তরাগত লোকদিগের স্নেহপাত্র হইতে চেষ্টা করিবে; যদি তাহারা তোমার কোন অপকার করে, তাহার প্রতিবিধানে উদ্যত না হইয়া সহ্য করিয়া থাকিবে; আর অহঙ্কার প্রদর্শন করিয়া কদাচ তাহাদিগের দূরে থাকিবে না। বাণিজ্যবিষয়ক যে সকল নিয়ম সংস্থাপিত হইবে, তাহা এরূপ হওয়া আবশ্যক যে, সকলেই অনায়াসে ঐ সমুদায়ের মর্ম্ম অবগত হইতে পারে এবং বিদেশীয় লোকদিগের পক্ষে ক্লেশদায়ক হইয়া না উঠে। তুমি স্বয়ং ঐ সকল নিয়ম প্রতিপালন করিবে, এবং অন্যে প্রতিপালন না করিলে যথোচিত দণ্ড বিধান করিবে। বণিক্‌দিগের প্রতারণাপ্রবৃত্তি দেখিলে কঠিন দণ্ড বিধান করিবে, এবং যদি তাহাদের বিষয়কর্ম্মে অসাবধান বা অপব্যয়প্রবণতা দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে, সমুচিত দণ্ড না করিয়া ক্ষান্ত থাকিবে

না; আপন লাভের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কদাচ বাণিজ্যের ব্যাঘাত করিবে না। যাহাদের পরিশ্রম দ্বারা বাণিজ্য-কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া থাকে, তাহার সমুদায় লাভ তাহাদেরই হওয়া উচিত; ইহার অন্যথা হইলে, পরিশ্রমস্বীকারে তাহাদের প্রবৃত্তি জন্মিবে না। বাণিজ্য দ্বারা রাজ্যমধ্যে যে ধনাগম হয় তাহা হইতেই রাজার উপকার হইয়া থাকে। বাণিজ্য সম্পত্তির প্রস্রবণস্বরূপ; যদি প্রকারান্তরে উহার প্রবাহ পরিবর্ত্তিত করিয়া দিতে উদ্যত হও, তাহা হইলে উহা এক বারেই রুদ্ধ হইয়া যাইবে। লাভ ও সুবিধা এই দুইটি মাত্র বিষয় বিদেশীয় লোকদিগকে প্রলোভিত করিয়া আনে; যদি সেই লাভের বা সুবিধার ব্যতিক্রম ঘটে, তাহা হইলে তাহারা ক্রমে ক্রমে তোমাকে পরিত্যাগ করিবে এবং যাহারা এই রূপে এক বার ফিরিয়া যাইবে, আর তাহারা তোমার অধিকারে আসিবে না; কারণ, অন্যান্য জাতিরা তোমার এইরূপ অবিবেকিতা ও স্ব স্ব দেশে বাণিজ্যকার্য্যের সুবিধা ও সুশৃঙ্খলা দেখাইয়া তাহাদিগকে স্ব স্ব দেশে লইয়া যাইবে, এবং বণিক্‌গণও অনায়াসে বুঝিতে পারিবে যে, তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া গেলেও অন্য জাতির সহিত সুচারু রূপে বাণিজ্যকার্য্য চলিতে পারিবেক। ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, এক্ষণে টায়র নগরের পূর্ব্বের ন্যায় শ্রী নাই। প্রিয়সুহৃৎ টেলিমেকস! যদি তুমি পিগ্মা-লিয়নের রাজত্বের পূর্ব্বে টায়র নগর অবলোকন করিতে, না জানি, কতই চমৎকৃত হইতে! এক্ষণে তুমি শেষাবস্থা মাত্র দেখিতেছ এবং বোধ করি ত্বরায় বিনাশও দেখিতে পাইবে। হা হতভাগ্য টায়র! তুমি কি দুর্দ্দান্ত দস্যুর হস্তেই পতিত

হইয়াছ! তোমার পূর্ব্বতন সম্পত্তি ও আধিপত্য স্মরণ করিলে অন্তঃকরণমধ্যে কি বিষম ক্ষোভ ও পরিতাপ উপস্থিত হয়!

পিগ্মালিয়ন, কি আগন্তুক, কি প্রজাগণ, সকলকেই সমান ভয় করেন। তিনি, তাঁহার পূর্ব্বপুরুষদিগের প্রতিষ্ঠিত প্রথা অনুসারে না চলিয়া, দূরদেশাগত বণিক্‌দিগকে অনায়াসে রাজ্যমধ্যে প্রবেশ করিতে দেন না; অন্তঃকরণে নানাপ্রকার সন্দেহ উপস্থিত করিয়া অশেষ আপত্তি উত্থাপন করেন। জাহাজের সংখ্যা, দেশের ও জাহাজস্থিত প্রত্যেক লোকের নাম, ব্যবসায়ের প্রকার, দ্রব্যাদির নাম, মূল্য, ও পরিমাণ ইত্যাদি বিষয় অগ্রে অবগত না হইয়া, তিনি বিদেশীয় বণিক্‌দিগকে আপন অধিকারে প্রবেশ করিবার অনুমতি প্রদান করেন না। তিনি কেবল ইহাতেই ক্ষান্ত থাকেন এমন নহে; বাণিজ্যবিষয়ক যে নানা নিয়ম সংস্থাপিত আছে, ছলে ও কৌশলে কোন বিষয়ে সেই নিয়মের উল্লঙ্ঘন ঘটাইয়া বণিক্‌দিগের সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া লন। কোন ব্যক্তি ধনাঢ্য হইলে, তিনি তাহাকে বিস্তর ক্লেশ দিয়া থাকেন। কখন কখন তিনি নানা অকিঞ্চিৎকর হেতু প্রদর্শন পূর্ব্বক শুল্ক বৃদ্ধি করিয়া দেন, তাহাতেও বাণিজ্যের বিস্তর ব্যাঘাত ঘটিতেছে। তিনি স্বয়ং বাণিজ্য করিয়া থাকেন বলিয়া ভান করেন, কিন্তু কেহই সাধ্যপক্ষে তাঁহার সংস্রবে থাকিতে চাহে না। অতএব দেখ! দিনে দিনে বাণিজ্যের হ্রাস হইয়া যাইতেছে; ভিন্নদেশীয়েরা টায়র নগরে গমনাগমন করা প্রায় পরিত্যাগ করিয়াছে। যদি পিগ্মালিয়ন এইরূপ অনর্থকর অহিতাচরণে বিরত না হয়েন,

তাহা হইলে, অল্পকালমধ্যেই কোন নীতিপরায়ণ জাতি আমাদিগের এই খ্যাতি, প্রতিপত্তি, ও ক্ষমতা অপহরণ করিয়া লইবেক।

রাজ্যশাসনসংক্রান্ত কোন বিষয়েই অজ্ঞ থাকিব না ইহা আমার নিতান্ত অভিলাষ হইয়াছিল, এই নিমিত্ত আমি নার্বালকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ভাল মহাশয়! টায়রীয়েরা কি প্রকারে জলপথে এরূপ পরাক্রান্ত হইয়া উঠিল। নার্বাল কহিলেন, এখানে লিবেনন্ পর্ব্বতে যে অরণ্য আছে, জাহাজনির্ম্মাণোপযোগী সমুদায় কাষ্ঠ তথা হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়; সেই সমস্ত কাষ্ঠ কেবল ঐ প্রয়োজনেই নিযোজিত হইয়া থাকে। এখানে বহুসংখ্যক শিল্পী বাস করে; জাহাজনির্ম্মাণে তাহাদের বিশেষ নৈপুণ্য আছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, এত শিল্পী এখানে কোথা হইতে আসিল। তিনি উত্তর করিলেন, তাহারা এই দেশেরই লোক, ক্রমে ক্রমে তাহাদের সংখ্যার বৃদ্ধি হইয়াছে। কোন শিল্পবিষয়ে বিশেষ নৈপুণ্য জন্মিলে, যদি তাহা সর্ব্বদা সম্যক্ রূপে পুরস্কৃত হইতে থাকে, তাহা হইলে, যত দূর সম্ভবিতে পারে, অতি ত্বরায় সেই নৈপুণ্যের উৎকর্ষ জন্মে; কারণ, যে ব্যবসায়ে অধিক লাভ দৃষ্ট হয়, বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ সর্ব্বদা তাহাতেই প্রবৃত্ত হন, সন্দেহ নাই। যাঁহারা নাবিক কর্ম্মের উপযোগী বিদ্যায় কৃতকার্য্য হইতে পারেন, তাদৃশ ব্যক্তিগণ এখানে অত্যন্ত আদরণীয়। উত্তম রেখাগণিতবেত্তা বিলক্ষণ আদৃত হইয়া থাকেন; নিপুণ জ্যোতির্বিদ্ তদপেক্ষা অধিক আদরণীয়; সুশিক্ষিত নাবিক অগণ্য সাধুবাদের আস্পদ ও অসীম সম্মানের

ভাজন হয়েন। সূত্রধর আপন ব্যবসায়ে বিশেষ নিপুণ হইলে কেবল প্রচুর অর্থলাভই করে এমন নহে, যথোচিত আদর প্রাপ্তও হয়। ক্ষেপণিকেরাও আপন কার্য্যে পরিপক্ক হইলে যথাযোগ্য পুরস্কার পাইয়া থাকে। কোন দাঁড়ী পীড়িত হইলে তাহার রোগশান্তির নিমিত্ত বিশেষ যত্ন, ও সে দেশান্তরে গমন করিলে তাহার পরিবারদিগের তত্ত্বানুসন্ধান, করা যায়; যদি দৈবঘটনায় জাহাজ জলমগ্ন হইয়া তাহার প্রাণনাশ হয়, তাহা হইলে তাহার পরিবারদিগের ভরণ পোষণের ভার গ্রহণ করা যায়; আর যদি সে নিরূপিত কতিপয় বৎসর স্বকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া উঠে, তাহা হইলে, যাহাতে আয়াস ও পরিশ্রম ব্যতিরেকে গৃহে বসিয়া স্বচ্ছন্দে জীবন পাত করিতে পারে এরূপ সংস্থান করিয়া দিয়া, অতি সমাদর পূর্ব্বক তাহাকে কর্ম্ম হইতে অবসর দেওয়া যায়। এই নিমিত্ত এ দেশে কখনই উত্তম নাবিকের বা ক্ষেপণিকের অসদ্ভাব ঘটে না। পুত্রদিগকে এমন উত্তম ব্যবসায়ে সুশিক্ষিত করিতে পিতা মাত্রেই অত্যন্ত ব্যগ্র হয়েন। বালকেরা অতি শৈশবকালেই ক্ষেপণীধারণে, রজ্জুপ্রসারণে, গুণবৃক্ষারোহণে, ও প্রচণ্ডবাত্যাতুচ্ছীকরণে অভ্যস্ত হইতে আরম্ভ করে। এই রূপে, লোকেরা সম্মান ও পুরস্কার প্রত্যাশায় স্বেচ্ছাক্রমে স্ব স্ব কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়াতে, সাধারণের কত মহোপকার জন্মিতেছে! কিন্তু, যদি সম্মান ও পুরস্কারের প্রত্যাশা না দেখাইয়া, কেবল রাজশাসনের উপরই নির্ভর করা যাইত, তাহা হইলে কদাচ এরূপ সম্ভবিত না; কারণ অন্যের পরিশ্রম দ্বারা আপন কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইলে, পরিশ্রমকারীর অন্তঃকরণে অনুরাগ

ও লাভাকাঙ্ক্ষা উভয়েরই আবির্ভাব করিয়া দেওয়া আবশ্যক।

এইরূপ কথোপকথনের পর নার্বাল আমাকে পণ্যশালা, শস্ত্রাগার, ও জাহাজনির্ম্মাণস্থান প্রদর্শনার্থ লইয়া গেলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া, অত্যন্ত মনোযোগ পূর্ব্বক, আমি প্রত্যেক সামগ্রীর সবিশেষ তথ্য জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম, এবং পাছে কোন প্রয়োজনোপযোগী বিষয় বিস্মৃত হইয়া যাই, এই সন্দেহ করিয়া, যাহা শুনিতে লাগিলাম তৎক্ষণাৎ লিখিয়া লইলাম। এই রূপে আমি নানা বিষয়ে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লাভ করিতে লাগিলাম। কিন্তু, নার্বাল আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন, সুতরাং আমার প্রস্থানের বিলম্ব দেখিয়া, তিনি অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইতে লাগিলেন; যেহেতু, পিগ্মালিয়নের চরিত্র তাঁহার বিলক্ষণ বিদিত ছিল; বিশেষতঃ তিনি জানিতেন, রাজকীয় চরেরা এইরূপ বিষয়ের অন্বেষণার্থ দিবারাত্রি নগরমধ্যে ভ্রমণ করিতেছে। অতএব, পাছে তাহারা মৎসংক্রান্ত সকল বিষয়ের সবিশেষ সন্ধান পাইয়া রাজার গোচর করে, এই চিন্তায় আক্রান্ত হইয়া তিনি নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন; কিন্তু তৎকাল পর্য্যন্তও প্রতিকূল বায়ু বহিতেছিল, সুতরাং পোতারোহণের সময় উপস্থিত হয় নাই; এজন্য আমাকে অগত্যা তথায় আর কিছু দিন অবস্থিতি করিতে হইল।

এক দিন, আমরা নিবিষ্টচিত্তে বণিক্‌গণের সহিত বাণিজ্যবিষয়ক কথোপকথন ও জাহাজ প্রভৃতি দর্শন করিতেছি, এমন সময়ে এক জন রাজপুরুষ আসিয়া নার্বালকে কহিল, মিসরদেশ হইতে যে সকল জাহাজ ফিরিয়া আসিয়াছে,

তন্মধ্যে এক জাহাজের অধ্যক্ষের মুখে রাজা শুনিয়াছেন যে, তুমি এক জন ভিন্নদেশীয় লোককে সাইপ্রস্‌দ্বীপ-নিবাসী বলিয়া এখানে আনিয়া রাখিয়াছ; তিনি তোমাকে এই আজ্ঞা দিয়াছেন যে, ঐ ব্যক্তিকে অবিলম্বে ধৃত কর ও কোন্ দেশে তাহার নিবাস নিশ্চয় কর, এ বিষয়ে অণুমাত্র ত্রুটি ও অযত্ন প্রকাশ হইলে তোমার মস্তকচ্ছেদন হইবেক। যৎকালে রাজপুরুষ এই আজ্ঞা বিজ্ঞাপিত করিতেছিল, তখন আমি নার্বালের নিকট হইতে কিঞ্চিৎ দূরে দাঁড়াইয়া তদ্গত চিত্তে এক অতি সুন্দর, দ্রুতগামী, নূতন জাহাজ দেখিতেছিলাম এবং জাহাজনির্ম্মাতাকে তদ্বিষয়ক অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম।

রাজকীয় আদেশ শ্রবণমাত্র নার্বাল যৎপরোনাস্তি ভীত হইয়া রাজপুরুষকে উত্তর করিলেন, যে ব্যক্তির উল্লেখ করিতেছ সে যথার্থই সাইপ্রস্‌দ্বীপনিবাসী, আমি অবিলম্বে তাহার অন্বেষণে যাইতেছি। কিন্তু রাজপুরুষ দৃষ্টিপথাতীত হইবামাত্র, তিনি আমার নিকটে আসিয়া সমুদায় বৃত্তান্ত অবগত করিলেন। তিনি কহিলেন, টেলিমেকস! আমি যাহা ভয় করিয়াছিলাম তাহাই ঘটিয়াছে; আর আমাদের রক্ষা নাই! যে রাজার অন্তঃকরণ ভয় ও সংশয়ে অহর্নিশ কম্পিত হইতেছে, তিনিই তোমাকে সাইপ্রিয়ন্ নয় বলিয়া সন্দেহ করিয়াছেন এবং তোমাকে ধরিয়া দিবার জন্য আমার উপর আজ্ঞা দিয়াছেন; তাহা না করিলে আমার প্রাণদণ্ড হইবে। এখন আমরা কি করি? হে জগদীশ্বর! দৈবশক্তিপ্রভাবে আমাদিগকে এই বিষম বিপদ্ হইতে পরিত্রাণ কর, নতুবা বাঁচিবার আর উপায়

নাই! টেলিমেকস! তোমাকে রাজসমীপে লইয়া যাইতেই হইবে; কিন্তু তুমি তাঁহাকে কহিবে যে, সাইপ্রস্‌দ্বীপের অন্তর্গত এমাথস্ নগরে তোমার নিবাস, এবং তোমার পিতাই তথায় বীনস্ দেবীর প্রসিদ্ধ প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। আমিও তোমার এই বাক্যের পোষকতা করিয়া কহিব যে, তোমার পিতার সহিত আমার আলাপ ছিল, তাঁহাকে আমি বিলক্ষণ চিনিতাম; হয় ত ইহাতেই রাজা সন্তুষ্ট হইবেন এবং আর কোন বিষয়ের অনুসন্ধান না করিয়াই তোমাকে ছাড়িয়া দিবেন; এতদ্ব্যতিরিক্ত এক্ষণে প্রাণরক্ষার আর উপায় দেখিতেছি না।

নার্বালের এই উপদেশ শুনিয়া আমি উত্তর করিলাম, যাহার নিয়তি উপস্থিত হইয়াছে, সে হতভাগ্য অবশ্যই মরিবে, কেহ তাহা খণ্ডন করিতে পারিবে না। মরিতে আমার কিঞ্চিন্মাত্র ভয় নাই। তবে আপনি আমার যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন, আপনাকে বিপদ্‌গ্রস্ত করিলে কৃতঘ্নের কর্ম্ম করা হইবে। কিন্তু আমি প্রাণান্তেও মিথ্যা কহিতে পারিব না। আমি গ্রীস্‌দেশনিবাসী, যদি বলি সাইপ্রস্‌দ্বীপে আমার নিবাস, তাহা হইলে আমি আর মনুষ্যমধ্যে পরিগণিত হইবার যোগ্য হইব না। দেবতারা আমার সরলতা ও সত্যনিষ্ঠা প্রত্যক্ষ করিতেছেন; আমাকে রক্ষা করা যদি তাঁহাদের অভিমত হয়, দৈবশক্তিপ্রভাবে অবশ্যই প্রাণদান পাইব; কিন্তু প্রাণভয়ে মিথ্যাকথনে কদাচ প্রবৃত্ত হইতে পারিব না।

নার্বাল উত্তর করিলেন, এরূপ মিথ্যাকথনে কোন দোষ নাই। যে মিথ্যাকথনে কাহারও অনিষ্টঘটনা হয় তাহাই

দূষণীয়। কিন্তু তোমার এই মিথ্যাকথনে কাহারও অনিষ্টোৎপাদন হইতেছে না, বরং দুই নিরপরাধ ব্যক্তির প্রাণবধ নিবারিত হইতেছে, আর রাজাকেও ঘোরতর দুষ্কর্ম্ম হইতে নিবারণ করা হইতেছে। তুমি যে যথার্থ সত্যনিষ্ঠ ও ধর্ম্মপরায়ণ তাহার সন্দেহ নাই; কিন্তু ধর্ম্মশাস্ত্রে সত্যনিষ্ঠা ও ধর্ম্মপরায়ণতার সীমা আছে, তুমি সেই সীমা অতিক্রম করিতেছ।

আমি উত্তর করিলাম, মিথ্যাকথন যে সর্ব্ব দেশে, সর্ব্ব কালে, ও সর্ব্ব সমাজে মিথ্যাকথন বলিয়া পরিগৃহীত, ইহা প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন করিবার প্রয়োজন নাই; ইহা স্বতঃসিদ্ধ বিষয়; আর মিথ্যাকথন যে সাধুবিগর্হিত ঘৃণিত কর্ম্ম তাহারও কোন সন্দেহ নাই। মিথ্যা কহিলে দেবতারা অসন্তুষ্ট হয়েন, এবং মিথ্যাবাদীও নিয়ত অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে থাকে। যাহা হউক, মিথ্যাকথনে আমার আন্তরিক বিদ্বেষ আছে, আমি প্রাণান্তেও মিথ্যা কহিতে পারিব না। যদি আমাদের প্রতি দেবতাদিগের দয়া থাকে, তাঁহারা অনায়াসেই আমাদিগকে প্রাণদান দিবেন। যদি আমাদের বিনাশই তাঁহাদিগের অভিমত হইয়া থাকে, আমরা সত্যের অবমাননা করিয়াও প্রাণরক্ষা করিতে পারিব না, লাভের মধ্যে কেবল মিথ্যাবাদী হওয়া হইবে। আর যদি সত্য কহিয়া প্রাণত্যাগও করিতে হয়, তাহা হইলে, অন্ততঃ মানবমণ্ডলীকে এই উপদেশ প্রদান করা হইবে যে, প্রাণান্ত স্বীকার করিয়াও সত্যব্রত পালন মনুষ্যের অবশ্য কর্ত্তব্য। আর যদিও আমি যুবা বটে, কিন্তু আমার জীবনের যে অল্প অংশ ব্যতীত হইয়াছে, তাহাই অতি দীর্ঘ কাল বলিয়া

অনুভব করিতেছি। সুখে অতিবাহন করিলে সময় যেরূপ স্বল্প বলিয়া প্রতীয়মান হয়, দুঃখে অতিবাহিত হইলে সেইরূপ দীর্ঘ বলিয়া অনুভূত হইয়া থাকে; আমি জন্মাবধি কেবল দুঃখ ভোগ করিয়াই আসিতেছি, কখন সুখের মুখ দেখিতে পাই নাই; সুতরাং আমি প্রাণরক্ষার নিমিত্ত তত ব্যগ্র ও ব্যাকুল নহি। কিন্তু মহাশয়! আমি আপনকার বিপদ্ দেখিয়াই কাতর হইতেছি। হায়! কি আক্ষেপের বিষয়, এক হতভাগ্যের সহিত মিত্রতা করিয়া আপনকার প্রাণদণ্ড উপস্থিত হইল।

আমরা এই রূপে বাদানুবাদ করিতেছি, এমন সময়ে দেখিলাম, এক ব্যক্তি অত্যন্ত দ্রুত বেগে আমাদিগের নিকটে আসিতেছে। আমরা ত্বরায় অবগত হইলাম যে, ঐ ব্যক্তি এক জন রাজপুরুষ, আষ্টার্ব্বের কোন সন্দেশ লইয়া আসিয়াছে। অলৌকিকরূপলাবণ্যবতী আষ্টার্ব্বনাম্নী এক বারবিলাসিনী রাজার অতিশয় প্রেয়সী ছিল। সে সর্ব্বদা প্রসন্নবদনা, মৃদুহাসিনী, ও মধুরভাষিণী; পুরুষের চিত্তাকর্ষণ বিষয়ে তাহার অসাধারণ নৈপুণ্য। সেই কামিনী, স্ত্রীজাতির স্বভাবসিদ্ধ নানা কমনীয় গুণে বিভূষিতা হইয়াও, রাক্ষসীর ন্যায় দুষ্টমতি ও ক্রূরপ্রকৃতি ছিল, কিন্তু কি প্রকারে স্বীয় কুস্বভাব গোপন করিয়া রাখিতে হয়, তদ্বিষয়ে বিলক্ষণ সুশিক্ষিতা হইয়াছিল। অসামান্য রূপ লাবণ্য, সুললিত নব যৌবন, অসাধারণ বিদগ্ধতা, মনোহর গান, ও শ্রুতিসুখাবহ বীণাবাদন দ্বারা সে রাজাকে এক বারে মোহিত করিয়া রাখিয়াছিল। রাজা তাহার প্রণয়পাশে বদ্ধ হইয়া স্বীয় মহিষীকেও পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। কি প্রকারে ঐ

দুরাকাঙ্ক্ষ কামিনীর মনোরথ পূর্ণ করিবেন কেবল এই চিন্তাতেই তিনি সর্ব্ব ক্ষণ মগ্ন থাকিতেন। রাজা ঐ কামিনীর প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত ছিলেন বটে, কিন্তু সে তাঁহার প্রতি তাদৃশ অনুরক্তা ছিল না, বরং অত্যন্ত ঘৃণা করিত। সে আপন মনের ভাব গোপন করিয়া রাখিত এবং রাজার নিকট এইরূপ ভান করিত যে, কেবল তাঁহার সহবাস-সুখাভিলাষেই যেন সে জীবনধারণের অভিলাষিণী; কিন্তু বাস্তবিক কি প্রকারে তাদৃশ দুর্দ্দান্ত নরাধমের সহিত সহবাস করিবেক ইহা ভাবিয়া সে নিয়ত নিতান্ত কাতর ও চিন্তান্বিত থাকিত।

এই সময়ে মিলাচন নামে লীডিয়ানিবাসী এক যুবা পুরুষ টায়রদ্বীপে বাস করিতেন। তিনি অত্যন্ত সুন্দর, সুকুমার, ও ভোগসুখাসক্ত ছিলেন। বেশভূষাসমাধান, কেশমার্জ্জন, অঙ্গে সুগন্ধলেপন, ও বীণাবাদন পূর্ব্বক আদিরসঘটিত গান করা তাঁহার প্রধান কার্য্য ছিল। আষ্টার্ব্ব তাঁহার প্রতি একান্ত অনুরাগিণী হইয়াছিল; কিন্তু ঐ যুবক অন্য এক কামিনীর প্রেমানুরাগী ছিলেন, এজন্য তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন; এতদ্ব্যতিরিক্ত, পাছে রাজার অন্তঃকরণে সন্দেহ উপস্থিত হয় এই ভয়ে তিনি অতিশয় ভীত ছিলেন। এই রূপে আষ্টার্ব্ব, আপন অভিলষিতসাধনে হতাশ্বাস হইয়া, আপনাকে নিতান্ত অবমানিত বোধ করিয়া, মিলাচনের অবজ্ঞার প্রতিফল প্রদানে স্থিরনিশ্চয় হইয়াছিল। এক্ষণে সে স্থির করিল যে, নার্বাল যে বৈদেশিক ব্যক্তিকে নগরে আনিয়াছেন বলিয়া রাজা শুনিয়াছেন ও তাহার অন্বেষণার্থ রাজপুরুষ নিযুক্ত করিয়া-

ছেন, মিলাচনকে সেই ব্যক্তি বলিয়া তাঁহার নিকট নির্দ্দেশ করি। ফলতঃ, সে অল্পায়াসেই এ বিষয়ে সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইল। রাজা অধার্ম্মিক লোকগণে নিয়ত পরিবেষ্টিত থাকিতেন; কোন কর্ম্ম, যত অন্যায্য ও নিষ্ঠুর হউক না কেন, রাজকীয় আজ্ঞা পাইবামাত্র তাহারা অসঙ্কুচিত চিত্তে সম্পন্ন করিত। ঐ সকল লোক আষ্টার্ব্বের নিতান্ত বশীভূত ছিল এবং পাছে তাহার ক্রোধানলে পতিত হইতে হয় এই ভয়ে তাহারা এই সময়ে তাহার বিস্তর সাহায্য করিল। যদিও নগরস্থ সমস্ত লোক মিলাচনকে লীডিয়ান বলিয়া চিনিত, তথাপি মিসর দেশ হইতে নার্বালের আনীত ব্যক্তি বলিয়া রাজা তাঁহাকে কারাগারে নিক্ষিপ্ত করিলেন।

কিন্তু, পাছে নার্বাল রাজসমীপে উপস্থিত হইয়া কথোপকথন করিলে প্রকৃত বিষয় ব্যক্ত হইয়া পড়ে, এই আশঙ্কা করিয়া আষ্টার্ব্ব সেই রাজপুরুষকে নার্বালের নিকট প্রেরণ করিয়াছিল। তদনুসারে সে আসিয়া নার্বালকে কহিতে লাগিল, আষ্টার্ব্বের এই ইচ্ছা যে, তুমি এখানে যে বিদেশীয় ব্যক্তিকে আনিয়াছ, তাহাকে কদাচ রাজার গোচরে লইয়া না যাও; তিনি তোমাকে এই অনুরোধ করেন যে, রাজা তোমাকে যে আজ্ঞা দিয়াছেন তাহার প্রতিপালনবিষয়ে কোন যত্ন না পাইয়া, তুমি নিশ্চিন্ত থাকিবে, যাহা কর্ত্তব্য হয় তিনি করিবেন, তাহাতে তোমার কোন আশঙ্কা নাই। কিন্তু যাহাতে তোমার মিত্র অবিলম্বে সাইপ্রিয়ন্দিগের সহিত যাত্রা করেন এবং নগরে আর না কাহারও দৃষ্টিপথে পতিত হন তাহা করিবে। শ্রবণমাত্র নার্বাল আনন্দসাগরে মগ্ন হইয়া, অবিলম্বে তদীয় আদেশ পালনে

অঙ্গীকার করিলেন: রাজপুরুষও কৃতকার্য্য হইয়া প্রফুল্ল চিত্তে প্রতিগমন করিল।

দেবতাদিগের এই অভাবনীয় করুণা দর্শনে আমাদিগের হৃদয়কন্দর কৃতজ্ঞতা ও বিস্ময় রসে উচ্ছলিত হইয়া উঠিল। দেখ! যাহারা সত্যপালনের নিমিত্ত জীবন-বিসর্জ্জনেও উদ্যত হইয়াছিল, কি অদ্ভুত উপায় উদ্ভাবিত করিয়া দেবতারা তাহাদিগকে সত্যনিষ্ঠার পুরস্কার প্রদান করিলেন! আর, অর্থগৃধ্নু ইন্দ্রিয়সেবাপরতন্ত্র নরপতি যে মানবজাতির কি অনর্থকর ও কেমন উৎপাতহেতু তাহা চিন্তা করিয়া আমাদিগের অন্তঃকরণ ভয়ে জড়ীভূত হইল। তদনন্তর, আমরা বলিতে লাগিলাম, যে ব্যক্তি নিরন্তর প্রতারিত হইবার আশঙ্কা করে, প্রতারিত হওয়াই তাহার উপযুক্ত প্রতিফল, আর এইরূপ প্রতিফল প্রাপ্তিও প্রায় তাহার সর্ব্বদাই ঘটিয়া থাকে; কারণ সে ধার্ম্মিক ব্যক্তিকে ছদ্মবেশী অধার্ম্মিক স্থির করিয়া দুর্ব্বৃত্তদিগের হস্তে আত্ম-সমর্পণ করে; সে যে প্রতারিত হইতেছে সে তাহার কিছুই বুঝিতে পারে না। দেখ, একটা ঘৃণিত বারনারী রাজাকে পুত্তলিকার ন্যায় লইয়া ক্রীড়া করিতেছে। কিন্তু দেবতা-দিগের কি অপার মহিমা! তাঁহারা অধার্ম্মিকের প্রতারণাকে ধার্ম্মিকের জীবনরক্ষার উপায় করিয়া দিলেন।

আমরা এই রূপে কথোপকথন করিতেছি, এমন সময়ে সহসা অনুকূল বায়ু বহিতে লাগিল! তদ্দর্শনে নার্বাল আনন্দে পুলকিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিলেন, প্রিয়তম টেলিমেকস! দেবতারা তোমার প্রতি সদয় হইয়াছেন, তাঁহারা তোমাকে এই বিষম বিপদ্ হইতে মুক্ত করিলেন;

এক্ষণে এই নির্দ্দয় নরাধমের রাজ্য হইতে অবিলম্বে পলায়ন কর। পৃথিবীর যে প্রদেশে ও যে অবস্থায় হউক না কেন, যে ব্যক্তি তোমার সহবাসে কালযাপন করিতে পারে সে কি সুখী! কিন্তু বিধির নির্ব্বন্ধ কে খণ্ডিতে পারে? জন্মভূমির সমুদায় ক্লেশ ভোগ করিবার নিমিত্তই আমার জন্মগ্রহণ হইয়াছে, আর হয় ত জন্মভূমিধ্বংসেই আমার জীবনধ্বংস ঘটিবে। কিন্তু যদি আমার ধর্ম্মে মতি থাকে ও সতত সত্য-পালন করিতে পারি, তাহা হইলে আমি ক্লেশভোগ বা জীবননাশের কিঞ্চিন্মাত্র গণনা করি না। প্রিয়সুহৃৎ টেলিমেকস! দেবতারা তোমাকে সকল বিষয়েই এরূপ উপদেশ দেন যে, বোধ হয়, যেন তাঁহারা তোমার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক পথ প্রদর্শন করেন; এক্ষণে তাঁহাদের নিকট আমি এই প্রার্থনা করি যেন তাঁহারা তোমাকে চিরকাল পরম পবিত্র ধর্ম্মরূপ অমূল্য রত্ন বিতরণ করেন। তুমি দীর্ঘ-জীবী হও, নিরাপদে স্বদেশে প্রতিগমন কর, পাণিগ্রহণা-ভিলাষী দুরাচারদিগের হস্ত হইতে জননীকে মুক্ত কর, পিতাকে দর্শন করিয়া নয়নযুগল চরিতার্থ এবং আলিঙ্গন করিয়া বাহুযুগল ও বক্ষঃস্থল সার্থক কর; তিনিও স্বসদৃশ তনয় নিরীক্ষণ করিয়া অসীম হর্ষ প্রাপ্ত হউন। কিন্তু তুমি সুখভোগে আসক্ত হইয়া এই হতভাগ্যকে এক বারেই বিস্মৃত হইও না; বন্ধুবিচ্ছেদদুঃখ অন্ততঃ এক বারও যেন তোমার হৃদয়ে আবির্ভূত হয়।

তাঁহার এইরূপ কথা শুনিয়া আমার অন্তঃকরণ দ্রবী-ভূত হইল। আমি তাঁহার গলদেশে লগ্ন হইয়া নয়নজলে তাঁহাকে প্লাবিত করিলাম, একটিও কথা কহিতে পারিলাম

না। তদনন্তর আমরা পরস্পর আলিঙ্গন করিয়া পরস্পরের নিকট বিদায় লইলাম। তিনি আমার সঙ্গে সাগরতীর পর্য্যন্ত গমন করিলেন। আমি সজল নয়নে তাঁহাকে অবলোকন করিতে করিতে নিতান্ত অনিচ্ছা পূর্ব্বক অর্ণবযানে আরোহণ করিলাম; তিনিও অশ্রুপূর্ণ নয়নে তীরদেশে দণ্ডায়মান হইয়া আমাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। জাহাজ চলিতে আরম্ভ করিল এবং ক্রমে ক্রমে অন্তরিত হইতে লাগিল। পরিশেষে, আমরা সস্নেহ নয়নে পরস্পর নিরীক্ষণ করিতে করিতে এক বারে পরস্পরের দৃষ্টিপথাতীত হইলাম।

টেলিমেকস

চতুর্থ সর্গ।

এ পর্য্যন্ত কালিপ্সো নিস্পন্দ ভাবে টেলিমেকসের বর্ণিত বৃত্তান্ত শ্রবণ করত অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অনুভব করিতেছিলেন; এক্ষণে কহিলেন, টেলিমেকস! তোমার বিস্তর পরিশ্রম হইয়াছে, এখন বিশ্রাম কর। এই দ্বীপে তোমার কোন আশঙ্কা নাই; এখানে তুমি যে অভিলাষ করিবে তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পাদিত হইবে; অতএব চিন্তা দূর কর, অন্তঃকরণে আনন্দের উদয় হইতে দাও, এবং দেবতারা তোমার নিমিত্ত যে অশেষবিধ সুখসম্ভোগের পথ প্রকাশ করিতেছেন, তদনুবর্ত্তী হও। কল্য যখন অরুণের আলোহিতকরস্পর্শে পূর্ব্ব দিকের স্বর্ণময় কপাট উদঘাটিত হইবে, এবং সূর্য্যের অশ্বগণ, সৌর কর দ্বারা নভোমণ্ডল হইতে নক্ষত্রগণকে নিষ্কাশিত করত, সাগরগর্ভ হইতে উত্থিত হইতে থাকিবে, সেই সময়ে তুমি পুনরায় আত্মবৃত্তান্তবর্ণন আরম্ভ করিবে। জ্ঞানে, সাহসে, ও বিক্রমে তুমি তোমার পিতাকে অতিক্রম করিয়াছ। একীলিস হেক্টরকে পরাজিত করেন; থিসিউস নরক হইতে প্রত্যাগমন করেন; মহাবীর হর্কিউলিস বসুন্ধরাকে বহুসংখ্যক

দুর্দ্দান্ত দানবের হস্ত হইতে মুক্ত করেন; ইহাঁরা কেহই সৌর্য্যে ও ধর্ম্মচর্য্যায় তোমার তুল্য হইতে পারেন নাই। আমি প্রার্থনা করিতেছি, যেন অবচ্ছিন্ন সুখনিদ্রায় তোমার নিশাবসান হয়। কিন্তু হায়! ত্রিযামা আমার পক্ষে কি দীর্ঘযামা ও ক্লেশদায়িনী হইবে। পুনর্ব্বার সাক্ষাৎ করিয়া তোমার অপূর্ব্ব স্বরমাধুরী শ্রবণ করিব, বর্ণিত বৃত্তান্ত পুনরায় বর্ণন করিতে কহিব, এবং যাহা এ পর্য্যন্ত বর্ণিত হয় নাই, তাহাও সবিস্তর শ্রবণ করিব বলিয়া যে আমি কত উৎসুক রহিলাম, তাহা তোমাকে বলিয়া জানাইতে পারি না। অতএব, প্রিয়সুহৃৎ টেলিমেকস! দেবতারা কৃপা করিয়া পুনরায় তোমায় যে মিত্ররত্ন মিলাইয়া দিয়াছেন তাঁহাকে লইয়া যাও; যে বাসগৃহ তোমাদের নিমিত্ত নিরূপিত হইয়াছে, তথায় গমন করিয়া বিশ্রামসুখে যামিনী যাপন কর।

এই বলিয়া দেবী টেলিমেকসকে নিরূপিত বাসগৃহে লইয়া গেলেন। ঐ গৃহ দেবীর আবাসগৃহ অপেক্ষা কোন অংশেই নিকৃষ্ট ছিল না। উহার এক পার্শ্বে একটী প্রস্রবণ স্থাপিত ছিল, তদীয় ঝর্ঝর নিনাদ শ্রবণ মাত্র পরিশ্রান্ত জীবের নিদ্রাকর্ষণ হইত; অপর পার্শ্বে অতি কোমল পরম রমণীয় দুইটী শয্যা প্রস্তুত ছিল; একটী টেলিমেকসের, অপরটী তাঁহার সহচরের নিমিত্ত অভিপ্রেত।

দেবী গৃহ হইতে বহির্গতা হইলে, কেবল তাঁহারা দুই জনে তন্মধ্যে রহিলেন। মেন্টর শয্যারূঢ় না হইয়া টেলিমেকসকে কহিতে লাগিলেন, দেখ, আত্মবৃত্তান্ত বর্ণনে তোমার যে সুখানুভব হয়, সেই সুখের বশবর্ত্তী হইয়াই

তুমি বিপদাক্রান্ত হইলে। বুদ্ধিকৌশলে ও সাহসবলে যে সমস্ত বিপদ্ অতিক্রম করিয়াছিলে, তাহা বর্ণন করিয়া তুমি কালিপ্সোর চিত্ত হরণ করিয়াছ। তাঁহার চিত্তচাঞ্চল্য দেখিয়া আমার আর এমন আশা নাই যে, তুমি কখন এখান হইতে প্রতিগমন করিতে পারিবে। যে ব্যক্তিতে এরূপ চিত্তবিনোদনী শক্তি আছে তাহাকে যে তিনি সহজে ছাড়িয়া দিবেন, ইহা কোন ক্রমেই সম্ভাবিত নহে। আত্ম-গুণকীর্ত্তনের বশবর্ত্তী হইয়া তুমি এই অবিবেচনার কার্য্য করিয়াছ। তিনি তোমাকে তোমার পিতৃবৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত শ্রবণ করাইবেন বলিয়া আশ্বাস প্রদান করিয়াছেন বটে, কিন্তু প্রকৃত বিষয় গোপিত রাখিয়া অন্যান্য নানা গল্প করিয়া কাটাইতেছেন, আর তোমার নিকট তাঁহার যাহা জানিবার আবশ্যকতা আছে, কৌশল করিয়া জানিয়া লইতেছেন। চাটুকারিণী স্বৈরচারিণীদিগের এইরূপই স্বভাব ও ব্যবহার। টেলিমেকস! যখন তুমি আত্মশ্লাঘার দমন করিতে শিখিবে এবং কোন্ সময়ে কোন্ বিষয় গোপন করিলে বক্তার চাতুর্য্য প্রকাশ হয় তাহা জানিবে, সে দিন কবে আসিবে বলিতে পারি না। তুমি তরুণবয়স্ক এই বিবেচনায় অনেকে তোমার দোষ দেখিলেও মার্জ্জনা করেন এবং বুদ্ধির প্রশংসা করিয়া থাকেন; কিন্তু আমি তোমার কোন দোষেরই মার্জ্জনা করিতে পারি না। কেবল আমি তোমার অন্তঃ-করণ জানি; সমক্ষে দোষ কহিতে পারে এরূপ মিত্র তোমার আর কেহই নাই। আহা! তোমার পিতা তোমা অপেক্ষা কত অধিক বুদ্ধিজীবী।

টেলিমেকস উত্তর করিলেন, কালিপ্সো যখন সান্তি-

শয় উৎসুক চিত্তে আমার দুঃখের কথা শুনিতে চাহিলেন, তখন কি রূপে আমি প্রত্যাখ্যান করি, বল। মেণ্টর কহিলেন, না, প্রত্যাখ্যান করিয়া তাঁহার অবমাননা করিতে বলা আমার অভিপ্রেত নহে; কিন্তু যে সকল বিষয় বর্ণন করিলে তাঁহার হৃদয়ে দয়ার উদয় হইতে পারিত, কেবল সেইরূপ বিষয়েরই বর্ণনা দ্বারা তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিয়া ক্ষান্ত হওয়া উচিত ছিল। এই মাত্র বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইত যে, আমরা বহু কাল ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া পরিশেষে সিসিলি দ্বীপে কারারুদ্ধ হইয়াছিলাম এবং তৎপরে মিসর দেশে দাসত্ব পর্য্যন্ত করিতে হইয়াছিল। অতিরিক্ত যাহা কহিয়াছ তদ্দ্বারা তদীয় হৃদয়স্থিত অসদভিলাষ তীব্রবীর্য্য বিষবৎ উদ্দাম ও অনিবার্য্য হইয়া উঠিয়াছে। আমি দেবতাদিগের নিকট নিয়ত এই প্রার্থনা করিতেছি যেন তোমার হৃদয় তাদৃশ অসদভিলাষে দূষিত না হয়। টেলিমেকস কহিলেন, আমি যে সম্পূর্ণ অবিবেচনার কর্ম্ম করিয়াছি, তাহার সন্দেহ নাই; এক্ষণে কি কর্ত্তব্য উপদেশ কর। মেণ্টর উত্তর করিলেন, প্রারব্ধ বৃত্তান্তের যথাবৎ উপসংহার না করিয়া আর এখন গোপন করা যাইতে পারে না। কালিপ্সোকে যেরূপ চতুরা দেখিতেছি তাহাতে তাঁহাকে এ বিষয়ে ভুলাইয়া রাখা সম্ভব নহে; বিশেষতঃ, সেরূপ চেষ্টা করিলে তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইবেন। অতএব, বিপদের সময় দেবতারা যে সমস্ত বিষয়ে তোমার প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার কোন অংশ গোপন না করিয়া সবিশেষ সমুদায় বর্ণন করিবে। কিন্তু যখন কোন প্রশংসাযোগ্য স্বীয় কার্য্যের

বর্ণন করিতে হইবেক, সেই সময়ে আত্মশ্লাঘা পরিহার পূর্ব্বক সমধিক বিনয় সহকারে কহিবে। টেলিমেকস, আনন্দিত মনে কৃতজ্ঞতা স্বীকার পূর্ব্বক, পরম মিত্র মেন্টরের এই হিতকর উপদেশবাক্য গ্রহণ করিলেন। তদনন্তর তাঁহারা উভয়েই অবিলম্বে স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট শয্যায় শয়ন করিলেন।

প্রভাত হইবামাত্র মেন্টর শুনিতে পাইলেন, নিকটবর্ত্তী কাননে কালিপ্সো স্বীয় পরিচারিকা অপ্সরাদিগকে আহ্বান করিতেছেন। শ্রবণমাত্র তিনি টেলিমেকসকে জাগরিত করিয়া কহিতে লাগিলেন, টেলিমেকস! আর কত নিদ্রা যাইবে, গাত্রোত্থান কর; চল আমরা কালিপ্সোর নিকটে যাই। কিন্তু তোমাকে সাবধান করিয়া দিতেছি, তুমি কদাচ তাঁহার বাক্যে শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস করিবে না, তাঁহাকে তোমার চিত্তভূমিতে স্থান দিবে না, তাঁহার আপাতমধুর প্রশংসাবাক্যকে বিষতুল্য জ্ঞান করিয়া সদা সতর্ক থাকিবে। গতকল্য কালিপ্সো, তোমার পিতা পরমবিজ্ঞ উইলিসিস, অপ্রধৃষ্য মহাবীর একীলিস, জগদ্বিখ্যাত থিসিউস, স্বর্গবাসী হর্কিউলিস প্রভৃতি মহাত্মাদিগের অপেক্ষাও তোমার অধিক প্রশংসা করিয়াছিলেন। টেলিমেকস! এক্ষণে তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, বল দেখি, তুমি ঐ প্রশংসাবাদ নিতান্ত অলীক ও অসম্ভব বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলে, অথবা উহা যথার্থ বলিয়া স্থির করিয়াছিলে। যাহারা অলীক প্রশংসাবাদ শ্রবণে প্রীত হয়, তাহারা নিতান্ত নির্ব্বোধ। যাহারা সেরূপ প্রশংসা করে, প্রশংসাসময়কালে তাহারাই মনে মনে উপহাস

করিয়া থাকে। মিথ্যা প্রশংসা করিয়া কালিপ্সো স্বয়ং অন্তরে হাস্য করিয়াছেন, তাহার সন্দেহ নাই। তিনি তোমাকে নিতান্ত নির্ব্বোধ ও অপদার্থ স্থির করিয়া অলীক প্রশংসাবাদ দ্বারা প্রীত ও প্রতারিত করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন এবং, আমার বোধ হয়, ঐ চেষ্টায় এক-প্রকার কৃতকার্য্যও হইয়াছেন।

এইরূপ কথোপকথনের পর তাঁহারা কালিপ্সোর নিকট গমন করিলেন। টেলিমেকসও মেন্টরের উপদেশ-বলে, স্বীয় পিতা ইউলিসিসের ন্যায়, আমার মায়াজাল অতিক্রম করিয়া যাইবে, এই ভাবিয়া কালিপ্সোর অন্তঃ-করণে যে বিষম আশঙ্কা ও প্রগাঢ় উৎকণ্ঠার উদয় হইয়াছিল, তিনি তাহা গোপন করিবার নিমিত্ত, কৃত্রিম হর্ষ প্রদর্শন পূর্ব্বক, ঈষৎ হাস্য সহকারে, মৃদু মধুর সম্ভাষণ করিয়া কহিতে লাগিলেন, প্রিয়সুহৃৎ টেলি-মেকস! তোমার বৃত্তান্তের শেষ ভাগ শ্রবণ করিবার নিমিত্ত আমার চিত্তে যে অতি বিপুল কৌতূহল উদ্বুদ্ধ হইয়া আছে, তাহা হইতে আমাকে মুক্ত কর। আমি কল্য সুষুপ্তিসম্ভূত সুখ সম্ভোগ করিতে পাই নাই, সমস্ত রাত্রি কেবল তোমার ফিনীসিয়া হইতে সাইপ্রস্‌দ্বীপ-যাত্রার বিষয় স্বপ্নে দেখিয়াছি; অতএব আর এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব করিবার প্রয়োজন নাই; শীঘ্র সবিশেষ সমস্ত কীর্ত্তন করিয়া আমার অন্তঃকরণের আকুলতা নিরাকরণ কর। অনন্তর তাঁহারা, এক সন্নিহিত নিবিড় কাননের অভ্যন্তর ভাগে প্রবেশ করিয়া, সুষমাসম্পন্ন অশেষবিধকুসুমসুশোভিত শাদ্বল প্রদেশের উপরি উপবেশন করিলেন।

কালিপ্সো টেলিমেকসকে বারংবার স্নিগ্ধ নয়নে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন এবং, মেন্টর তাঁহার প্রত্যেক দৃষ্টিপাত নিবিষ্ট চিত্তে লক্ষিত করিতেছেন দেখিয়া, সাতিশয় বিরক্ত হইলেন। তাঁহার পরিচারিকা অপ্সরাগণ, সন্নিহিত ভূভাগে উপবিষ্ট হইয়া, অনিমিষ নয়নে টেলিমেকসকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। টেলিমেকস, বিনীত স্বভাব বশতঃ ঈষৎ লজ্জিত ও অধোদৃষ্টি হইয়া, স্বীয় মুখপদ্মের অনির্ব্বচনীয় শোভা সম্পাদন পূর্ব্বক আত্মবৃত্তান্ত বর্ণন আরম্ভ করিলেন।

টেলিমেকস কহিলেন, দেবি! শ্রবণ করুন, অনুকূল বায়ু বশতঃ ফিনীসিয়া অবিলম্বেই আমাদের দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইল। তদবধি আমি সাইপ্রিয়নদিগের সহচর হইলাম; কিন্তু তাহাদিগের রীতি চরিত্রাদির বিষয় কিছুমাত্র জানিতাম না, সুতরাং কাহারও সহিত বাক্যালাপ না করিয়া একাকী এক পার্শ্বে উপবিষ্ট রহিলাম। এই রূপে কিঞ্চিৎ ক্ষণ উপবিষ্ট থাকিতে থাকিতে, নিদ্রাবেশবশে আমি বিচেতন হইলাম; আমার ইন্দ্রিয়বৃত্তি এক কালে স্থগিত হইয়া গেল, আমি অনির্ব্বচনীয় সুখানুভব করিতে লাগিলাম; আমার হৃদয়কন্দর আনন্দরসে উচ্ছলিত হইয়া উঠিল। অকস্মাৎ দেখিতে পাইলাম, বীনস দেবী কপোতবাহন রথে অধিরূঢ় হইয়া মেঘমালা ভেদ করিয়া গগনমণ্ডলে আবির্ভূত হইলেন এবং প্রচণ্ড বেগে অবতীর্ণ হইয়া মুহূর্ত্তমধ্যে আমার সম্মুখে আগমন করিলেন। তাঁহার যৌবনবিলাস, মৃদু মধুর হাস্য, ও অলৌকিক রূপ লাবণ্যের কথা কি কহিব,

তাদৃশ রূপনিধান কামিনীরত্ন ভূমণ্ডলে কখন কাহারও নয়নগোচর হয় নাই। তিনি আমার স্কন্ধে হস্তার্পণ করিয়া কহিতে লাগিলেন, অহে গ্রীকযুবক! তুমি অবিলম্বেই আমার অধিকারে প্রবেশ করিবে এবং এক অশেষ-সুখাস্পদ পরম রমণীয় দ্বীপে উপনীত হইবে; তথায় তোমার সর্ব্বজনপ্রার্থনীয় অশেষবিধ সুখসম্ভোগের সম্পূর্ণ সুযোগ ঘটিবে; অতএব তুমি এই অবধি আপন অন্তঃ-করণে অভিলাষানুরূপ সুখসম্ভোগের প্রণালী কল্পনা করিতে আরম্ভ কর। তুমি ইহা স্থির সিদ্ধান্ত জানিবে যে, আমি সকল দেবীর প্রধান ও সর্ব্বাপেক্ষা সমধিক পরাক্রমশালিনী; অতএব আমি তোমার প্রতি সদয় হইয়া যে অভিলষিত সুখসম্ভোগের সুযোগ ঘটাইয়া দিতেছি, সাবধান! যেন তাহা অগ্রাহ্য করিয়া আমার অবমাননা, ও তদুপলক্ষে আমার কোপে পড়িয়া আত্মবিনাশসম্পাদন, করিও না।

এই সময়ে আমি দেখিতে পাইলাম, কামদেব দুইটি পক্ষ বিস্তার করিয়া জননীর চতুর্দ্দিকে উড়িয়া বেড়াইতে-ছেন। মধুরতা ও বাল্যকালোচিত ঋজুতা সেই প্রিয়-দর্শনের সহাস্য বদনে সুস্পষ্ট লক্ষিত হইতে লাগিল; কিন্তু তাঁহার উজ্জ্বল নয়নযুগলের অনির্ব্বচনীয় ভঙ্গী দর্শনে আমার হৃৎকম্প হইতে লাগিল। তিনি আমার প্রতি অতি স্নিগ্ধ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া যার পর নাই মনোহর ভাবে ঈষৎ হাস্য করিলেন বটে; কিন্তু উহা নির্দয়তা, দুরাশয়তা, ও অবজ্ঞা সূচক উপহাসমাত্র বলিয়া বিলক্ষণ প্রতীয়মান হইতে লাগিল। তিনি স্বীয় স্বর্ণময় তূণ হইতে

এক অতি তীক্ষ্ণফল শর তুলিয়া লইলেন। অনন্তর ঐ শর শরাসনে সন্ধান করিয়া আমার উপর নিক্ষেপ করিবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময়ে মিনর্ব্বা দেবী সহসা আবির্ভূত হইয়া, স্বীয় অক্ষয় চর্ম্ম আমার সম্মুখে ধারণ করিলেন। আমি বীনসের আকারে যেরূপ কোমলতা ও মদনাবসাদ নিরীক্ষণ করিয়াছিলাম, মিনর্ব্বা দেবীর আকারে তাহার কিছুমাত্র দেখিতে পাইলাম না। তাঁহার রূপ অকৃত্রিম, অবিকৃত, ও সম্যক্ বিশুদ্ধ বোধ হইতে লাগিল, তাহাতে কপটতার লেশও লক্ষিত হইল না; দর্শনমাত্র তাঁহাকে ওজস্বিনী, প্রতাপবতী, ও বিস্ময়োৎপাদিনী বোধ হইল। কন্দর্পশায়ক দেবীর ফলকে অভিহত ও তদ্বিদারণে অসমর্থ হইয়া ভূতলে পতিত হইল। তদ্দর্শনে কন্দর্প, লজ্জায় অধোবদন ও ক্রোধে স্ফুরিতাধর হইয়া, দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক চাপসংহার করিলেন। তখন মিনর্ব্বা দেবী তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিয়া কহিতে লাগিলেন, অরে নির্লজ্জ বালক! তুই এখান হইতে দূর হ; যে সকল নরাধমেরা জ্ঞান, মান, লজ্জা, ও ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া জঘন্য ইন্দ্রিয়সেবায় রত হয়, কেবল তাহাদিগের উপর তোর প্রভুত্ব আছে। কন্দর্প, ভর্ৎসনাবাক্য শ্রবণে ক্রোধে নিতান্ত অধীর ও লজ্জায় একান্ত অবনতবদন হইয়া, কোন উত্তর না দিয়াই, আমার সম্মুখদেশ হইতে সহসা অপসৃত হইলেন; বীনসও রথারোহণ পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। আমি অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত এক দৃষ্টিতে তাঁহার রথ লক্ষ্য করিয়া রহিলাম; পরিশেষে উহা জলদমণ্ডলে অন্তরিত

হইয়া গেল। কিয়ৎ ক্ষণ পরে দেখিলাম, মিনর্ব্বা দেবীও অন্তর্হিতা হইয়াছেন।

তদনন্তর আমি অনুভব করিতে লাগিলাম, যেন এক পরম রমণীয় উপবনে নীত হইয়াছি। আমি পূর্ব্বে স্বর্গের যেরূপ বর্ণনা শ্রবণ করিয়াছিলাম, ঐ উপবন দর্শনে তাহা আমার স্মৃতিপথে আরূঢ় হইল। তথায় প্রিয়সুহৃৎ মেন্টরের সহিত আমার সাক্ষাৎকার হইল। বন্ধু আমাকে কহিতে লাগিলেন, টেলিমেকস! তুমি এই অশেষ দোষের অদ্বিতীয় আবাসভূমি সংঘাতক দ্বীপ হইতে অবিলম্বে পলায়ন কর; অধিক কি কহিব, এ স্থানের বায়ুও ইন্দ্রিয়-সুখাসক্তিদোষে দূষিত; এখানে ধার্ম্মিকাগ্রগণ্যেরও ধর্ম্ম-ভ্রংশের আশঙ্কা আছে, পলায়ন ব্যতিরেকে পরিত্রাণের উপায় নাই। আমি মেন্টরকে দেখিবামাত্র, আহ্লাদ-সাগরে মগ্ন হইয়া, তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইলাম: অনেক চেষ্টা পাইলাম, কিন্তু এক পাও চলিতে পারিলাম না; অনেক কষ্টে বাহু প্রসারণ করিয়া তাঁহার ছায়ামাত্র আলিঙ্গন করিলাম, কিন্তু তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলে আমার হৃদয় যাদৃশ অনির্ব্বচনীয় প্রীতিরসে পরি-পূর্ণ হয়, তাহা লাভ করিতে পারিলাম না। আলিঙ্গন করিবার নিমিত্ত উৎসুক ও অস্থির হওয়াতে আমার নিদ্রা-ভঙ্গ হইল; জাগরিত হইয়া বুঝিতে পারিলাম, দেবতারা স্বপ্নচ্ছলে আমাকে উপদেশ প্রদান করিলেন। তদবধি বিষয়বিতৃষ্ণা ও ধর্ম্মলোপাশঙ্কা আমার হৃদয়ে প্রবল হইয়া উঠিল এবং লম্পট ও ইন্দ্রিয়সুখপরতন্ত্র সাইপ্রিয়নদিগকে আমি ঘৃণা করিতে লাগিলাম; কিন্তু হয় ত মেন্টর নরলীলা

সংবরণ করিয়া স্বর্গলোক প্রস্থান করিয়াছেন, এই শঙ্কায় আক্রান্ত হইয়া নিতান্ত কাতরভাবাপন্ন হইলাম।

আমি এই রূপে মেণ্টরের মৃত্যুসম্ভাবনা করিয়া অন্তঃকরণে অশেষপ্রকার চিন্তা করিতে লাগিলাম; আমার নয়নযুগল হইতে বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে পোতবাহেরা আমার রোদনের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। আমি উত্তর করিলাম, যে হতভাগ্য জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছে, কিন্তু প্রতিগমনের কোন প্রত্যাশা নাই, তাহার রোদনের কারণ অনায়াসেই অনুমিত হইতে পারে। সে যাহা হউক, পোতস্থিত সাইপ্রিয়নেরা অল্পক্ষণমধ্যেই আমোদ প্রমোদে এক কালে মত্ত হইয়া উঠিল। পোতবাহদিগের স্বভাব এই যে, কিয়ৎ ক্ষণ বিশ্রাম করিতে পাইলেই আপনাদিগকে পরম সুখী জ্ঞান করে; এক্ষণে বিশ্রামের অবকাশ পাইবামাত্র, তাহারা ক্ষেপণীহস্ত হইয়াই নিদ্রা যাইতে লাগিল। কর্ণধার কর্ণ পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় শরীর কুসুমে সুশোভিত করিল এবং পর ক্ষণেই এক প্রকাণ্ড পানপাত্র হস্তে লইয়া তদ্গত সমুদায় সুরাই পান করিল। কিয়ৎক্ষণমধ্যেই সুরাপানে মত্ত ও বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া সকলে মিলিয়া বীনস ও কন্দর্পের প্রশংসাপূর্ণ এমন অশ্লীল গান করিতে আরম্ভ করিল যে, যে ব্যক্তির ধর্ম্মে শ্রদ্ধা আছে, সে ত্রস্ত ও বিস্ময়গ্রস্ত না হইয়া কখনই শ্রবণ করিতে পারে না।

এই রূপে নিশ্চিন্ত হইয়া তাহারা আমোদ প্রমোদে মগ্ন রহিয়াছে, এমন সময়ে অকস্মাৎ এক প্রবল বাত্যা উত্থিত হইয়া সাগরবারি আলোড়িত করিতে লাগিল;

চতুর্দ্দিক্ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া আসিল; অতি প্রচণ্ড বেগে বায়ু বহিতে লাগিল; অর্ণবযান, উভয় পার্শ্বে তরঙ্গাহত হইয়া, ভগ্নপ্রায় হইয়া উঠিল। এই সময়ে আমাদের পোত এক জলমধ্যবর্ত্তী অতি প্রকাণ্ড পর্ব্বতের পার্শ্বদেশে ভাসিতে লাগিল। আমরা বোধ করিতে লাগিলাম, উহা ঐ পর্ব্বতে অভিহত হইয়া অবিলম্বেই চূর্ণীকৃত হইবে; সুতরাং প্রতিক্ষণেই মৃত্যুপ্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। সম্মুখভাগে আরও কতকগুলি শৈল লক্ষিত হইতে লাগিল; দেখিলাম, সাগরবারি ভীষণ গর্জ্জন পূর্ব্বক তদুপরি আস্ফালন করিতেছে।

আমি মেন্টরের মুখে অনেক বার শুনিয়াছিলাম যে, সুকুমার ও ইন্দ্রিয়পরায়ণ লোকেরা কখনই সাহসিক হয় না, এক্ষণে সেই বাক্যের যথার্থতা প্রত্যক্ষ করিলাম। কিয়ৎ ক্ষণ পূর্ব্বে সাইপ্রিয়নেরা সুরাপানে মত্ত হইয়া বিলক্ষণ আমোদ প্রমোদ করিতেছিল, এক্ষণে তাহারা বিপদ্ উপস্থিত দেখিয়া, হিতাহিতবিবেকবিমূঢ় হইয়া, জীবিতাশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক নারীদিগের ন্যায় রোদন করিতে লাগিল। তখন কেবল চীৎকার ও আর্ত্তনাদ আমার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল। কেহ এই বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিল, হায়! কেন এরূপ সুখসম্ভোগের বিঘ্ন ঘটিয়া উঠিল। কেহ বা ইহা বলিয়া মানসিক করিতে লাগিল, হে দেবগণ! যদি আমরা তোমাদের কৃপায় নিরাপদে তীরে উত্তীর্ণ হইতে পারি, তোমাদিগকে প্রচুর পূজা ও বলি প্রদান করিব। কিন্তু কেহই মগ্নপ্রায় প্রবহণের রক্ষা বিষয়ে যত্নবান্ হইল না। এরূপ অবস্থায়, সহচরদিগের ও নিজের প্রাণ রক্ষা

করা কর্ত্তব্য কর্ম্ম বিবেচনা করিয়া, আমি স্বহস্তে কর্ণ ধারণ করিলাম, পোতবাহদিগকে উৎসাহ দিতে লাগিলাম, এবং অবিলম্বে নৌকার পালি খুলিয়া লইতে কহিলাম; পোতবাহেরা বিলক্ষণ বল পূর্ব্বক ক্ষেপণী ক্ষেপণ করিতে লাগিল; ক্ষণকালমধ্যে আমরা সেই সংঘাতক স্থান অতিক্রম করিলাম।

এই ঘটনা পোতবাহদিগের স্বপ্নদর্শনবৎ বোধ হইতে লাগিল। তাহারা আমাকে জীবনদাতা জ্ঞান করিয়া, বিস্ময় ও কৃতজ্ঞতা রসে অভিষিক্ত হইয়া, অনিমিষ নয়নে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। আমরা মধুমাসে সাইপ্রস্ দ্বীপে উত্তীর্ণ হইলাম; তথায় ঐ রমণীয় মাস কেবল বীনস দেবীর উপাসনায় নিযোজিত হইয়া থাকে। সাইপ্রস্‌বাসীরা কহে যে, ঐ সময়ে সমস্ত জগৎ পুনর্জীবিত হইয়া প্রফুল্ল ও মুদিত হইতে থাকে, এবং কুসুমরাশি অশেষ সুখসম্ভোগসামগ্রী সমভিব্যাহারে করিয়া কাননমধ্যে আবির্ভূত হইয়া উঠে, অতএব ঐ মাসই বীনস দেবীর উপাসনার প্রকৃত সময়।

তীরে উত্তীর্ণ হইবামাত্র, আমি তত্রত্য বায়ুর অনির্ব্বচনীয় মার্দ্দব অনুভব করিতে লাগিলাম; তদীয় স্পর্শে শরীর আলস্যে ও জড়তায় অভিভূত হইল, কিন্তু অন্তঃকরণে অভূতপূর্ব্ব আনন্দ ও উল্লাস আবির্ভূত হইতে লাগিল; বোধ হয়, এই জন্যই সাইপ্রস্‌বাসীরা এরূপ অলস ও আমোদপ্রিয়। ফলতঃ, তত্রত্য লোকেরা স্বভাবতঃ এত পরিশ্রমকাতর যে, যদিও সে দেশের ভূমি অত্যন্ত উর্ব্বরা, তথাপি প্রায় সমুদায় প্রদেশেই ক্ষেত্র সকল শস্যসম্পর্কশূন্য ও কর্ষণাদিচিহ্নবিরহিত লক্ষিত হইতে লাগিল।

কিয়ৎ দূর গমন করিয়া দেখিলাম, পুরবাসিনীগণ, আমোদে উন্মত্তপ্রায় হইয়া, মনোহর বেশ ভূষা সমাধান পূর্ব্বক, রাজপথ রুদ্ধ করিয়া, বীনসের প্রশংসা কীর্ত্তন করিতে করিতে তাঁহার অর্চ্চনার্থ তদীয় মন্দিরাভিমুখে প্রস্থান করিতেছে। তাহারা পরম রূপবতী বটে, কিন্তু কুলকামিনীদিগের শালীনতাপূর্ণ রূপ লাবণ্য অবলোকন করিলে, অন্তঃকরণে যেরূপ নির্ম্মল প্রীতিরসের সঞ্চার হয়, তাহাদিগকে নিরীক্ষণ করিয়া কোন ক্রমেই সেরূপ হইল না। যে সকল লক্ষণ থাকিলে স্ত্রীলোকের রূপ লাবণ্যের মাধুরী ও মনোহরতা সম্পন্ন হয়, তাহাদের আকার প্রকারে তাহার একটিও লক্ষিত হইল না। ফলতঃ, তাহাদের আকার, বেশবিন্যাস, ও ভাবভঙ্গীতে কুলকামিনীর কোন লক্ষণই দেখিতে পাইলাম না। স্পষ্ট বোধ হইতে লাগিল, তাহারা কটাক্ষবিক্ষেপাদি দ্বারা রাজপথবাহী পুরুষদিগের অন্তঃকরণে মদনানল উদ্দীপিত করিবার চেষ্টা করিতেছে, এবং ঐ চেষ্টায় অন্য অপেক্ষা অধিকতর কৃতকার্য্য হইবার নিমিত্ত, সকলেই বিলক্ষণ প্রয়াস পাইতেছে। এই সমস্ত অবলোকন করিয়া তাহাদের উপর আমার অত্যন্ত ঘৃণা ও দ্বেষ জন্মিল, এবং আমাকে প্রীত ও মোহিত করিবার নিমিত্ত তাহারা যে আয়াস ও যত্ন করিতে লাগিল, তাহাতে প্রীতিলাভ দূরে থাকুক, বরং আমি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিলাম।

এই দ্বীপে বীনসের অনেক মন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে, আমি তাহার অন্যতমে নীত হইলাম; দেখিলাম উহা অতি মনোহর প্রস্তরে নির্ম্মিত ও সুঘটিত প্রকাণ্ড স্তম্ভসমূহে

সুশোভিত ; অসংখ্য পূজার্থিগণ বহুবিধ দ্রব্য সামগ্রী লইয়া অনবরত আগমন করিতেছে। শোণিতপাত উৎসবের বিপরীত কার্য্য এই বিবেচনায়, অন্যান্য দেব দেবীর মন্দিরের ন্যায়, এখানে কখন পশু বধ হয় না। দেবীর পূজার্থে কেহ কোন পশু প্রদান করিলে, উহা পুষ্পমালাদিতে অলঙ্কৃত করিয়া দেবীর সম্মুখে নীত হয়, পরে মন্দিরের অনল্প দূরে নির্দ্দিষ্ট স্থানবিশেষে পুরোহিতগণের ভোজনার্থ ব্যাপাদিত হইয়া থাকে। প্রদত্ত পশু শুভ্র, নিষ্কলঙ্ক, ও পূর্ণকায় না হইলে দেবীর গ্রহণযোগ্য হয় না।

সুস্বাদ সুবাসিত সুরাও পূজাকালে প্রদত্ত হইয়া থাকে। পুরোহিতেরা সুবর্ণমণ্ডিত শুভ্র পরিচ্ছদ পরিধান করেন। মন্দিরমধ্যে সুগন্ধি ইন্ধন দ্বারা অহোরাত্র অগ্নি প্রজ্বলিত রহিয়াছে এবং ধূমাবলী জলদাকারে উত্থিত হইয়া গগনমণ্ডল পর্য্যন্ত আমোদিত করিতেছে। মন্দিরসংক্রান্ত যাবতীয় স্তম্ভ কুসুমমালায় সুশোভিত; সমস্ত পূজাপাত্র সুবর্ণনির্ম্মিত; সমুদায় অট্টালিকা সুগন্ধি লতামণ্ডপে পরিবেষ্টিত। বলিদানার্থ প্রদত্ত পশুর পুরোহিতসম্মুখে আনয়নে ও যজ্ঞীয় অগ্নির উদ্দীপনে, পরম সুন্দর কুমার ও কুমারী ব্যতিরেকে, আর কাহারও অধিকার নাই। দেবীর মন্দির যার পর নাই চমৎকারজনক বটে, কিন্তু উপাসকদিগের আচারদোষে উহার অযশ বিশ্ববিশ্রুত হইয়াছে।

মন্দিরসংক্রান্ত যাবতীয় ব্যাপার অবলোকন করিয়া, প্রথমতঃ কিয়দ্দিন পর্য্যন্ত আমার হৃদয় কম্পিত হইয়াছিল; কিন্তু কিছু দিন তথায় অবস্থিতি করিয়া সর্ব্বদা ঐ সকল কাণ্ড নয়নগোচর করাতে, ক্রমে সে ভাবের তিরোভাব

হইয়া গেল। তৎপরে পাপকর্ম্মদর্শনে আমার আর তাদৃশ ত্রাস হইত না; সংসর্গদোষে আমারও আচার ব্যবহার কলঙ্কিত হইতে লাগিল; পূর্ব্বে যে আমার পাপে অনাসক্তি লজ্জাশীলতা, ও অপ্রগল্ভতা, ছিল, তাহা সর্ব্বসাধারণের ঘৃণা ও উপহাসের আস্পদ হইয়া উঠিল। আমার ইন্দ্রিয়গণকে উদ্দীপিত, প্রলোভন দ্বারা আমাকে পাশবদ্ধ, ও আমার হৃদয়ে ভোগানুরাগ সঞ্চারিত করিবার নিমিত্ত তাহারা নানাপ্রকার কৌশল করিতে লাগিল। আমি দিন দিন হতবুদ্ধি ও সদসদ্বিবেচনায় অসমর্থ হইতে লাগিলাম; বিদ্যাভ্যাসজনিত জ্ঞানপ্রভাব অন্তর্হিত হইল; ধর্ম্মনিষ্ঠা ও ধর্ম্মকামনা এক কালে লয় প্রাপ্ত হইল; চতুর্দ্দিক্ হইতে বিপৎসমূহ আমায় আক্রমণ করিতে লাগিল, তন্নিবারণে আমি নিতান্ত অক্ষম হইয়া উঠিলাম। প্রথমতঃ আমি পাপকে কালসর্প জ্ঞান করিয়া ভয়ে অভিভূত হইতাম, কিন্তু পরিশেষে ধর্ম্ম লইয়া লজ্জায় ব্যাকুল হইয়া উঠিলাম।

যেমন কোন ব্যক্তি, গভীর ও বেগবতী নদীর সন্তরণে প্রবৃত্ত হইয়া, প্রথমতঃ বিলক্ষণ শক্তি সহকারে অঙ্গসঞ্চালন করত স্রোতের প্রতিকূলে গমন করে, কিন্তু নদীর তট অত্যন্ত দুরারোহ হইলে, অবলম্বন না পাইয়া ক্রমে ক্রমে ক্লান্ত ও নিতান্ত হীনবীর্য্য হইয়া পড়ে, শ্রমবাহুল্যবশতঃ তাহার সর্ব্ব শরীর অবশ হইয়া উঠে, এবং পরিশেষে তাহাকে নিতান্ত অনায়ত্ত হইয়া স্রোতের অনুবর্ত্তী হইতে হয়; আমার সেইরূপ অবস্থা ঘটিয়া উঠিল। আমার চক্ষে পাপ আর বিরূপ বা কুৎসিত বোধ হইতে লাগিল না এবং আমার হৃদয় ধর্ম্মপালনপরিশ্রমে পরাঙ্মুখ হইয়া

উঠিল। জ্ঞানশক্তির সাহায্য গ্রহণে অথবা পিতৃদৃষ্টান্তের অনুসরণে আমি এক কালে অক্ষম হইয়া উঠিলাম। পূর্ব্বে স্বপ্নাবস্থায় মেন্টরকে স্বর্গ লোকে দর্শন করিয়াছিলাম, সুতরাং এক্ষণে আপনাকে নিতান্ত নির্বান্ধব ও অসহায় স্থির করিয়া, ধর্ম্মপালনবিষয়ে একান্ত হতাশ্বাস হইয়া উঠিলাম। আপাতসুখকর অবসাদবিশেষ ক্রমে ক্রমে আমার শরীরে আসিয়া প্রবিষ্ট হইল। আমি নিশ্চয় জানিতাম, উহা তীব্রবীর্য্য বিষ, শিরা দ্বারা আমার সর্ব্ব-শরীরে প্রসৃত হইতেছে; কিন্তু তদ্দ্বারা তৎকালে বিলক্ষণ সুখানুভব করিতাম, এজন্য তৎপরিহারে যত্নবান্ হইতাম না। মধ্যে মধ্যে আমার চৈতন্য হইত, তত্তৎ সময়ে আমি আপন বন্দীভাব চিন্তা করিয়া সাতিশয় বিলাপ ও পরিতাপ করিতাম; কোন সময়ে শোকাকুল হইয়া মনস্তাপ করিতাম, কখন বা ক্রোধে অধৈর্য্য হইয়া প্রলাপবাক্য কহিতাম। আমি বলিতাম, যৌবনকাল জীবনের কি জঘন্য অংশ! দেবতারা এরূপ নির্দয় বটে যে, মানবগণকে বিপন্ন করিয়া কৌতুক দেখিয়া থাকেন; কিন্তু তাঁহারা কেন এরূপ নিয়ম করিয়াছেন যে, যে দশায় পদে পদে বিপদ্, বুদ্ধি-ভ্রংশ, ও বিষয়বাসনানিবন্ধন দুঃসহ ক্লেশপরম্পরা নিতান্ত অপরিহার্য্য, মানবমাত্রকেই সেই দশা ভোগ করিতে হইবে? আমার মস্তকের কেশ কেন অদ্যাপি শুক্ল হয় নাই এবং কেনই না আমার অন্তিম কাল উপস্থিত হয় না? আমি এক কালেই কেন পিতামহের বয়ঃ প্রাপ্ত হই নাই? সর্ব্ব-ক্ষণ যেরূপ লজ্জাকর চিত্তচাঞ্চল্য জন্মিতেছে, তদপেক্ষা মৃত্যু আমার পক্ষে সর্ব্বাংশে শ্রেয়স্কর। কিয়ৎ ক্ষণ এই

রূপে বিলাপ করিলে, আমার মনস্তাপ কিঞ্চিৎ শান্ত হইত, কিন্তু আমার অন্তঃকরণ বিষয়বাসনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনরায় বিচেতন হইত ও লজ্জা পরিত্যাগ করিত। কিঞ্চিৎ পরেই পুনরায় আমার বোধোদয় হইত এবং মনস্তাপ দ্বিগুণিত হইয়া উঠিত।

এইরূপ পর্য্যায়ক্রমে চিত্তবিভ্রমে ও মনোবেদনায় নিতান্ত কাতর হইয়া, আমি ব্যাধবিদ্ধ মৃগের ন্যায় সতত কাননে ভ্রমণ করিতাম। বেগবাহুল্যবশতঃ বিদ্ধ মৃগ মুহূর্ত্তমধ্যে অরণ্যান্তরে গমন করে বটে, কিন্তু কক্ষস্থিত তীক্ষ্ণ শর নিরন্তর তাহার অন্তর্দাহ করিতে থাকে; সেইরূপ আমারও কাননভ্রমণ দ্বারা মনোবেদনা শান্তি করিবার আয়াস ব্যর্থ হইয়া যাইত।

এক দিবস আমি এই রূপে ভ্রমণ করিতেছি, এমন সময়ে কিঞ্চিৎ দূরে কাননের এক নিবিড় প্রদেশে মেণ্টরের মত এক পুরুষ সহসা আমার নয়নগোচর হইলেন। কিন্তু তিনি কিঞ্চিৎ নিকটবর্ত্তী হইলে পর, তাঁহার বদনে এরূপ মালিন্য, কার্কশ্য, ও শোকচিহ্ন লক্ষিত হইল যে, তাঁহাকে দেখিয়া আমার অন্তঃকরণে কিঞ্চিন্মাত্র আনন্দের উদয় হইল না। আমি তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলাম, হে প্রিয়তম মিত্র! হে মদীয় আশার অদ্বিতীয় অবলম্বন! তুমি অকস্মাৎ কোথা হইতে উপস্থিত হইলে? আমি কি যথার্থই তোমায় নয়নগোচর করিতেছি, না আমার ভ্রম হইতেছে, কিছুই নির্ণয় করিতে পারিতেছি না। সহসা আমার এরূপ সৌভাগ্যের উদয় হইবে কেন? যাহা হউক, তোমায় জিজ্ঞাসা করি, তুমি কি মেণ্টর,

না মেন্টরের প্রেত পুরুষ, আমার দুঃখে দুঃখিত হইয়া আসিয়াছ? তুমি কি অদ্যাপি জীবিত রহিয়াছ, মানবলীলা সংবরণ করিয়া অমরলোকে গমন কর নাই! আমার কি এত সৌভাগ্য হইবেক যে, পুনরায় আবশ্যক সময়ে তোমার উপদেশের সাহায্য পাইব! ইহা কহিতে কহিতে আনন্দসাগরে মগ্ন হইয়া, আমি দ্রুতবেগে তৎসমীপবর্ত্তী হইলাম। তিনি এক পাও না চলিয়া আমার প্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান রহিলেন; আমি তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলাম; আমার অন্তরাত্মাই জানেন, তদীয় স্পর্শসুখ অনুভব করিয়া তৎকালে কি অসীম হর্ষ প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। তখন আমি আহ্লাদভরে অধৈর্য্য হইয়া চীৎকার করিয়া কহিলাম, না, এ মেন্টরের প্রেত পুরুষ নয়, আমি তাঁহাকেই ধরিয়াছি, এবং প্রাণাধিক পরম বন্ধুকে প্রেমভরে আলিঙ্গন করিতেছি।

এইরূপ আকুল উক্তি দ্বারা অন্তঃকরণের কাতরতা-প্রকাশ পূর্ব্বক, আমি তদীয় গলদেশে লগ্ন হইয়া রোদন করিতে লাগিলাম, একটীও কথা কহিতে পারিলাম না। তিনিও এরূপ ভাব প্রদর্শন পূর্ব্বক সস্নেহ নয়নে আমায় নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন যে, তদ্দর্শনে স্পষ্ট বোধ হইতে লাগিল, কারুণ্যরসে তাঁহার হৃদয়কন্দর উচ্ছলিত হইতেছে। কিয়ৎক্ষণের পর আমার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল, তখন আমি কহিতে লাগিলাম, হা প্রিয়বন্ধো! তুমি আমায় পরিত্যাগ করিয়া এত দিন কোথায় ছিলে, এবং এক্ষণেই বা আমার ভাগ্যবলে অকস্মাৎ কোথা হইতে উপস্থিত হইলে? তুমি সন্নিহিত ছিলে না বলিয়া আমার পদে পদে

কত বিপদ্ ঘটিয়াছে, বলিতে পারি না; তোমা ব্যতিরেকে আমি পরিত্রাণের কি উপায় করিতে পারি? মেণ্টর আমার বাক্যে মনোযোগ না দিয়া মেঘগম্ভীর স্বরে কহিতে লাগিলেন, টেলিমেকস! আর এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব করিও না, অবিলম্বে এই স্থান হইতে পলায়ন কর। এখানকার ফল বিষময়, বায়ু মারাত্মক, নিবাসীরা মূর্ত্তিমান্ মারীভয়, কেবল সাংঘাতিক বিষ সঞ্চারণের অভিপ্রায়েই আলাপ করে। এখানে জঘন্য ইন্দ্রিয়সেবাভিলাষ, জীবগণের হৃদয়ক্ষেত্র দূষিত করিয়া, তথা হইতে ধর্ম্মকে এক বারে উন্মূলিত করে। অতএব পলায়ন কর, কেন বিলম্ব করিতেছ; এক বারও পশ্চাতে দৃষ্টিপাত করিও না এবং এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তও যেন এই জঘন্য স্থান তোমার মনে উদিত না হয়।

মেণ্টরের বাক্য সমাপ্ত না হইতেই আমি দেখিতে লাগিলাম যেন প্রগাঢ় অন্ধকার আমার সম্মুখদেশ হইতে অন্তর্হিত হইল এবং নয়নযুগল সহসা আবির্ভূত অদ্ভুত জ্যোতিঃপ্রভাবে পুনরায় প্রদ্যোতিত হইয়া উঠিল। আমার অন্তঃকরণ শান্তিরসসহকৃত অনির্ব্বচনীয় আনন্দরসে উচ্ছলিত হইয়া উঠিল। সেই বিশুদ্ধ আনন্দের সহিত বিষয়বাসনাজনিত জঘন্য আনন্দের কোন প্রকারেই তুলনা হইতে পারে না। এক অভূতপূর্ব্ব নির্ম্মল জ্ঞানানন্দ ক্রমে ক্রমে আমার হৃদয়কন্দর পরিপূর্ণ করিল, পরিশেষে উচ্ছলিত হইয়া বাষ্পবারিচ্ছলে নয়নদ্বার দিয়া বিনির্গত হইতে লাগিল। অনন্তর আমি কহিতে লাগিলাম, ধর্ম্ম প্রসন্ন হইয়া যাহাদিগকে স্বীয় সৌন্দর্য্যময়ী মূর্ত্তি প্রদর্শন করেন, তাহারা কি সুখী! তাঁহার তাদৃশ মূর্ত্তি সাক্ষাৎকার

করিলে যেরূপ পরম পবিত্র সুখলাভ করিতে পারা যায়, আর কোন উপায় দ্বারাই তাদৃশ নির্ম্মল সুখ লাভের সম্ভাবনা নাই।

এই রূপে কিয়ৎ ক্ষণ বিতর্ক করিয়া আমি পুনরায় মেন্টরের প্রতি মনোনিবেশ করিলাম। তিনি কহিলেন, টেলিমেকস! আমি এক্ষণে চলিলাম, আর মুহূর্ত্তকালও বিলম্ব করিতে পারি না। আমি কহিলাম, তুমি কোথায় যাইবে বল, আমি তোমার অনুগামী হইব, আমায় পরিত্যাগ করিয়া যাইবার মানস করিও না, বরং তোমার সহচর হইয়া প্রাণত্যাগ করিব, তথাপি আর আমি কোন ক্রমে তোমার সঙ্গ ছাড়িব না। এই বলিয়া আমি তাঁহাকে অবিলম্বে বাহুপাশে বদ্ধ করিলাম। তিনি কহিতে লাগিলেন, টেলিমেকস! তুমি আমাকে রুদ্ধ করিবার নিমিত্ত বৃথা প্রয়াস পাইতেছ; মিটফিস্ আমাকে ইথিওপিয়দিগের নিকট বিক্রয় করিয়াছিলেন। তাহারা বাণিজ্যার্থ সীরিয়া দেশের অন্তর্বর্ত্তী ডেমাস্কস্ নগরে গমন করিয়াছিল; তথায় হেজলনামক এক ব্যক্তি গ্রীকদিগের আচার ব্যবহার ও দর্শনশাস্ত্র অবগত হইবার মানসে, গ্রীক দাস ক্রয় করিবার নিমিত্ত নিতান্ত ব্যগ্র হইয়া, আমায় অধিক মূল্যে ক্রয় করিলেন। তদনন্তর তিনি, আমার নিকট হইতে গ্রীকদিগের রাজ্যশাসনপ্রণালী অবগত হইয়া, ক্রীট নগরে গমন ও মাইনসের নিয়মাবলী অধ্যয়ন করিতে নিতান্ত অভিলাষী হইলেন এবং তদনুসারে অবিলম্বে পোতারোহণ পূর্ব্বক তদুদ্দেশে যাত্রা করিলেন। কিন্তু প্রতিকূল বায়ু বলে আমরা এই দ্বীপে উপনীত হইয়াছি। হেজল অর্চনার্থ বীনস

দেবীর মন্দিরে গমন করিয়াছেন, ঐ দেখ, তিনি এই দিকেই আসিতেছেন; আর অনুকুল বায়ুও বহিতে আরম্ভ হইয়াছে, সুতরাং আমাদিগকে অবিলম্বেই পোতে আরোহণ করিতে হইবে; অতএব প্রশস্ত মনে বিদায় দাও, আর আমায় রুদ্ধ করিবার চেষ্টা করিও না। টেলিমেকস! যে ধর্ম্মভীরু ক্রীত দাস দেবতাদিগের ভয় রাখে, সে কোন ক্রমেই প্রভুর অবাধ্য হইতে পারে না। দেবতারা এক্ষণে আমাকে অন্যের অধীন করিয়াছেন; যদি আমি এই রূপে পরাধীন না হইতাম, তাহা হইলে কোন ক্রমেই তোমায় পরিত্যাগ করিয়া যাইতাম না; অতএব আমি বিদায় হইলাম। প্রস্থানকালে এই মাত্র বলিয়া যাই যে, ইউলিসিসের দিগন্তব্যাপিনী কীর্ত্তি ও শোকাকুলা পেনেলপীর অবিরল বিগলিত নয়নজল যেন তোমার চিত্তক্ষেত্র হইতে অন্তরিত না হয়। আর ইহাও সর্ব্ব ক্ষণ মনে রাখিও যে, দেবতারা ন্যায়পরায়ণ। ইহা কহিয়া, কিয়ৎ ক্ষণ মৌনভাবে অবস্থান পূর্ব্বক, বাষ্পাকুল লোচনে গদ্গদ বচনে কহিলেন, হে দয়াময় দেবগণ! আমি নিতান্ত নিঃসহায় টেলিমেকসকে এই অপরিজ্ঞাত অবান্ধব দেশে পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছি, আপনাদিগের নিকট আমার আন্তরিক প্রার্থনা এই, আপনারা ইহার প্রতি কৃপাদৃষ্টি রাখিবেন। আমি শুনিয়া সাতিশয় বিষণ্ণ ও ম্রিয়মাণ হইলাম এবং বাষ্পপূর্ণ নয়নে তাঁহার করে ধরিয়া অতি কাতর বচনে কহিলাম, বয়স্য! তুমি যত বল ও যত চেষ্টা কর, আমার প্রাণ থাকিতে তুমি আমারে আর ফেলিয়া যাইতে পারিবে না; তোমার প্রভুর হৃদয় কি

এক বারেই কারুণ্যরসে বিবর্জ্জিত হইবে ? তিনি কি তোমায় আমার ভুজবন্ধন হইতে বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লইয়া যাইবেন ? হয় তাঁহাকে আমার প্রাণবধ করিতে হইবে, নয় তোমার সঙ্গে যাইতে অনুমতি দিতে হইবে। তুমি ইতিপূর্ব্বে আমাকে অবিলম্বে এই স্থান হইতে পলায়ন করিতে উপদেশ দিয়াছ, এক্ষণে তোমার সঙ্গে পলায়ন করিতে নিষেধ করিতেছ কেন ? আমার জন্যে হেজলকে তোমার অনুরোধ করিবার আবশ্যকতা নাই, আমি স্বয়ং তাঁহার সহিত কথা বার্ত্তা কহিব এবং অঞ্জলিবন্ধ পূর্ব্বক বিনয়বাক্যে আত্মপ্রার্থনা নিবেদন করিব। আমার তরুণ বয়স ও এই ঘোর দুরবস্থা দর্শনে তাঁহার অন্তঃকরণে অবশ্যই অনুকম্পার উদয় হইবেক। জ্ঞানোপার্জ্জনে যাঁহার এতাদৃশ অনুরাগ যে, তৎসাধনোদ্দেশে দূরদেশগমনে কৃত-সঙ্কল্প হইয়াছেন, তাঁহার হৃদয় কোন ক্রমেই নিতান্ত নিষ্ঠুর হইতে পারে না। আমি তাঁহার চরণে ধরিব এবং যাবৎ তিনি আমায় তোমার অনুগমন করিতে অনুমতি না দিবেন, তাঁহাকে গমন করিতে দিব না। আমি তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করিব ; যদি তিনি অগ্রাহ্য করেন, প্রাণত্যাগ করিয়া এক কালে সকল ক্লেশ হইতে মুক্ত হইব।

আমার বাক্য সমাপ্ত হইবামাত্র, হেজল মেন্টরকে আহ্বান করিলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র, আমি নিতান্ত কাতর ভাবে তাঁহার সম্মুখে ভূতলে পতিত হইলাম। হেজল, এক অপরিচিত ব্যক্তিকে সম্মুখে সেইরূপ পতিত দেখিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, অহে যুবক ! তোমার প্রার্থনা কি, বল ! আমি কহিলাম, আপনকার নিকট আমার

অন্য কোন প্রার্থনা নাই, আমি কেবল প্রাণদান প্রার্থনা করিতেছি। আমার পরম মিত্র মেন্টর আপনকার দাস; যদি আপনি আমাকে তাঁহার সঙ্গে যাইবার অনুমতি প্রদান না করেন, আমি নিঃসন্দেহ প্রাণত্যাগ করিব। যিনি স্বীয় অসাধারণ প্রজ্ঞা দ্বারা আত্মনাম জগদ্বিখ্যাত করিয়াছেন, যাঁহার বুদ্ধিবলে ট্রয় নগর নিপাতিত হইয়াছে, সেই মহাবীর ইউলিসিসের পুত্র এইরূপ দীন ভাবে আপনকার নিকট এক অতি সামান্য প্রার্থনা করিতেছে। আপনকার নিকট আমার অপর প্রার্থনা এই যে, আপনি কদাচ এরূপ বিবেচনা করিবেন না যে, আপনকার নিকট সম্মানলাভপ্রত্যাশায় আমি স্বীয় আভিজাত্যের গৌরব কীর্ত্তন করিলাম। আমার দুর্দ্দশা দর্শনে আপনকার হৃদয়ে দয়ার উদ্রেক হইবে, কেবল এই আশয়েই আত্মপরিচয় প্রদান করিতেছি। পিতা অনুদ্দিষ্ট হইয়াছেন; আমি এই ব্যক্তির সহিত তদীয় অন্বেষণে নির্গত হইয়া নানা দেশ পর্য্যটন করিয়াছি। ইনি আমাকে এরূপ স্নেহ করিয়া থাকেন যে, আমি ইঁহাকে পিতৃতুল্য জ্ঞান করি। ফলতঃ, ইনি আমার পিতা, বন্ধু, ও সহায়। কিন্তু আমি এমনই হতভাগ্য যে, ইঁহাকেও হারাইয়াছি। ইনি এক্ষণে আপনকার দাস হইয়াছেন; ইঁহার সহবাস ব্যতিরেকে আমি কোন ক্রমেই প্রাণ ধারণ করিতে পারিব না; অতএব আপনি অনুকম্পা প্রদর্শন করিয়া আমাকেও আপনার দাস করুন। যদি আপনি যথার্থ ন্যায়ানুরাগী হন এবং মাইনসের নিয়মাবলী অবগত হইবার নিমিত্ত জলপথের নানা কষ্ট স্বীকার করিয়া থাকেন, তাহা হইলে

আপনি কখনই এই হতভাগা কাতর জনের প্রার্থনা উল্লঙ্ঘন করিবেন না। বিবেচনা করিয়া দেখুন, আমার কত দূর পর্য্যন্ত দুরবস্থা ঘটিয়াছে; আমি এক পরাক্রান্ত নরপতির তনয়, নিরুপায় ও অনন্যগতি হইয়া স্বেচ্ছাক্রমে দাসত্ব যাচ্ঞা করিতেছি। আমি সিসিলি দ্বীপে দাসত্ব অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয়স্কর বিবেচনা করিয়াছিলাম; সেখানে বহুবিধ বিপদ ঘটিয়াছিল, কিন্তু এক্ষণে সে সকল আমার দুঃখের উপক্রমমাত্র বোধ হইতেছে। আমি পূর্ব্বে দাসত্বের ভয়ে মৃত্যু প্রার্থনা করিয়াছিলাম, কিন্তু এক্ষণে পাছে সেই দাসত্ব না ঘটে এই ভয়ে কম্পিত হইতেছি। হে দয়াময় দেবগণ! আমার প্রতি এক বার কটাক্ষ নিক্ষেপ কর; এই ক্লেশকর দেহভার বহনে আমি নিতান্ত অক্ষম হইয়াছি।

আমার বাক্য শ্রবণ করিয়া হেজলের হৃদয় কারুণ্যরসে উচ্ছলিত হইল। তিনি আমাকে তাঁহার হস্তাবলম্বন প্রদান করিয়া ভূমি হইতে উত্থিত করিলেন এবং কহিতে লাগিলেন, তোমার পিতার বুদ্ধি, বিক্রম, ধর্ম্মপরতা ও প্রতিপত্তির বিষয়ে আমি নিতান্ত অনভিজ্ঞ নহি, মেন্টর আমাকে সমুদয় অবগত করিয়াছেন; পূর্ব্বদিক্স্থ সমস্ত দেশেই তাঁহার নাম বিলক্ষণ প্রসিদ্ধ হইয়া আছে। টেলিমেকস! তুমি আমার সঙ্গে চল; যাবৎ তুমি পিতার অনুসন্ধান না পাও, আমিই তোমার পিতা হইলাম। যদিও আমি তোমাকে ও তোমার পিতাকে না জানিতাম, তথাপি, মেন্টরের সহিত আমার যেরূপ মিত্রতা জন্মিয়াছে, তদনুরোধেই তোমার রক্ষণাবেক্ষণের

ভার লইতাম। আমি মেণ্টরকে দাসভাবে ক্রয় করিয়াছিলাম যথার্থ বটে, কিন্তু এক্ষণে তিনি আমার সহিত এক উন্নত সম্বন্ধে বদ্ধ হইয়াছেন; আমি অকিঞ্চিৎকর অর্থ ব্যয় করিয়া অমূল্য মিত্ররত্ন লাভ করিয়াছি। আমি যে জ্ঞান লাভ করিবার নিমিত্ত উৎসুক হইয়াছিলাম এবং আমার যে ধর্ম্মপ্রবৃত্তি জন্মিয়াছে, তাহা আমি মেণ্টরের নিকট প্রাপ্ত হইয়াছি; অতএব এই দণ্ডেই আমি তাঁহার দাসত্ব মোচন করিলাম। আর তোমাকেও আমার দাসত্ব করিতে হইবেক না; তুমি আমাকে যথাযোগ্য সম্মান করিবে এই মাত্র আমার অভিলাষ।

হেজলের এই অমৃতাভিষিক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া, আমার অন্তঃকরণের তাদৃশ প্রবল উদ্বেগ মুহূর্ত্তমধ্যে অসীম আনন্দে পরিণত হইল। আমি দেখিলাম, সর্ব্বনাশ হইতে আমার রক্ষা হইল; হেজলের অনুগ্রহে স্বদেশ গমনের প্রত্যাশা জন্মিল; যে ব্যক্তি কেবল সদ্গুণানুরাগী হইয়া আমাকে এতাদৃশ স্নেহ করেন, তাঁহার সহবাসে কালক্ষেপ করিব ইহা চিন্তা করিয়া আমি পরম পরিতোষ লাভ করিলাম, আর মেণ্টরের সহিত মিলন হইল ও বিয়োগের আর সম্ভাবনা নাই দেখিয়া আপনাকে পরম সুখী জ্ঞান করিতে লাগিলাম।

হেজল অবিলম্বে নদীতীরে উপস্থিত হইলেন, মেণ্টর ও আমি তাঁহার অনুগামী হইলাম। অনন্তর, সকলে পোতে আরোহণ করিলাম। নাবিকেরা ক্ষেপণী ক্ষেপণ করিতে লাগিল; আমাদের নৌকা, শীতল সমীরণের মন্দ মন্দ সঞ্চার দ্বারা যেন সজীব হইয়া, সুখকর গতি

অবলম্বন পূর্ব্বক চলিতে আরম্ভ করিল। মুহূর্ত্তমধ্যে সাই-প্রস্ দ্বীপ দৃষ্টিবহির্ভূত হইল। হেজল আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, টেলিমেকস! তুমি সাইপ্রস্‌দ্বীপবাসীদিগের কিরূপ আচার ব্যবহার দেখিলে? সেখানে আমি যে সকল বিপদে পড়িয়াছিলাম ও ধর্ম্মভ্রংশের যে উপক্রম ঘটিয়াছিল, তৎসমুদায় তাঁহাকে কৌশলক্রমে সবিশেষ অবগত করিলাম। তিনি শুনিয়া বিস্মিত হইয়া কহিতে লাগিলেন, বীনস দেবি! তুমি ও তোমার তনয় যে অসাধারণ পরাক্রমশালী, তদ্বিষয়ে আমার সম্পূর্ণ প্রতীতি জন্মিল; আমি তোমার যথাযোগ্য অর্চ্চনা করিয়াছি, কিন্তু তোমার রাজ্যমধ্যে ইন্দ্রিয়সেবার আতিশয্য ও তোমার উপাসকদিগের জঘন্য আচার দর্শনে আমার অন্তঃকরণে যে ঘৃণার উদয় হইয়াছে, তন্নিমিত্ত ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

যে সর্ব্বশক্তিমান্ আদিপুরুষ অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করিয়াছেন; যিনি অনন্ত ও অবিনশ্বর জ্ঞানস্বরূপ; যিনি অন্তর্যামিরূপে সর্ব্ব জীবের অন্তরে অধিষ্ঠান করিতেছেন, অথচ সর্ব্ব ক্ষণ অখণ্ড ভাবে সর্ব্বত্র বিরাজমান রহিয়াছেন; যেমন সূর্য্যদেব সমস্ত জগৎ আলোকময় করেন, সেইরূপ যে সর্ব্বপ্রধান সর্ব্বব্যাপী সত্যস্বরূপ পুরুষ বুদ্ধিবৃত্তিকে জ্ঞানালোকে সমুজ্জ্বল করিয়া থাকেন, সেই সর্ব্বেশ্বরের বিষয়ে হেজল মেণ্টরের সহিত কথোপকথন আরম্ভ করিলেন। তিনি কহিলেন, যে ব্যক্তি তাদৃশ জ্ঞানালোকে বর্জ্জিত থাকে, সে সর্ব্বাংশে জন্মান্ধসদৃশ; পৃথিবীর মেরুদেশ ক্রমাগত অর্দ্ধ বৎসর কাল যেরূপ প্রগাঢ়

অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকে, সে সেইরূপ অন্ধকারে হতদৃষ্টি হইয়া জীবনকাল অতিবাহিত করে, সে জ্ঞানী বলিয়া অভিমান করে, কিন্তু বাস্তবিক সে অতি নির্ব্বোধ; সে মনে ভাবে, সকল পদার্থই নিরীক্ষণ করিতেছি, কিন্তু কোন পদার্থ না নিরীক্ষণ করিয়াই তাহাকে জীবনযাত্রা সমাপন করিতে হয়। যাহারা অকিঞ্চিৎকর ইন্দ্রিয়সুখে একান্ত আসক্ত হয়, তাহাদের এই অবস্থা। বাস্তবিক, যাহাদের বুদ্ধিবৃত্তি জ্ঞানালোকে সমুজ্জ্বলিত হয় এবং যাহারা সেই জ্ঞানালোকপ্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিয়া চলে, তদ্ব্যতিরিক্ত লোকেরা কোন ক্রমেই মনুষ্যনামের যোগ্য নহে; সেই জ্ঞানালোকের সঞ্চার হইলেই আমাদের অন্তঃকরণে সৎপ্রবৃত্তির উদয় হয় এবং অন্তঃকরণে অসৎপ্রবৃত্তির উদয় হইলে সেই জ্ঞানালোকের সহায়তায় তাহা নিরাকৃত হয়। সর্ব্বনিয়ন্তা সর্ব্বেশ্বর মহার্ণবস্বরূপ, আমরা ক্ষুদ্র স্রোতঃস্বরূপে সেই মহার্ণব হইতে অস্তিত্ব লাভ করিয়াছি এবং অবশেষে সেই মহার্ণবে বিলীন হইব।

আমি এই কথোপকথনের সম্যক্ মর্ম্মগ্রহ করিতে পারিলাম না বটে, কিন্তু প্রস্তাবিত বিষয় অতি সূক্ষ্ম ও উন্নত বলিয়া কথঞ্চিৎ বুঝিতে পারিলাম, এবং আমার অন্তঃকরণে সত্যজ্যোতিঃ কিঞ্চিৎ সঞ্চারিত হইল। অনন্তর তাঁহারা, দেবগণ, দেবানুগৃহীত বীরপুরুষগণ, সত্যযুগ, প্রলয়, বিস্মৃতিসরিৎ*, নরকে দুরাচারদিগের অনন্ত

* পূর্ব্বকালীন গ্রীকদিগের এরূপ বিশ্বাস ছিল যে, মৃত ব্যক্তির জীবাত্মা এক নদীতে মজ্জিত হয় এবং মজ্জিত হইবামাত্র পূর্ব্ব জন্মের যাবতীয় ব্যাপার বিস্মৃত হইয়া যায়।

যন্ত্রণাভোগ স্বর্গলোকে সাধুদিগের নিরবচ্ছিন্ন নির্ম্মল সুখসন্তান সম্ভোগ প্রভৃতি, বিবিধ বিষয়ে কথোপকথন আরম্ভ করিলেন, আমিও একান্ত উৎসুক চিত্তে শ্রবণ করিতে লাগিলাম।

কিয়ৎ ক্ষণ পরে আমরা দেখিতে পাইলাম, জলজন্তুগণ ক্রীড়া করিতে করিতে আমাদিগের প্রবহণের অভিমুখে আগমন করিতেছে; উহাদের ক্রীড়া দ্বারা অর্ণববারি আন্দোলিত হইয়া অতি বৃহৎ তরঙ্গ বিস্তার করিতেছে। কিঞ্চিৎ পরেই বিচিত্ররথারূঢ়া জলদেবতা আবির্ভূতা হইলেন। ঐ রথ হিমশুভ্র অর্ণবতুরগগণে আকৃষ্ট; উহাদের নাসারন্ধ্র হইতে প্রভূত ধূমরাশি প্রবল বেগে বিনির্গত হইতেছে, নয়নদ্বয় অনবরত অগ্নি উদ্গার করিতেছে; বহুসংখ্যক অপ্সরা সন্তরণ করিতে করিতে রথের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আগমন করিতেছে। জলদেবতা এক হস্তে সুবর্ণ দণ্ড ধারণ করিয়াছিলেন, ঐ দণ্ড দ্বারা অতি প্রবল তরঙ্গমালার শাসন ও ঔদ্ধত্য নিবারণ করিতেছেন, অপর হস্ত দ্বারা স্বীয় শিশু সন্তান পালিমনকে ক্রোড়দেশে ধারণ করিয়া স্তন্য পান করাইতেছেন। অতিবৃহৎকায় তিমি মকর প্রভৃতি বিবিধ জলজন্তুগণ স্ব স্ব আবাসস্থান হইতে বিনির্গত হইয়া একান্ত উৎসুক ভাবে জলদেবতাকে অবলোকন করিতে লাগিল।

টেলিমেকস

পঞ্চম সর্গ

জলদেবতা আপন অনুচরগণ সমভিব্যাহারে অন্তর্হিত হইলে পর, গগনলক্ষ্মী জলদমণ্ডলের ও সাগরগর্ভোত্থ উত্তাল তরঙ্গমালার মধ্য দিয়া ক্রীট দ্বীপের পর্ব্বত-শ্রেণী অস্পষ্ট রূপে দৃষ্ট হইতে লাগিল। যেমন যূথমধ্যে বৃদ্ধ মৃগেরই বিশাল বিষাণ দৃষ্ট হইয়া থাকে, সেইরূপ তত্রত্য গিরিসমূহ মধ্যে আইডা পর্ব্বতের উন্নত শিখর অনতিবিলম্বেই লক্ষিত হইল। ক্রীট দ্বীপ পরম রমণীয় স্থান, দর্শনমাত্র রঙ্গভূমির ন্যায় প্রতীয়মান হয়। ক্রমে ক্রমে উহার উপকূলদেশ সুস্পষ্ট অবলোকিত হইতে লাগিল। সাইপ্রস্ দ্বীপের ভূমি যেমন অকৃষ্ট ও শস্যাদিশূন্য, ক্রীট দ্বীপের ভূমি সেরূপ নহে, উহা প্রজাগণের শ্রমবলে অত্যন্ত উর্ব্বরা, বিবিধ শস্যে ও অশেষবিধ পুষ্প-ফলে অলঙ্কৃত।

অল্প কাল পরেই ভূরি ভূরি পরম রমণীয় গ্রাম ও মহাসমৃদ্ধ নগর সকল আমাদিগের নয়নগোচর হইল। সেখানে এমন ক্ষেত্রই দৃষ্ট হইল না যে, উহা কৃষীবলগণের শ্রমসূচক চিহ্নে অঙ্কিত নহে; একটী কন্টকবৃক্ষ বা তৃণ

লক্ষিত হইল না। ঐ দ্বীপের মনোহর শোভা সন্দর্শনে আমাদিগের অন্তঃকরণে কি অনির্ব্বচনীয় আনন্দের আবির্ভাব হইতে লাগিল! দেখিলাম, উপত্যকাপ্রদেশে বহুসংখ্যক পশুযূথ চরিয়া বেড়াইতেছে; ক্ষুদ্র তরঙ্গিণীগণ নিরন্তর প্রবল বেগে প্রবহমাণ হইতেছে; মেষগণ পর্ব্বতের উৎসঙ্গদেশে স্বচ্ছন্দে শষ্প ভক্ষণ করিতেছে; ক্ষেত্র সকল অশেষবিধ শস্যে সুশোভিত ও পরিপূরিত রহিয়াছে; ফলভরনমিত দ্রাক্ষালতা স্নিগ্ধ হরিৎ পল্লব দ্বারা পর্ব্বতগণের অনুপম শোভা সম্পাদন করিতেছে।

মেণ্টর পূর্ব্বে এক বার ক্রীট দ্বীপে গমন করিয়াছিলেন; তিনি তৎসংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় আমাদিগকে জ্ঞাত করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি কহিতে লাগিলেন, এই দ্বীপ শতসংখ্যক মহানগরে অলঙ্কৃত; ইহা এমন সুন্দর যে, বিদেশীয় লোক দেখিবামাত্র ভূয়সী প্রশংসা করে। অত্রত্য অসংখ্য নিবাসীদিগের সংসারযাত্রা নির্ব্বাহের উপযোগী যাবতীয় দ্রব্য সামগ্রী এই দ্বীপেই পর্য্যাপ্ত পরিমাণে উৎপন্ন হয়। যাহারা যেরূপ পরিশ্রম সহকারে ভূমি কর্ষণ করে, বসুন্ধরা দেবী প্রসন্না হইয়া তাহাদিগকে তদনুরূপ পুরস্কার প্রদান করেন। যে দেশে যত অধিক লোক, সে সকল লোক অলস না হইলে, তথায় ততই সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হয় এবং পরস্পর অসূয়া বা বিদ্বেষ প্রদর্শনের অবকাশ বা আবশ্যকতা থাকে না। ভূতধাত্রী বসুন্ধরা, স্বীয় সন্তানদিগকে অকাতরে পরিশ্রম করিতে দেখিলে, প্রসন্না হইয়া তাহাদিগের সংখ্যানুসারে শস্যাদির পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে থাকেন। দুরাকাঙ্ক্ষা ও অপরিমিত ধনতৃষ্ণাই

মানবজাতির দুঃখসমূহের একমাত্র কারণ। প্রত্যেক ব্যক্তিই অন্যান্য লোকের সম্পত্তি আত্মসাৎ করিবার অভিলাষ করে এবং এই রূপে প্রয়োজনাতিরিক্ত সম্পত্তির অধিকার-বাসনার বশবর্ত্তী হইয়া অনর্থ মনঃপীড়া প্রাপ্ত হয়। যদি মানবগণ স্ব স্ব আবশ্যক বিষয়মাত্র লাভে সন্তুষ্ট থাকে, তাহা হইলে নিরবচ্ছিন্ন সুখ, সমৃদ্ধি, প্রণয়, ও শান্তি সর্ব্বতঃ সঞ্চারিত হইয়া উঠে।

এই সমস্ত বিষয়ে মাইনসের প্রগাঢ় জ্ঞান ছিল বলিয়াই, তাঁহার এতাদৃশী খ্যাতি পৃথ্বীতলে জাগরূক রহিয়াছে। এ পর্য্যন্ত ভূমণ্ডলে যত নরপতি প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন, মাইনস, তৎসর্ব্বাপেক্ষা সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ, আর যত ব্যবস্থাপক আবির্ভূত হইয়াছেন, তৎসর্ব্বাপেক্ষা বিজ্ঞ ও প্রবীণ। এই দ্বীপে যে সমস্ত অদ্ভুত ব্যাপার দৃষ্টি-গোচর হয়, তাহা কেবল তাঁহারই ব্যবস্থার মহিমা। তিনি বালকদিগের বিদ্যোপার্জ্জনের যে নিয়ম বিধিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তদ্দ্বারা শরীর নীরোগ ও বলবীর্য্যসম্পন্ন হয়, এবং বাল্যকাল হইতেই মিতব্যয়িতা ও পরিশ্রমের অভ্যাস জন্মিতে থাকে। ঐকান্তিকী ইন্দ্রিয়সেবা দ্বারা শরীর ও মন হীনবীর্য্য হইয়া যায়, এই সিদ্ধান্ত অত্রত্য ব্যক্তিমাত্রেরই হৃদয়ে অনুক্ষণ জাগরূক রহিয়াছে। ইন্দ্রিয়-দমনাদি দ্বারা অনর্থকরী বিষয়লালসার অপ্রধৃষ্য হইলে, ও প্রশংসনীয় অশেষ গুণরত্নে অলঙ্কৃত বলিয়া মানব-মণ্ডলীতে খ্যাতি লাভ করিলে, যে অনির্ব্বচনীয় সুখানুভব হয়, তদ্ব্যতিরিক্ত আর কোন সুখই তাহারা অভিলষণীয় জ্ঞান করে না; রণস্থলে মৃত্যুভয়ে অভিভূত না হওয়াই

যে সাহসের প্রকৃত কার্য্য এমন নহে, প্রয়োজনাতিরিক্ত ঐশ্বর্য্যে অশ্রদ্ধা এবং লজ্জাকর সুখসম্ভোগে বিদ্বেষ প্রদর্শন করাও সাহসের প্রকৃত কার্য্য। কৃতঘ্নতা, অবহিথা, ও অর্থগৃধ্নুতা অন্যান্য স্থানে অসৎ কর্ম্ম বলিয়া গণ্য হয় না, কিন্তু ক্রীট দ্বীপে তৎসমুদায় উৎকট পাপ রূপে পরিগণিত ও সেই সেই উৎকট পাপের যথোচিত দণ্ড হইয়া থাকে।

সকলে মনে করিতে পারেন যে, ক্রীট দ্বীপে ঐকান্তিকী বিষয়সুখাসক্তি ও ঐশ্বর্য্য প্রদর্শনের প্রতিষেধক কোন নিয়ম অবশ্যই আছে; কিন্তু ক্রীটবাসীরা ঐ দুই পাপের অস্তিত্বই অবগত নহে। প্রত্যেক ব্যক্তিই সমুচিত পরিশ্রম করে, কিন্তু কেহই ধনী হইবার চিন্তামাত্র করে না। স্বচ্ছন্দে ও সুপ্রণালীতে সংসারযাত্রানির্ব্বাহ, ও জীবিকানির্ব্বাহের উপযোগী দ্রব্য সামগ্রীর নির্ব্বিঘ্নে ও পর্য্যাপ্ত পরিমাণে সংগ্রহ, হইলেই তাহারা স্ব স্ব পরিশ্রম সার্থক বোধ করে। সুরম্য হর্ম্ম্য, মহামূল্য গৃহোপকরণ, সৌষ্ঠবসম্পন্ন বহুমূল্য পরিচ্ছদ, ও বৈষয়িকসুখসংঘটিত উৎসবক্রিয়া তাহাদের পক্ষে অত্যন্ত নিষিদ্ধ। তাহাদের পরিচ্ছদ অত্যুৎকৃষ্ট ঊর্ণাতে প্রস্তুত ও অতি মনোহর বর্ণে রঞ্জিত বটে, কিন্তু উহা সুবর্ণসূত্রে চিত্রিত অথবা অন্য কোন প্রকারে অলঙ্কৃত নহে। তাহাদের আহারসামগ্রী সামান্য ফল, মূল, দুগ্ধ, ও গোধূমপিষ্টকের অতিরিক্ত নহে। যদি কখন তাহাদের মাংস ভক্ষণে অভিলাষ হয়, অপ্রয়োজনীয় পশুর মাংস অতি সামান্য রূপে প্রস্তুত করিয়া অল্প পরিমাণে আহার

করে; পরিশ্রমক্ষম দৃঢ়কায় পশু সকল শ্রমসাধ্য কার্য্যে নিযোজিত থাকে। তাহাদের গৃহগুলি প্রশস্ত, পরিচ্ছন্ন, ও সর্ব্বাংশে বাসোপযোগী, কিন্তু চিত্রিত বা অন্য কোন প্রকারে অলঙ্কৃত নহে। তাহারা গৃহনির্ম্মাণবিদ্যায় বিলক্ষণ নিপুণ, কিন্তু কেবল দেবায়তননির্ম্মাণেই নৈপুণ্যের পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে। তাহাদের মতে মনুষ্যের অট্টালিকায় বাস করা কেবল ধৃষ্টতা ও অহঙ্কার প্রদর্শন মাত্র। স্বাস্থ্য, বীর্য্য, পরাক্রম, নিরুদ্বেগে ও নির্ব্বিরোধে সংসারযাত্রা-নির্ব্বাহ, সর্ব্ব বিষয়ে স্বাধীনতা, আবশ্যক বিষয়ের পর্য্যাপ্ত পরিমাণে অধিকার, অনাবশ্যক ও অনুপযোগী বিষয়ে অবজ্ঞাপ্রদর্শন, পরিশ্রমশীলতা, আলস্যে দ্বেষ, ধর্ম্মানুষ্ঠানে জিগীষা, সর্ব্ব প্রযত্নে বিধিপ্রতিপালন, ও দেবভক্তি, এই সমুদায় ক্রীটবাসীদিগের ঐশ্বর্য্য, অন্যবিধ ঐশ্বর্য্যে তাহাদের যত্ন ও আদর নাই। এই সমস্ত শ্রবণ করিয়া, আমি একান্ত কৌতূহলাক্রান্ত চিত্তে জিজ্ঞাসা করিলাম, তথায় রাজকীয় শক্তির ইয়ত্তা আছে কি না। মেণ্টর কহিতে লাগিলেন, প্রজাদিগের উপর রাজপ্রভুতার পরিচ্ছেদ নাই বটে, কিন্তু সেই প্রভুতা কোন ক্রমেই বিধিমার্গ অতিক্রম করিতে পারে না। রাজ্যের হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠানে রাজার ক্ষমতার ইয়ত্তা নাই, কিন্তু অহিতাচরণে তিনি সম্পূর্ণ অক্ষম। বিধিশাস্ত্র অসংখ্য প্রজাগণকে মহামূল্য ন্যাস স্বরূপে রাজহস্তে এই নিয়মে সমর্পিত করিয়াছে যে, তিনি তাহাদিগকে পিতৃবৎ প্রতিপালন করিবেন। বিধিশাস্ত্রের উদ্দেশ্য এই যে, এক ব্যক্তির প্রজ্ঞা ও ন্যায়পরতা দ্বারা বহু জনের সুখ

বর্দ্ধন হইবে; কিন্তু বহু জন দুর্দ্দশাগ্রস্ত ও দাসত্ব-শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া এক ব্যক্তির অভিমান ও ভোগসুখ বর্দ্ধন করিবে, ইহা কোন ক্রমেই সেই শাস্ত্রের অভিপ্রেত নহে। প্রজা অপেক্ষা রাজার অধিক সম্পত্তিশালী হওয়া কোন ক্রমেই উচিত ও আবশ্যক নয়; কিন্তু যেরূপ সম্পত্তি থাকিলে, রাজকার্য্যসমাধানজনিত উৎকট শ্রমের সম্যক্ নিবারণ হইতে এবং প্রজাগণের অন্তঃকরণে তাদৃশ পদস্থ ব্যক্তির প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শনে প্রবৃত্তি জন্মিতে পারে, তদনুরূপ সম্পত্তি থাকা অত্যন্ত আবশ্যক; সুখ-সম্ভোগবিষয়ে অন্যান্য ব্যক্তি অপেক্ষা অল্প রত হওয়া, ও যাহাতে ধনের বা মনের অহঙ্কার প্রকাশ হয় এরূপ কার্য্যে প্রবৃত্তি পরিহার করা, তাঁহার পক্ষে একান্ত আবশ্যক। ঐশ্বর্য্যের ও সুখসম্ভোগের আতিশয্য দ্বারা অন্যান্য লোক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া উল্লিখিত হওয়া রাজার পক্ষে কোন ক্রমেই উচিত নহে; সমধিক প্রজ্ঞা, অধিক-তর অবদানপরম্পরা ও মহীয়সী কীর্ত্তি দ্বারা শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হওয়াই তাঁহার পক্ষে সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। তিনি স্বয়ং সেনাপতি হইয়া স্বদেশরক্ষা করিবেন, সিংহা-সনে অধিরূঢ় হইয়া প্রজাদিগকে বিচার বিতরণ করি-বেন, ও তাহাদের চরিত্রসংশোধনে ও সুখ সমৃদ্ধি সংবর্দ্ধনে সতত যত্নশীল হইবেন। তাঁহার নিজের উপকারের নিমিত্ত দেবতারা তাঁহাকে ভূপতিপদে প্রতিষ্ঠিত করেন নাই; সর্ব্বসাধারণের উপকার হইবে বলিয়াই তিনি তাদৃশ উচ্চ পদে আরোহিত হইয়াছেন; অতএব সাধারণের মঙ্গল-কার্য্যেই তাঁহার অনুক্ষণ ব্যাপৃত থাকা উচিত, সাধারণের

মঙ্গলকার্য্যেই তাঁহার অন্তঃকরণ একান্ত অভিনিবিষ্ট থাকা আবশ্যক, এবং সাধারণের মঙ্গলকার্য্যই তাঁহার একমাত্র প্রীতিস্থান হওয়া উচিত। সাধারণের উপকারার্থে তিনি যে পরিমাণে কষ্ট স্বীকার করিবেন, সেই পরিমাণেই তিনি সিংহাসনের যোগ্য বলিয়া পরিগণিত হইবেন। মাইনস স্বীয় সন্তান অপেক্ষা প্রজাদিগকে অধিক স্নেহ করিতেন; তিনি আদেশ করিয়া গিয়াছেন যে, যদি তাঁহার সন্তানেরা তাঁহার স্থাপিত নিয়মানুসারে রাজ্যশাসন করেন, তাহা হইলেই তাঁহারা সিংহাসনের অধিকারী হইতে পারিবেন। এই মঙ্গলকর নিয়ম দ্বারা মাইনস রাজ্যের পরাক্রম ও সুখ সমৃদ্ধি দৃঢ়ীভূত করিয়াছেন। যে সমস্ত মহাবল পরাক্রান্ত বীর পুরুষেরা, স্বীয় অহঙ্কার চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত, নানাদেশীয় লোকের সর্ব্বনাশ করিয়া আপনাদিগকে মহাত্মা জ্ঞান করিতেন, এই শান্তিগুণসম্পন্ন ব্যবস্থাপক তাঁহাদিগের কীর্ত্তি তিরোহিত করিয়াছেন। প্রজাপীড়ক দুরাচারেরা কিয়ৎ দিন মধ্যেই মানবলীলা সংবরণ করে, এবং সেই সমভিব্যাহারেই তাহাদের বল বিক্রম কীর্ত্তি প্রভৃতি বিলুপ্ত হইয়া যায়। কিন্তু মাইনস, আপন ন্যায়-পরতাপ্রভাবে স্বর্গের এক সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া, মৃত ব্যক্তিদিগের কর্ম্মানুরূপ পুরস্কার ও দণ্ডবিধান করিতেছেন।

এই রূপে আমরা, মেণ্টরের বাক্য শ্রবণ করিতে করিতে, ক্রীট দ্বীপে উপনীত হইলাম এবং তীরে উত্তীর্ণ হইয়া অশেষকৌশলসঙ্ঘটিত একটী অলৌকিক গৃহ অবলোকন করিলাম। উহার রচনা অতি চমৎকার। আমরা ঐ অদ্ভুত গৃহ নিরীক্ষণ করিতেছি, এমন সময়ে সমুদ্রের

অনতিদূরে অতি মহতী জনতা অবলোকিত হইল। তাদৃশী জনতার হেতু জিজ্ঞাসা করাতে, ক্রীটনিবাসী নসিক্রেটিস নামে এক ব্যক্তি অবিলম্বেই আমাদের কুতূহল শান্তি করিলেন।

তিনি কহিতে লাগিলেন, ডিউকেলিয়নের পুত্র, মাইনসের পৌত্র, আইডোমিনিয়স, গ্রীসদেশীয় অন্যান্য নরপতিদিগের সমভিব্যাহারে যুদ্ধার্থে ট্রয়নগরে গমন করিয়াছিলেন। ট্রয় নিপাতিত হইলে পর, তিনি স্বদেশে প্রত্যাগমনার্থ যাত্রা করেন; কিন্তু পথিমধ্যে এমন প্রবল বাত্যা উত্থিত হইল যে, পোতস্থিত সমুদায় ব্যক্তিই স্থির করিল, পোতবিনাশ অনিবার্য্য হইয়া উঠিয়াছে। কেবল মৃত্যুই সকলের চিন্তাপথের একমাত্র অতিথি হইয়া উঠিল, তদীয় ভীষণ মূর্ত্তিই চতুর্দ্দিকে দৃষ্ট হইতে লাগিল। ফলতঃ, প্রাণরক্ষার কোন উপায় না দেখিয়া সকলে কেবল হাহাকার করিতে লাগিল। এইরূপ ঘোরতর বিপত্তি দর্শনে আইডোমিনিয়স, ঊর্দ্ধবাহু ও উত্তাননয়ন হইয়া, বরুণদেবের বহুবিধ স্তুতি করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিলেন, ভগবন্! আমি আপনকার শক্তি ও মহিমা বর্ণন করিতে কোন ক্রমেই সমর্থ নহি; এই অসীম সাগর আপনকার একান্ত আজ্ঞাবহ; আমি ঘোরতর বিপদে পড়িয়াছি, কৃপা করিয়া প্রাণদান করুন। যদি আমি, এই বিপদ্ হইতে মুক্ত হইয়া, নিরাপদে স্বদেশে প্রতিগমন করিতে পারি, তাহা হইলে, প্রথমে যাহার মুখ নিরীক্ষণ করিব, তাহাকে আপনকার উদ্দেশে বলিদান দিব।

এ দিকে, আইডোমিনিয়সের পুত্র, পিতৃদর্শন নিমিত্ত

নিতান্ত উৎসুক হইয়া, সর্ব্বাগ্রে আলিঙ্গনলাভাভিলাষে তীর-দেশে তদীয় উত্তরণ প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। ঐ হত-ভাগ্য যুবক জানিতেন না যে, তাঁহার পিতার আলিঙ্গন সংহার মূর্ত্তি কৃতান্তের আলিঙ্গনসমান হইয়া রহিয়াছে। আইডোমিনিয়স বিষম বাত্যা অতিক্রম করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগত হইলেন এবং কৃতজ্ঞতারসে অভিষিক্ত হইয়া বরুণদেবের অশেষবিধ স্তুতি করিতে লাগিলেন। কিন্তু বরুণ-দেবের নিকট তিনি যে মানসিক করিয়াছিলেন, তাহা যে বিষম অনর্থকর হইয়া উঠিল, ইহা তিনি অবিলম্বেই বুঝিতে পারিলেন। তাঁহার অন্তঃকরণে অপরিহার্য্য অতি বিষম অনিষ্টঘটনার বলীয়সী আশঙ্কা উদ্ভূত হইয়া তাঁহাকে যৎপরোনাস্তি কাতর করিতে লাগিল। তিনি আপন অবিমৃশ্যকারিতা স্মরণ করিয়া সাতিশয় পরিতাপ করিতে লাগিলেন; পাছে কোন প্রিয় পাত্র প্রথমে তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হয়, এই ভয়ে তাঁহার হৃদয় কম্পিত হইতে লাগিল। এই রূপে তিনি নিতান্ত চিন্তাক্রান্ত হইয়া কিয়ৎ ক্ষণ অন্তঃকরণে যার পর নাই ক্লেশ পাইতে লাগি-লেন; পরিশেষে অর্ণবপোত হইতে তীরে উত্তীর্ণ হই-লেন; উত্তীর্ণ হইয়া দৃষ্টিপাত করিবামাত্র, পরমপ্রেমা-স্পদ প্রাণাধিকপ্রিয় পুত্রের মুখাবলোকন করিলেন। দর্শন-মাত্র তিনি ত্রস্ত ও চকিত হইয়া উঠিলেন, তাঁহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল, সর্ব্ব শরীর কাঁপিতে লাগিল; তিনি অন্য কোন ব্যক্তির মুখদর্শনাশয়ে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিতে লাগিলেন; কিন্তু তখন আর সেরূপ চেষ্টা করা বৃথা। তাঁহার পুত্র তাঁহাকে দেখিবামাত্র দ্রুত বেগে

নিকটে আসিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন, কিন্তু পিতা প্রত্যালিঙ্গনাদি কিছুই না করিয়া স্পন্দহীন ও হতবুদ্ধি হইয়া দণ্ডায়মান রহিলেন, ইহা দেখিয়া সাতিশয় বিস্মিত হইলেন এবং পরিশেষে শোকভরে অভিভূত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎ ক্ষণ পরে শোকাবেগ সংবরণ করিয়া, তিনি কহিতে লাগিলেন, পিতঃ! আপনকার মনে কি দুঃখের উদয় হইয়াছে বলুন। এই দীর্ঘ প্রবাসের পর স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া, স্বীয় সন্তানের মুখ নিরীক্ষণ করিতে কি আপনি দুঃখিত হইতেছেন? হায়! আমি কি হত-ভাগ্য! আপনি এখন পর্য্যন্তও আমার প্রতি স্নেহপূর্ণ ও করুণাব্যঞ্জক দৃষ্টিপাত করিতেছেন না! পিতঃ! আমি আপনকার কি অপরাধ করিয়াছি বলুন? আইডোমিনিয়স শোকে উত্তরোত্তর অধিকতর অভিভূত হইয়া একটীও কথা কহিতে পারিলেন না; কিয়ৎ ক্ষণ পরে দীর্ঘ নিশ্বাস পরি-ত্যাগ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিলেন, হা বরুণদেব! আমি বিপদে পড়িয়া আপনাকে প্রসন্ন করিবার আশয়ে কি বিষম প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ হইয়াছি! কি অনর্থকর নিয়মেই আপনি আমাকে সেই বিপদ্ হইতে রক্ষা করি-য়াছেন! আমি সাতিশয় কাতর বাক্যে প্রার্থনা করি-তেছি, আপনি কৃপা করিয়া আমারে পুনরায় সেই মহা-ভীষণ অর্ণবতরঙ্গে নিক্ষিপ্ত করুন, তন্মধ্যগত শৈলশিখরে আহত হইয়া আমার কলেবর খণ্ড খণ্ড হইয়া যাউক, কিন্তু আমার পুত্রের জীবন রক্ষা করুন। ইহা কহিয়া আপন তরবারি বিকোষিত করিয়া তিনি স্বীয় হৃদয়ে

প্রবেশিত করিতে উদ্যত হইলেন; কিন্তু যাহারা তাঁহার নিকটে দণ্ডায়মান ছিল, তদীয় হস্ত ধারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে সেই উদ্যম হইতে নিবৃত্ত করিল। সফ্রোনিমস নামক এক জন প্রাচীন দৈবজ্ঞও তথায় উপস্থিত ছিলেন. তিনি আইডোমিনিয়সকে কহিতে লাগিলেন, রাজন্! পুত্রনাশ ব্যতিরেকেও বরুণদেব প্রসাদিত হইবেন। তুমি যে মানসিক করিয়াছ তাহা অত্যন্ত অন্যায্য ও গর্হিত; নিষ্ঠুরাচরণে দেবতারা প্রীত না হইয়া বরং বিরক্তই হইয়া থাকেন। তোমার ঐরূপ মানসিক করা নিতান্ত গর্হিত কর্ম্ম হইয়াছে, এক্ষণে উহার সম্পাদন নিমিত্ত স্বহস্তে পুত্রহত্যা করিয়া তদপেক্ষা অধিকতর গর্হিত কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইও না। সম্যক্ বিবেচনা করিতে না পারিয়া একটী কুকর্ম্ম করিয়াছ বলিয়াই, তদনুরোধে ঘোরতর কুকর্ম্মান্তরের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হওয়া নিতান্ত যুক্তিবিরুদ্ধ। যদিই তুমি প্রতিজ্ঞার উল্লঙ্ঘনে ভীত হও, বরুণদেবের পরিতোষার্থ হিমশুভ্র শতসংখ্যক পশু বলিদান দাও, তাঁহার বেদি কুসুমে সুশোভিত কর, ও সুগন্ধি ইন্ধন দ্বারা অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া ধূমমণ্ডলে গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন কর, তাহা হইলেই তিনি পরম পরিতুষ্ট হইবেন।

আইডোমিনিয়সের আকার প্রকার দর্শনে বোধ হইতে লাগিল, তিনি উন্মত্তপ্রায় হইয়াছেন। তিনি দৈবজ্ঞের বাক্যগুলি শ্রবণ করিলেন, কিন্তু কোন উত্তর দিলেন না। তাঁহার নয়নদ্বয় হুতাশনবৎ প্রদীপ্ত ও আকার প্রচণ্ড হইয়া উঠিল, মুখবর্ণ প্রতিক্ষণ বিকৃত হইতে

লাগিল, মনঃক্লেশে সর্ব্ব শরীর কম্পিত হইতে লাগিল। তাঁহার পুত্র, তদীয় কষ্ট দর্শনে নিতান্ত কাতর হইয়া, তন্নিবারণাশয়ে কহিতে লাগিলেন, পিতঃ!" এই আমি আপনকার সম্মুখে রহিয়াছি, বরুণদেবের প্রসাদনে আর বিলম্ব করিবেন না, অথবা প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করিয়া তাঁহার কোপানলে পতিত হইবেন না। যদি আমি প্রাণ দিলে আপনকার প্রাণরক্ষা হয়, আমি অক্লেশে প্রাণত্যাগ করিতেছি। অতএব পিতঃ! আমার প্রাণ সংহার করুন। আপনি কদাচ মনে করিবেন না যে, আপনার পুত্র হইয়া আমি মরণকালে কাতরতা প্রদর্শন করিব।

শ্রবণমাত্র আইডোমিনিয়স উন্মত্তপ্রায় হইয়া সহসা স্বীয় তরবারি দ্বারা প্রাণসমপ্রিয় পুত্রের হৃদয় বিদীর্ণ করিলেন। অব্যবহিত পর ক্ষণেই, সেই অস্ত্র আপন বক্ষঃস্থলে প্রবিষ্ট করিবার উদ্যম করিলেন; পার্শ্বস্থ সমস্ত লোক বলপূর্ব্বক হস্ত ধারণ করিয়া তাঁহাকে তাদৃশ বিষম ব্যবসায় হইতে নিরস্ত করিল। যুবক পিতৃহস্তে আহত হইয়া তৎক্ষণাৎ ভূতলে পড়িলেন; শোণিতে তাঁহার সর্ব্ব শরীর ভাসিতে লাগিল; নয়নদ্বয় মুদ্রিত হইয়া আসিতে লাগিল, তিনি উন্মীলিত করিবার চেষ্টা পাইতে লাগিলেন, কিন্তু আলোক সহ্য করিতে না প্যারাতে পুনরায় মুদ্রিত হইয়া গেল, আর উন্মীলিত হইল না। রাজকুমার ছিন্নমূল প্রফুল্ল কমলের ন্যায় ভূতলে পতিত রহিলেন।

পিতা পুত্রশোকে বিহ্বল ও বিচেতনপ্রায় হইয়া, কোথায় আছি, কি করিতেছি, কি কর্ত্তব্য, কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া নগরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন, এবং প্রস্থান

করিতে করিতে, আমার পুত্র কেমন আছে, কি করিতেছে, সম্মুখপতিত ব্যক্তিদিগকে বারংবার এই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

এ দিকে, প্রজাগণ রাজকুমারের প্রাণবিনাশ দর্শনে যৎপরোনাস্তি কাতর ও রাজার নৃশংস ব্যবহারে অত্যন্ত কুপিত হইয়া তাঁহার সমুচিত দণ্ড বিধানে স্থিরনিশ্চয় হইল। তাহারা ক্রোধভরে ক্ষণকালমধ্যেই অস্ত্রাদি সংগ্রহ করিল। ক্রীটবাসীরা অত্যন্ত বিজ্ঞ ও বুদ্ধিজীবী বটে, কিন্তু ঈদৃশ অসম্ভাবিত অন্যায্য প্রকারে রাজপুত্রের মৃত্যু সঙ্ঘটন দর্শনে, ক্রোধে তাহাদের বুদ্ধি ও বিবেচনা একবারে বিলুপ্ত হইয়া গেল। ফলতঃ, তাহারা আই-ডোমিনিয়সকে সিংহাসনের অযোগ্য স্থির করিয়া তাঁহার প্রাতিকূল্যে অভ্যুত্থান করিল। তাঁহার বান্ধবগণ তাঁহাকে, এই বিষম বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিবার উপায়ান্তর না দেখিয়া, অবিলম্বে অর্ণবপোতে লইয়া গেলেন ও পুনর্ব্বার তাঁহার সহিত সাগরপথের পান্থ হইলেন। কিয়ৎ ক্ষণ পরে আইডোমিনিয়সের উন্মত্ততা অপগত ও বুদ্ধিশক্তি প্রত্যাবৃত্ত হইল; তখনি তিনি কৃতজ্ঞতা স্বীকার পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে কহিতে লাগিলেন, বান্ধবগণ! আমি প্রাণসমপ্রিয় পুত্রের শোণিতপাত দ্বারা যে স্থান দূষিত করিয়াছি, আমাকে তথা হইতে আনিয়া তোমরা সদ্বিবেচনার কার্য্য করিয়াছ, আমি কোন ক্রমেই আর সে স্থানের যোগ্য নহি। অনন্তর তাঁহারা বায়ুবেগবশে হেস্পীরিয়া উপকূলে উপনীত হইয়াছেন এবং এক্ষণে সালেন্টাইনদিগের দেশে এক অভিনব রাজ্য সংস্থাপন করিতেছেন।

এই রূপে ক্রীটদ্বীপের সিংহাসন শূন্য হইলে, ক্রীট-বাসীরা স্থির করিল যে, মাইনসের প্রতিষ্ঠিত নিয়মাবলীর প্রকৃত মর্ম্মানুসারে রাজ্য শাসন করিতে পারেন, পরীক্ষা করিয়া এরূপ একটী সর্ব্বাংশে উপযুক্ত পাত্রকে অভিষিক্ত করিতে হইবে। এই অভিপ্রায়ে প্রত্যেক নগরের প্রধান প্রধান নিবাসীরা আহূত হইয়াছেন; পূজা, হোম, বলি-দান প্রভৃতি দৈবকার্য্য এই গুরুতর ব্যাপারের প্রারম্ভেই আরব্ধ হইয়াছে; প্রশ্ন দ্বারা প্রতিদ্বন্দ্বীদিগের যোগ্যতা পরীক্ষার্থ নিকটস্থ সমস্ত দেশের প্রসিদ্ধ প্রাচীন বিজ্ঞ পণ্ডিতগণ নিমন্ত্রিত হইয়াছেন, এবং বল, বিক্রম, ও সাহস প্রভৃতি পরীক্ষা করণার্থ নানাপ্রকার দ্বন্দ্বযুদ্ধেরও আয়োজন হইয়াছে; কারণ, ক্রীটবাসীরা এই সিদ্ধান্ত স্থির করিয়াছে যে, তাহাদিগের দেশের আধিপত্য একটী পুরস্কারস্বরূপ; যে ব্যক্তি শারীরিক ও মানসিক গুণে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইবেন, তিনিই সেই পুরস্কার পাই-বেন। আর প্রতিদ্বন্দ্বীদিগের সংখ্যাবর্দ্ধন দ্বারা জয়লাভ দুরূহ করিবার নিমিত্ত সমুদায় বিদেশীয় ব্যক্তিবর্গের নিমন্ত্রণ হইয়াছে।

নসিক্রেটিস, এই সমস্ত বিস্ময়কর ব্যাপার বর্ণন করিয়া, আমাদিগকে প্রতিদ্বন্দ্বী হইবার জন্য বারংবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন; কহিলেন, তোমরা শীঘ্র আমাদিগের সমাজে উপস্থিত হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও, আর বিলম্ব করিও না; যদি দৈবকৃপায় তোমরা এক জন জয়ী হইতে পার, এই সমৃদ্ধ জনপদের সাম্রাজ্য লাভ করিবে। ইহা কহিয়া তিনি ত্বরিত গমনে চলিয়া গেলেন। আমরাও, কেবল তাদৃশ

অসাধারণ ব্যাপার দর্শনের নিমিত্ত, কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম, জয়লাভের আকাঙ্ক্ষা বা অবশেষে রাজপদপ্রাপ্তিলালসা এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তেও আমাদের অন্তঃকরণে উদয় হইল না।

ক্ষণকালের মধ্যে আমরা নিবিড় অরণ্যের মধ্যবর্ত্তী এক অতি প্রশস্ত রঙ্গভূমিতে উত্তীর্ণ হইলাম; দেখিলাম, মধ্যস্থলে যুদ্ধস্থান প্রস্তুত হইয়াছে, দ্রষ্টৃবর্গ তাহার চতুঃপার্শ্বে মণ্ডলাকারে উপবিষ্ট হইয়াছেন। ক্রীটবাসীরা আতিথ্যবিষয়ে অন্যান্য জাতি অপেক্ষা সমধিক যত্নশীল; সুতরাং তাহারা আমাদিগকে, সাতিশয় সমাদর পূর্ব্বক আসনে উপবিষ্ট করাইয়া, উপস্থিত ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইবার অনুরোধ করিল। বয়োবাহুল্যবশতঃ মেণ্টর অস্বীকার করিলেন, অস্বাস্থ্য প্রযুক্ত হেজলও অসম্মত হইলেন; কিন্তু আমার যেপ্রকার বয়স্ ও শরীরের যেরূপ ওজস্বিতা, তাহাতে আমার আর অস্বীকারের কোন পথ ছিল না। যাহা হউক, আমি মেণ্টরের অভিপ্রায় জানিবার নিমিত্ত তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বুঝিতে পারিলাম, তিনি সম্মত আছেন; অতএব আমি প্রস্তাবিত বিষয়ে সম্মতি প্রকাশ করিলাম। তদনুসারে তাহারা, আমার পরিচ্ছদ উন্মোচন পূর্ব্বক সর্ব্বাঙ্গে তৈলমর্দ্দন করিয়া, অন্যান্য যোদ্ধৃগণের মধ্যে আমাকে উপবিষ্ট করাইল। অনেকানেক ক্রীটবাসীরা আমাকে শৈশবাবস্থায় দেখিয়াছিল; তাহারা এক্ষণে আমার মুখ দেখিয়া চিনিতে পারিল; সুতরাং অবিলম্বেই প্রচারিত হইয়া উঠিল যে, ইউলিসিসের পুত্র সাম্রাজ্যের প্রার্থী হইয়াছেন।

প্রথমতঃ মল্লযুদ্ধ আরম্ভ হইল। রোডদেশবাসী এক ব্যক্তি যুদ্ধপ্রার্থী ছিলেন। তাঁহার বয়স্ প্রায় পঁয়ত্রিশ বৎসর বোধ হইতে লাগিল; তখন পর্য্যন্তও তাঁহার বল ও বিক্রমের কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই; ফলতঃ, তিনি এক জন বীরপুরুষমধ্যে পরিগণিত। একে একে সমুদায় যোদ্ধৃগণ তাঁহার নিকট পরাজিত হইলেন, কেবল আমিই অবশিষ্ট রহিলাম; কিন্তু আমার ন্যায় দুর্ব্বল প্রতিদ্বন্দ্বীর পরাজয় দ্বারা তাঁহার সম্মান লাভ হইবে না এই বিবেচনা করিয়া, ও আমাকে নিতান্ত তরুণবয়স্ক দেখিয়া, তাঁহার হৃদয়ে দয়ার উদ্রেক হওয়াতে তিনি মল্লভূমি হইতে চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন, কিন্তু আমি যুদ্ধার্থে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। আমরা অবিলম্বে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলাম এবং পরস্পর নানাপ্রকার কৌশল প্রকাশ করিতে লাগিলাম। তিনি আমাকে ভূতলে ফেলিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন; আমি তাঁহাকে ভূমিতে ফেলিয়া তাঁহার উপর উঠিয়া বসিলাম; সমুদায় দ্রষ্টৃবর্গ উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল, ইউলিসিসতনয়ের জয়! অনন্তর আমি হাত ধরিয়া তাঁহাকে ভূতল হইতে তুলিলাম, তিনি লজ্জানম্রমুখে চলিয়া গেলেন।

তদনন্তর মুষ্টিযুদ্ধ আরম্ভ হইল। এই যুদ্ধ মল্লযুদ্ধ অপেক্ষা বিলক্ষণ কঠিন। সেমস্‌দ্বীপবাসী কোন ধনাঢ্য ব্যক্তির পুত্র যুদ্ধার্থী ছিলেন। তিনি ইতিপূর্ব্বে এ বিষয়ে এরূপ বিখ্যাত হইয়াছিলেন যে, সমুদায় প্রতিদ্বন্দ্বিগণ বিনা যুদ্ধেই তাঁহার নিকট পরাজয় স্বীকার করিলেন, কিন্তু আমি অস্বীকার করিলাম। প্রথমতঃ, তিনি আমার মস্তক ও উদরের উপর এরূপ দৃঢ় মুষ্টি প্রহার করিলেন যে,

আমার নাসিকা ও মুখ দ্বারা শোণিত নির্গত হইতে লাগিল; নয়নযুগল নিবিড় নীহারিকায় আচ্ছন্ন বোধ হইতে লাগিল; মস্তক বিঘূর্ণিত, শরীর নিতান্ত ক্লান্ত, নিশ্বাস রুদ্ধপ্রায় হইয়া উঠিল। এই অবস্থায় আমার প্রতিদ্বন্দ্বী পুনরায় আক্রমণ করিলেন; আমি পরাভূত হইয়া ভূতলে পড়িতেছি এমন সময়ে শুনিতে পাইলাম, মেন্টর বলিতেছেন 'অহে ইউলিসিসতনয়! তুমি কি পরাজিত হইবে?' মিত্রের স্বরশ্রবণে আমি অভিনব সাহস ও বল প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় যুদ্ধ করিতে লাগিলাম। কিয়ৎ ক্ষণ তুমুল যুদ্ধ হইল। পরিশেষে, অশেষ কৌশলে আমি তাঁহাকে ভূতলে ফেলিলাম এবং পতনমাত্র তাঁহার দিকে হস্তপ্রসারণ করিলাম; কিন্তু তিনি আমার হস্তগ্রহণে অস্বীকার করিয়া স্বয়ং শোণিতপঙ্কাবৃত শরীরে ভূমি হইতে উঠিলেন। পরাভবলজ্জায় তাঁহাকে মৃতপ্রায় হইতে হইল; তিনি পুনর্যুদ্ধে সাহস করিতে পারিলেন না।

তদনন্তর রথযুদ্ধ আরম্ভ হইল। প্রতিদ্বন্দ্বিগণ স্ব স্ব ইচ্ছানুসারে রথ মনোনীত করিয়া লইতে পারিল না, যাহার ভাগ্যে যাহা পড়িল তাহাকে তাহাই লইতে হইল। ঘটনাক্রমে অতি অপকৃষ্ট রথই আমার ভাগ্যে পড়িল। আমরা কয়েক জন আরূঢ় হইয়া আপন আপন রথ চালাইতে লাগিলাম। সকলেরই রথ অত্যন্ত বেগে ধাবমান হইল, কিন্তু আমি তাদৃশ বেগ না দিয়া তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম। কিয়ৎ দূরে গমন করিয়া সকলেরই অশ্ব নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িল। এই সময়ে আমি আপন অশ্বদিগকে সম্পূর্ণ বেগে চালাইতে লাগিলাম এবং

সর্ব্বাগ্রে নির্ণীত স্থানে উপস্থিত হইলাম। ইহা দেখিয়া সমুদায় দ্রষ্টৃবর্গ পুনর্ব্বার এই বলিয়া উচ্চৈর্ধ্বনি করিয়া উঠিল, ইউলিসিসতনয়ের জয়! এই ব্যক্তিকেই দেবতারা আমাদিগের রাজ্যেশ্বর স্থির করিয়া প্রেরণ করিয়াছেন।

তদনন্তর অতি প্রসিদ্ধ প্রাচীন ও পূজনীয় ক্রীটবাসিগণ আমাদিগকে এক কানন মধ্যে লইয়া গেলেন। ঐ কানন বহুকালাবধি অতি যত্নে রক্ষিত হইয়া আসিতেছে; উহা কখন কোন ধর্ম্মদ্বেষী ইতরজনের পদস্পর্শে দূষিত হয় নাই। প্রতিষ্ঠিত নিয়মসমূহ যথাবৎ প্রতিপালিত হইবে ও প্রজাগণের পক্ষে সকল বিষয়ে যথার্থ বিচার হইবে, এই উদ্দেশে মহাত্মা মাইনস যে কতিপয় পরম প্রাজ্ঞ ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহারা আসিয়া আমাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তথায় এক সভা হইল, কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বিগণ ব্যতিরেকে আর কোন ব্যক্তি ঐ সভায় প্রবেশ করিতে পারিল না। প্রাজ্ঞেরা আসনে উপবিষ্ট হইলেন। তাঁহারা অতি প্রাচীন; তাঁহাদের আকারে অব্যাহত বুদ্ধিশক্তি, ও প্রদীপ্ত জ্ঞানালোকের সম্পূর্ণ লক্ষণ, লক্ষিত হইতে লাগিল। ফলতঃ, তাঁহাদের মূর্ত্তি দেখিয়া আমার হৃদয়ে প্রগাঢ় ভক্তিরসের আবির্ভাব হইল। তাঁহারা অতি অল্প কথা কহিলেন, কিন্তু যাহা বলিলেন, সবিশেষ পর্য্যালোচনা না করিয়া সেরূপ বলিতে পারা যায় না। যখন তাঁহাদের পরস্পরের মত বিভিন্ন হইতে লাগিল, তাঁহারা এ রূপে স্ব স্ব পক্ষ রক্ষা করিতে লাগিলেন যে, তাঁহাদের মধ্যে মতবৈষম্য ঘটিয়াছে বলিয়া কেহ বুঝিতে পারিল না। দীর্ঘ কাল অভিনিবেশসহকৃত

পর্য্যবেক্ষণজনিত অভিজ্ঞতা দ্বারা তাঁহাদের সূক্ষ্ম বিবেক-শক্তি ও বিপুল জ্ঞান জন্মিয়াছিল; উদ্দাম ইন্দ্রিয়গণের ঔদ্ধত্য ও দুর্দ্দান্ততা বহুকালাবধি তাঁহাদিগের চিত্তভূমি হইতে অপসারিত হইয়াছিল, সুতরাং অসামান্য প্রশান্ত-চিত্ততাই তাঁহাদের তাদৃশ বিবেকশক্তির প্রধান কারণ। তাঁহাদিগের কার্য্যমাত্রেরই উদ্দেশ্য জ্ঞান; আর অবিচ্ছিন্ন ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা তাঁহাদের কুপ্রবৃত্তি সকল এরূপ নিয়ন্ত্রিত হইয়াছিল যে, জ্ঞানামৃতপানে মগ্ন থাকিয়া তাঁহারা অবিরত বিশুদ্ধ আনন্দ অনুভব করিতেন। আমি কিয়ৎ ক্ষণ তাঁহা-দিগকে বিস্ময়স্তিমিত নয়নে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম, এবং, সহসা যৌবনকাল অতিক্রম করিয়া এক বারেই তাদৃশ অভিলষণীয় বৃদ্ধাবস্থায় উপস্থিত হই, এই বাসনা আমার অন্তঃকরণে উদিত হইল; কারণ আমি বিবেচনা করিয়া দেখিলাম, যৌবনাবস্থা মনুষ্যের অশেষ অনর্থ ও অসুখের আস্পদ; যুবা ব্যক্তিরা দুর্দান্ত ইন্দ্রিয়গণের নিতান্ত পরতন্ত্র হইয়া অনায়াসেই ধর্ম্মমার্গ অতিক্রম করে।

সভাপতি এক প্রকাণ্ড পুস্তক উদঘাটন করিলেন; উহাতে মাইনসের সমুদায় নীতিশাস্ত্র লিখিত আছে। উহা সুগন্ধি-দ্রব্যপূর্ণ স্বর্ণপেটকে অতি যত্নে নিবদ্ধ থাকে। পুস্তক বহির্গত হইবা মাত্র, প্রাজ্ঞেরা প্রগাঢ় ভক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক প্রণাম করিয়া কহিতে লাগিলেন, যে সকল নিয়ম দ্বারা জ্ঞান, ধর্ম্ম, ও সুখের বৃদ্ধি হয়, তাহাদের তুল্য পবিত্র ঐহিক পদার্থ আর কিছুই নাই। যাঁহারা অন্যান্য লোকের শাসনার্থে এই সকল নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিয়া থাকেন, তাঁহাদের নিজেও সেই সকল নিয়ম দ্বারা শাসিত হওয়া আবশ্যক; কারণ ব্যক্তিবিশেষে

শাসনকর্ত্তা না হইয়া, তৎ তৎ নিয়মেরই শাসনকর্ত্তৃত্ব থাকা উচিত। প্রাচীন প্রাজ্ঞমণ্ডলী এই রূপে আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। তদনন্তর সভাপতি তিনটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন এবং কহিয়া দিলেন, মাইনসের অভিপ্রায়ানুসারে ঐ সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে হইবে।

প্রথম প্রশ্ন এই; সম্পূর্ণ স্বাধীন কে? এক ব্যক্তি বলিল, যে রাজার অপ্রতিহত প্রভুশক্তি আছে, ও যিনি স্বীয় সমুদায় অরিকুল পরাজিত করিয়া অখণ্ড ভূমণ্ডলে একাধিপত্য বিস্তার করিয়াছেন, তিনিই সম্পূর্ণ স্বাধীন। আর এক জন বলিল, যাহার এরূপ ধন আছে যে, যাহা ইচ্ছা ক্রয় করিতে পারে, সেই সম্পূর্ণ স্বাধীন। কোন ব্যক্তি বলিল, যে বিবাহ করে নাই এবং কোন রাজার শাসনাধীন না হইয়া চিরকাল দেশ ভ্রমণ করে, সেই সম্পূর্ণ স্বাধীন। কেহ কেহ বলিল, যে পুলিন্দ মৃগয়া দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করত নর-সমাজের সহিত কোন সংস্রব বা মানবজাতির প্রয়োজনো-পযোগী কোন পদার্থে অভিলাষ না রাখিয়া অরণ্যে বাস করে, সেই সম্পূর্ণ স্বাধীন। অন্যেরা বলিল, যে দাস অল্প ক্ষণ মাত্র দাসত্বশৃঙ্খল হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে, সেই সম্পূর্ণ স্বাধীন; কারণ দীর্ঘকালীন দাসত্বযন্ত্রণা হইতে মুক্ত হও-য়াতে, স্বাধীনতা যে কত মধুর তাহা তখনই সে বিলক্ষণ অনুভব করিতে পারে। অপরেরা বলিল, যাহার মৃত্যু আসন্ন হইয়াছে, সেই ব্যক্তি সর্ব্বাপেক্ষা স্বাধীন; কারণ মৃত্যুই সকল শৃঙ্খল ভেদ করিয়া দেয় ও মৃত ব্যক্তির উপর কাহারও কোন ক্ষমতা চলে না।

এই রূপে সকলে উত্তর প্রদান করিলে পর, আমি বলি-

লাম, দাসত্ব অবস্থাতেও যাহার স্বাধীনতার বিলোপ না হয়, সেই সর্ব্বাপেক্ষা স্বাধীন। যে ব্যক্তি দেবতাদিগকে ভয় করে এবং তদ্ব্যতিরেকে আর কাহা হইতেও ভীত না হয়, কেবল সেই ব্যক্তি সকল দেশে ও সকল অবস্থায় স্বাধীন। ফলতঃ, যে ব্যক্তি ভয় ও বাসনার বশীভূত না হইয়া কেবল বিবেকশক্তি ও দেবভক্তির অধীন হইয়া চলে, সেই ব্যক্তি যথার্থ স্বাধীন। প্রাচীনেরা, আমার উত্তর শ্রবণে প্রীত হইয়া সস্মিত বদনে পরস্পরের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন এবং মাইনসের উত্তরের সহিত আমার উত্তরের একবাক্যতা হইল দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন।

দ্বিতীয় প্রশ্ন এই: কোন্ ব্যক্তি সর্ব্বাপেক্ষা অসুখী? যাহার মনে যাহা উদয় হইল, সে সেইরূপ উত্তর দিতে লাগিল। এক জন বলিল, যাহার ধন, স্বাস্থ্য, ও সুখ্যাতি নাই, সেই সর্ব্বাপেক্ষা অসুখী। আর এক জন বলিল, সংসারে যাহার বন্ধু নাই, সেই সর্ব্বপেক্ষা অসুখী। কেহ কেহ বলিল, যাহার সন্তানগণ ভ্রষ্টাচার ও কৃতঘ্ন হইয়া উঠে, তাহা অপেক্ষা অসুখী আর কেহই হইতে পারে না। লেস্‌-বস্‌নিবাসী এক অতি বিখ্যাত প্রাজ্ঞ বলিলেন, যে ব্যক্তি আপনাকে অসুখী জ্ঞান করে, সেই সর্ব্বাপেক্ষা অসুখী; কারণ সুখ ও অসুখ মনের ধর্ম্ম; অসহিষ্ণুতাতে যাদৃশ অসুখ জন্মে, বাস্তবিক দুরবস্থাতেও কদাচ সেরূপ হয় না। অশুভ ঘটনার স্বাভাবিকী অসুখোৎপাদিকা শক্তি নাই, যাহার পক্ষে অশুভ ঘটে, সেই ব্যক্তির মনের গতি ও অবস্থাবিশেষই অশুভ ঘটনার তাদৃশ শক্তি উৎপাদন করে। এই উত্তর শ্রবণ মাত্র সকলে উচ্চৈঃস্বরে তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া উঠিল এবং বিবেচনা

করিল, এই প্রশ্নে ঐ ব্যক্তিই জয়ী হইলেন। কিন্তু আমাকে জিজ্ঞাসা করিলে আমি কহিলাম, যে রাজা মনে করেন যে অন্যান্য লোককে অসুখী করিলেই আপনি সুখী হইতে পারিব, তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা অসুখী। অনভিজ্ঞতা দ্বারা তাঁহার অসুখের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতে থাকে; কারণ কি নিমিত্তে অসুখ জন্মিতেছে তাহা তিনি বুঝিতে পারেন না; সুতরাং সেই অসুখের কোন প্রতিবিধানও হয় না; বাস্তবিক, তিনি অসুখের কারণ অবগত হইতে ভীত হয়েন, এবং মিথ্যাবাদী প্রতারক চাটুকারগণে সতত পরিবেষ্টিত থাকেন, তাহারা তাঁহাকে কোন বিষয়ের যথার্থ তত্ত্ব অবগত হইতে দেয় না। তিনি দাসবৎ আপন ইন্দ্রিয়গণের পরিতোষ সম্পাদনে সতত রত হইয়া স্বীয় কর্ত্তব্য কর্ম্মে একান্ত পরাঙ্মুখ ও হিতানুষ্ঠানজনিত সুখাস্বাদনে চিরকাল বঞ্চিত থাকেন, এবং ধর্ম্মের আশ্রয় লইলে যে অনির্ব্বচনীয় সুখ লাভ হয়, তাহা কখনই তাঁহার হৃদয়ে উদ্বুদ্ধ হয় না। তিনি বিষম অসুখে কালক্ষেপ করেন বটে, কিন্তু সেই অসুখ তাঁহার উপযুক্ত দণ্ড। তাঁহার মনঃপীড়ার ইয়ত্তা নাই, উহা ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেই থাকে। পরিশেষে অধোগতি প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে চিরকাল নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। এই কথা শুনিয়া প্রাজ্ঞেরা কহিলেন যে, আমি মাইনসের যথার্থ অভিপ্রায়ানুরূপ উত্তর দিয়াছি, অতএব আমি জয়ী হইলাম।

তৃতীয় প্রশ্ন এই; রণপণ্ডিত ও বিজিগীষু, অথবা রণকৌশলানভিজ্ঞ কিন্তু শান্তশীল ও রাজকার্য্যদক্ষ, এই

দুই প্রকারের মধ্যে কোন্ রাজা উত্তম? অধিকাংশ ব্যক্তি বলিল, বিজিগীষু রাজা উত্তম। তাহারা এই কারণ দর্শাইল যে, রাজা সমরকালে স্বদেশরক্ষায় অসমর্থ হইলে, তাঁহার রাজকার্য্যনৈপুণ্য ফলোপধায়ক হয় না; তাঁহার প্রভুশক্তি এক কালে বিলুপ্ত হইয়া যায়; প্রজাগণ শত্রুহস্তে পতিত হয়। কোন কোন ব্যক্তি বলিল, শান্তশীল রাজা উত্তম; কারণ যেমন তিনি রণে ভীত হইবেন, তেমনই যাহাতে সমরানল প্রজ্বলিত হইতে না পায় তদ্বিষয়েও সাতিশয় সাবধান থাকিবেন। কেহ কেহ এই উত্তরের প্রত্যুত্তর প্রদান করিল, দেখ, বিজিগীষু নরপতি বিপক্ষজয় দ্বারা যে কেবল স্বীয় যশোবৃদ্ধি করেন এমন নহে, তাঁহার প্রজাগণও দিগ্বিজয় দ্বারা দিগন্তব্যাপিনী কীর্ত্তি স্থাপন করে; কিন্তু শান্তশীল রাজার প্রজাগণ নিশ্চিন্ত ও নিরাপদ্ হইয়া বাস করিতে করিতে পরিশেষে অত্যন্ত অলস, ভীরুস্বভাব, ও কাপুরুষ হইয়া উঠে। তদনন্তর আমার মত জিজ্ঞাসা করাতে আমি বলিতে আরম্ভ করিলাম। শান্তিকালে সুপ্রণালীতে রাজকার্য্য নির্ব্বাহে নৈপুণ্য ও সমরকালে অপ্রধৃষ্যভাবে রণকৌশল প্রদর্শন, রাজার এই উভয়গুণসম্পন্ন হওয়া অত্যন্ত আবশ্যক। যিনি এই উভয়ের একতর গুণে বিহীন, তিনি প্রকৃত রাজার অর্দ্ধাংশমাত্র; কিন্তু যিনি শান্তিকালে রাজকার্য্য নির্ব্বাহে সম্যক্ প্রবীণ, কিন্তু স্বয়ং রণপণ্ডিত না হইয়াও সংগ্রামকালে উপযুক্ত সেনাপতি দ্বারা স্বীয় রাজ্যের রক্ষাকার্য্য সমাধান করিতে পারেন, তাদৃশ রাজা; আমার মতে, নিরবচ্ছিন্ন রণপণ্ডিত রাজা

অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। রণপণ্ডিত রাজা দিগ্বিজয়বাসনার বশবর্ত্তী হইয়া সর্ব্বদাই সংগ্রামব্যাপারে লিপ্ত থাকেন এবং তদ্দ্বারা নিজ প্রজাগণের উচ্ছেদ সাধন করেন। তিনি যে জাতির রাজা, যদি সেই জাতিকে তদীয় বিজিগীষা নিবন্ধন অশেষবিধ ক্লেশ ভোগ করিতে হয়, তিনি যত রাজ্য জয় করুন না কেন, তাহাতে তাহাদের কোন উপকার বা ইষ্টাপত্তি নাই। সমরানল বহু কাল প্রজ্বলিত থাকিলে রাজ্যে নানা বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয় এবং সেনাপতি ও সৈনিক পুরুষদিগের চরিত্র কলুষিত হইয়া উঠে। দেখ, ট্রয় পরাজয় করিতে গিয়া গ্রীস দেশের কত দুরবস্থা ঘটিয়াছে; তদন্তঃপাতী প্রায় সমুদায় রাজ্য ক্রমাগত দশ বৎসর কাল রাজশূন্য থাকিয়া কিরূপ বিশৃঙ্খল হইয়া উঠিয়াছে! আর যে দেশে যখন সমরানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, সে দেশে সর্ব্ব প্রকারে দুরবস্থার একশেষ ঘটে। রাজশাসন, কৃষি, বাণিজ্য, বিদ্যানুশীলন প্রভৃতির এক কালে লোপাপত্তি হইয়া উঠে। যে দেশের রাজা দিগ্বিজয়প্রিয়, সেই দেশের লোকদিগকে অবশ্যই তাঁহার দুরাকাঙ্ক্ষা নিবন্ধন অশেষবিধ ক্লেশ ভোগ করিতে হয়। কোন রাজ্যের জয়কার্য্য সমাধান হইলে জেতা ও বিজিত উভয়েরই প্রায় সমান সর্ব্বনাশ হয়, কেবল রাজা, বিজয়ী হইলাম এই ভাবিয়া, অভিমানে উন্মত্ত হন। সেই রাজা রাজশাসনকার্য্যে একান্ত অনভিজ্ঞ, সুতরাং যুদ্ধে জয়ী হইয়াও সেই জয় দ্বারা সাধারণের কোন উপকার সম্পাদন করিতে পারেন না। বাস্তবিক, তাদৃশ রাজা প্রজাগণের সুখ সমৃদ্ধি সংবৰ্দ্ধনের নিমিত্ত জন্মগ্রহণ

করেন না, ভূমণ্ডলে কেবল বিশৃঙ্খলা, অত্যাচার ও অনর্থপাত ঘটাইবার নিমিত্তই তাঁহার জন্ম হয়। ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবেক যে, শান্তশীল রাজা দিগ্বিজয় ব্যাপারে সমর্থ বা অভিজ্ঞ নহেন, অর্থাৎ যে সকল জাতির সহিত তাঁহার কোন সংস্রব বা যাহাদের উপর কোনপ্রকার অধিকার নাই, সেই সেই জাতির উপর আধিপত্য বিস্তার করিবার নিমিত্ত সর্ব্বদা অস্থির, বিবাদপরায়ণ ও রণোন্মত্ত হইয়া আপন প্রজাদিগকে সতত ক্লেশ প্রদান করেন না। কিন্তু যদি তিনি ন্যায়পরায়ণ ও রাজশাসনকার্য্যে সম্যক্ পারদর্শী হয়েন, তাহা হইলে তদীয় প্রজাদিগকে কখনই বিপক্ষের আক্রমণ নিবন্ধন উৎপাতগ্রস্ত হইতে হয় না। তদীয় অবিচলিত ন্যায়পরতা, মিতাকাঙ্ক্ষিতা, অপক্ষপাতিতা প্রভৃতি গুণ দর্শনে সকলেই তাঁহার প্রতি প্রীতি ও ভক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকেন, সকলেই তাঁহার মৈত্রীশৃঙ্খলে বদ্ধ হয়েন; তিনিও, যাহাতে সেই মৈত্রীর উচ্ছেদ বা ব্যতিক্রম ঘটিতে পারে, কদাচ তাদৃশ আচরণ করেন না, এবং যে অঙ্গীকার করেন প্রাণান্তেও তৎপ্রতিপালনে পরাঙ্মুখ হয়েন না; এই সমস্ত কারণে তিনি প্রতিবেশী নৃপতিদিগের বিশ্বাসভূমি, প্রণয়াস্পদ, ও ভক্তিভাজন হইয়া কাল যাপন করেন। তাঁহাদিগের মধ্যে পরস্পর বিরোধ উপস্থিত হইলে তিনি মধ্যস্থ হইয়া বিবাদ ভঞ্জন করিয়া দেন, কেহই তাঁহার মীমাংসায় অসন্তোষ প্রদর্শন করেন না। যদি কখন কোন দুর্বৃত্ত নরপতি দুরাকাঙ্ক্ষার বশবর্ত্তী হইয়া তদীয় অধিকার আক্রমণ করেন, তদীয় মিত্রভাববদ্ধ নৃপতিগণ সম-

বেত হইয়া সাহায্যদান দ্বারা সেই আক্রমণের নিবারণ ও সেই দুরকাঙ্ক্ষ নরপতিকে সাধারণের শত্রু জ্ঞান করিয়া যথোচিত প্রতিফল প্রদান করেন। তিনি ন্যায়পরায়ণ ও রাজশাসনকার্য্যে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞ ও বিলক্ষণ পারদর্শী, অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করেন, যাহাতে তাহাদের সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি, সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে অনুরাগ, ও অসৎ প্রবৃত্তি পরিহার হয় তদ্বিষয়ে নিরন্তর ব্যাপৃত থাকেন, এজন্য তাঁহার নিজ প্রজাগণ তাঁহার প্রতি পিতৃভক্তি প্রদর্শন করে। ফলতঃ, যে রাজার শাসনগুণে রাজ্যের যাবতীয় লোক সুখে ও স্বচ্ছন্দে কালযাপন করে, তাঁহারই রাজসিংহাসনে অধিরোহণ করা সার্থক, এবং তাদৃশ ব্যক্তিরই রাজশব্দে উল্লিখিত হওয়া উচিত। যদিও তিনি নিজে আবশ্যক সময়ে সমরব্যাপারে অপারক হন, নিযুক্ত সেনাপতিগণ দ্বারা অনায়াসে তাহার সম্যক্ সমাধান হইতে পারে। তিনি রাগদ্বেষ বিবর্জ্জিত, এজন্য যথার্থ উপযুক্ত ব্যক্তিদিগকেই নিযুক্ত করিবেন; সুতরাং তাঁহার নিযোজিত সেনাপতিরা প্রকৃত রূপে কার্য্য করিতে সমর্থ হইবেন, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। অতএব তাদৃশ নৃপতির সমরব্যাপারে অনভিজ্ঞতারূপ যে ন্যূনতা থাকে, অনায়াসেই তাহার পরিহার হইতে পারে। এই সমস্ত হেতু বশতঃ আমার মতে শান্তশীল রাজা বিজিগীষু অপেক্ষা সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ।

আমার উত্তর শ্রবণ করিয়া অনেকেই অসন্তোষ প্রদর্শন করিলেন। আমি তাহাতে আশ্চর্য্য বোধ করিলাম না, কারণ সাধারণ লোকে সকল বিষয়ে ধূম ধাম দেখিলেই

প্রীত হইয়া থাকে। বিজিগীষু রাজা দিগ্বিজয়ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইয়া বিজয়ী হইলে, লোকে যে পরিমাণে তাঁহাকে প্রশংসা ও সাধুবাদ প্রদান করিয়া থাকেন, শান্তশীল রাজা রাজ্যশাসনে ও প্রজাপালনে সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইয়া কদাচ তদনুরূপ প্রশংসা ও সাধুবাদ লাভ করিতে পারেন না। যাহা হউক, প্রাজ্ঞেরা বলিলেন, আমি যাহা কহিলাম, মাইনসের অভিপ্রায়ের সহিত তাহার সম্পূর্ণ ঐক্য হইয়াছে। সভাপতি কহিলেন, অদ্য এপলো দেবের অভিপ্রায় সম্পন্ন হইল। মাইনস তাঁহার নিকট এই জানিবার প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে, আমি যে বিধি প্রতিষ্ঠিত করিলাম, আমার সন্তানপরম্পরা কতকাল তদনুসারে রাজ্যশাসন করিবেক? তাহাতে তিনি এই উত্তর পাইয়াছিলেন যে, যখন কোন বৈদেশিক তোমার প্রতিষ্ঠিত বিধির প্রকৃত তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়া ঐ বিধির আধিপত্য স্থাপন করিবেক, তখন তোমার বংশের রাজ্যাধিকার নিবৃত্ত হইবেক। আমরা মনে করিয়াছিলাম, কোন দেশান্তরীয় দুর্বৃত্ত নরপতি আমাদের এই দ্বীপ জয় ও অধিকার করিবেক; কিন্তু ইউলিসিসের পরম প্রাজ্ঞ পুত্র ঐ দেববাণীর যথার্থ অর্থোদ্ভেদ করিয়া আমাদিগের অন্তঃকরণ হইতে সেই বিষম আশঙ্কার সম্পূর্ণ নিরাকরণ করিয়াছেন। এক্ষণে আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই, ত্বরায় তাঁহাকে অভিষিক্ত ও সিংহাসনে সন্নিবেশিত করা যাউক।

টেলিমেকস

ষষ্ঠ সর্গ।

পরীক্ষাকার্য্য সমাপিত হইলে, প্রাজ্ঞেরা অবিলম্বে কানন হইতে চলিয়া গেলেন। প্রধান প্রাজ্ঞ, হস্তধারণ পূর্ব্বক, আমাকে সমবেতপ্রজাগণসমক্ষে লইয়া গিয়া কহিলেন, ইনিই সকল বিষয়ে জয়ী হইয়াছেন, অতএব ইঁহাকেই সিংহাসনে সন্নিবেশনরূপ পুরস্কার প্রদান করা যাইবে। এই বাক্য উচ্চারিত হইবামাত্র চতুর্দ্দিকে তুমুল কোলাহল উত্থিত হইল। সকলে উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিল, ইউলিসিসতনয় দ্বিতীয় মাইনস, ইনিই আমাদের রাজা হউন। এই বাক্য নিকটবর্ত্তী পর্ব্বতে অভিহত হইয়া প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

আমি কিয়ৎ ক্ষণ মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলাম; অনন্তর ইঙ্গিত দ্বারা ব্যক্ত করিলাম যে, আমার কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে। এই সময়ে মেন্টর আমার নিকটে আসিয়া মৃদু স্বরে কহিতে লাগিলেন, টেলিমেকস? তুমি কি এ জন্মের মত স্বদেশ পরিত্যাগ করিবে? রাজ্যলোভ কি তোমার হৃদয় হইতে জন্মভূমি ও জনক জননীর স্নেহকে এক বারেই অপসারিত করিবেক? তাঁহারা তোমার দর্শনোৎ-

স্থক হইয়া অহোরাত্র হাহাকার করিতেছেন। ইহা শুনিয়া আমার অন্তঃকরণ স্নেহরসে উচ্ছলিত হইয়া উঠিল এবং রাজ্যলোভ এক বারে অন্তরিত হইয়া গেল। ইতিমধ্যে সমুদায় শ্রোতৃবর্গ নিস্পন্দ ও নিস্তব্ধ হইল। আমি তাহাদিগকে কহিতে লাগিলাম, হে ক্রীটবাসিগণ! তোমরা আমাকে যে পদ প্রদান করিতেছ, আমি তাহার উপযুক্ত নহি; তোমরা যে দেববাণী শ্রবণ করিয়াছ, তাহার মর্ম্ম এই বটে যে, যৎকালে কোন বিদেশীয় ব্যক্তি আসিয়া মাইনসের প্রতিষ্ঠিত রাজনীতি প্রবর্ত্তিত করিবে, সেই সময় অবধি তদ্বংশীয়েরা রাজ্যভ্রষ্ট হইবেন; কিন্তু উহার এরূপ তাৎপর্য্য নহে যে, ঐ বিদেশীয় ব্যক্তিই রাজ্যে অভিষিক্ত হইবে। আমি যে সেই দেববাণীপ্রোক্ত বৈদেশিক ও আমার আগমনে যে সেই দেববাণীর সার্থকতা সম্পন্ন হইল, তদ্বিষয়ে আমার সম্পূর্ণ প্রত্যয় জন্মিয়াছে। বিধিনির্ব্বন্ধবশতঃ আমি এই দ্বীপে উপনীত হইয়া, মাইনসের প্রতিষ্ঠিত নীতিশাস্ত্রের যথার্থ তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছি; অভিলাষ করি, তোমাদিগের মনোনীত ব্যক্তি, সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া, ঐ নীতিশাস্ত্রের মর্ম্মানুসারে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করেন। ক্রীটদ্বীপ সুশোভিত, অতি সমৃদ্ধ, ও পরম রমণীয় বটে; উহার সহিত তুলনা করিলে, ইথাকা অতি সামান্য দ্বীপ মাত্র; কিন্তু উহা আমার জন্মভূমি, আমি প্রাণান্তেও জন্মভূমির মমতা পরিত্যাগ করিতে পারিব না। বিধাতার নির্ব্বন্ধ কে খণ্ডিতে পারে? আমার যে যে স্থানে ভ্রমণ করা নির্ণীত হইয়া আছে, তাহার অন্যথা করা কাহার সাধ্য? অতএব তোমরা

আমায় রাজ্যভার গ্রহণের অনুরোধ করিও না। আমি তোমাদিগের যুদ্ধাদিতে প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়াছিলাম বটে, কিন্তু রাজ্যলোভে আক্রান্ত হইয়া তদ্বিষয়ে প্রবৃত্ত হই নাই। যুদ্ধে জয়ী হইলে তোমরা আমার প্রতি সমাদর ও দয়া প্রকাশ করিবে এবং যাহাতে পুনরায় জনক জননী ও জন্মভূমি দর্শন করিতে পারি তদ্বিষয়ে সবিশেষ সাহায্য দান করিবে, কেবল এই প্রত্যাশায় আমি প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়াছিলাম। আমি অধিক আর কি বলিব, পিতা মাতার শুশ্রূষা করিতে পাইলে আমি অখণ্ড ভূমণ্ডলের সাম্রাজ্য-পদ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে কাতর নহি। হে ক্রীট-বাসিগণ! আমি আমার মনের কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর। আমি তোমাদিগকে অগত্যা পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছি; কিন্তু আমি কখনই তোমাদিগের নিকট কৃতজ্ঞতাঋণ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিব না। যত দিন দেহে জীবনসম্বন্ধ থাকিবে, তোমাদিগকে সস্নেহ হৃদয়ে স্মরণ করিব, তোমাদের হিতানুধ্যান ও হিতানুষ্ঠান-বাসনা অনুক্ষণ আমার হৃদয়ে জাগরূক থাকিবে।

আমার বাক্য সমাপ্ত না হইতেই বাত্যাহততরঙ্গধ্বনির ন্যায় চতুর্দ্দিক্ হইতে গভীর কল কল শব্দ উত্থিত হইল। কেহ কেহ সন্দেহ করিতে লাগিল যে, আমি দেবতা, মানবরূপ ধারণ করিয়া আসিয়াছি। কেহ কেহ বলিতে লাগিল, না, আমরা উঁহাকে চিনি, উঁহার নাম টেলিমেকস, উঁহাকে অন্যান্য দেশেও দেখিয়াছি; আর অনেকে বলিতে লাগিল, উঁহাকে বলপূর্ব্বক সিংহাসনে সন্নিবেশিত করিতে হইবে। এইরূপ বহুবিধ কথোপকথন শুনিয়া, আমি পুন-

রায় ইঙ্গিত করিয়া জানাইলাম যে, আমার আরও কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে। প্রজাগণ তৎক্ষণাৎ নিস্তব্ধ হইল এবং এই মনে করিতে লাগিল যে, এই বার আমি রাজ্যভার-গ্রহণে সম্মতি প্রকাশ করিব। আমি কহিতে লাগিলাম, হে ক্রীটবাসিগণ! আমি তোমাদিগকে অকপট হৃদয়ে মনের কথা কহিতেছি। পৃথিবীতে যত জাতি আছে, আমি তোমাদিগকে সেই সকল অপেক্ষা জ্ঞানী বিবেচনা করি; কিন্তু একটী বিষয়ে বিলক্ষণ ত্রুটি দেখিতেছি; যে ব্যক্তি তোমাদের রাজনিয়ম অবগত মাত্র হইয়াছে, তাহাকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করা কোন ক্রমেই যুক্তিসিদ্ধ নহে; যে ব্যক্তি স্থির চিত্তে ঐ সমস্ত নিয়মের অভ্যাস করিয়াছে, তাহাকেই তাদৃশ গুরুতর কার্য্যে নিযোজিত করা কর্ত্তব্য। আমি অদ্যাপি অপরিণতবয়স্ক বালক, আমার কোন বিষয়ে অভিজ্ঞতা জন্মে নাই; উদ্দাম ইন্দ্রিয়-গণের পরতন্ত্র হইয়া কার্য্য করিয়া থাকি; এই আমার গুরূপদেশের সময়, রাজ্যভারগ্রহণে আমি অদ্যাপি সমর্থ হইতে পারি নাই। কোন ব্যক্তি বুদ্ধি ও বলে জয়ী হইলেই তাঁহার হস্তে রাজ্যের ভারার্পণ করা উচিত নহে; সেই ব্যক্তি স্বীয় ইন্দ্রিয়গণের জয় করিয়াছেন কি না, তদ্বিষয়ে সবিশেষ অনুসন্ধান করা আবশ্যক। যাঁহার হৃদয়পটে মাই-নসের সমুদায় নীতিশাস্ত্র লিখিত হইয়াছে এবং কার্য্য দ্বারা যিনি তদন্তর্গত প্রত্যেক উপদেশবাক্যের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছেন, তাঁহাকেই রাজপদে প্রতিষ্ঠিত কর। ফলতঃ, তিনি যাহা মুখে বলেন তাহা না শুনিয়া, যে সকল কার্য্য করিয়াছেন তাহা দেখিয়াই তাঁহাকে মনোনীত কর।

প্রাজ্ঞেরা আমার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সাতিশয় প্রীত হইলেন এবং কিয়ৎ ক্ষণ অভিনিবেশ পূর্ব্বক বিবেচনা করিয়া কহিতে লাগিলেন, টেলিমেকস! তুমি যে রাজ্যভার গ্রহণ করিবে তদ্বিষয়ে আমাদের আর আশা নাই; তবে যাহাতে আমরা উৎকৃষ্ট রাজার হস্তে রাজ্যভার ন্যস্ত করিতে পারি, এক্ষণে তদ্বিষয়ে সহায়তা কর। এ দেশে রাজশক্তি পরিচ্ছিন্ন; যিনি সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়া ঐরূপ ক্ষমতাতে সন্তুষ্ট হইয়া থাকিবেন, তাদৃশ কোন মহানুভাব ব্যক্তিকে নিরূপিত করিয়া দাও।

আমি বলিলাম, আমার পরিচিত সর্ব্বগুণালঙ্কৃত এক মহানুভাব ব্যক্তি আছেন। আমাতে যে কোন গুণ আছে, তাহা আমি তাঁহার নিকটেই প্রাপ্ত হইয়াছি; আর যে সকল বাক্য আমার মুখ হইতে নির্গত হইয়াছে, তৎসমুদায় তাঁহারই জ্ঞানরত্নাকর হইতে উদ্ধৃত। আমার বাক্য সমাপ্ত না হইতেই, মেণ্টরের উপর সকলের নেত্র পতিত হইল। আমি হস্ত ধারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে তাহাদিগের সম্মুখে উপনীত করিলাম এবং, তিনি যে প্রকারে আমাকে শৈশবাবস্থায় রক্ষা করিয়াছিলেন, যে সকল বিপদ্ হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন, ও তদীয় উপদেশে অবহেলা করিয়া আমার যে সকল দুর্দশা ও দুর্দৈব ঘটিয়াছিল, তৎ সমুদায় সবিস্তর বর্ণন করিলাম। মেণ্টর স্বভাবতঃ নম্রপ্রকৃতি ও মিতভাষী, তাঁহার পরিচ্ছদও অতি সামান্যরূপ, সুতরাং জনতামধ্যে তিনি এ পর্য্যন্ত অলক্ষিতপ্রায় দণ্ডায়মান ছিলেন, এক্ষণে তিনি সকলের সবিশেষ লক্ষ্য হইয়া উঠিয়াছেন দেখিবামাত্র তদীয় মুখমণ্ডলে অনির্ব্বাচ-

নীয় দৃঢ়তা ও গম্ভীরতা, নয়নদ্বয়ে অসামান্য তীক্ষ্ণতা, ও প্রত্যেক অঙ্গসঞ্চালনে অসাধারণ বল বিক্রম, লক্ষিত হইতে লাগিল। তাঁহাকে কতিপয় প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইল: তাঁহার উত্তর শ্রবণে সকলে একবাক্য হইয়া অশেষ ধন্যবাদ প্রদান পূর্ব্বক তাঁহাকে রাজপদ প্রদান করিল; কিন্তু তিনি অম্লান বদনে অস্বীকার করিয়া কহিতে লাগিলেন, আমি রাজপদ অপেক্ষা সামান্য গৃহস্থাশ্রমে অধিকতর সুখানুভব করি। দেখ! দেশহিতৈষী নরপতিগণ, কল্যাণকর ব্যাপারসমূহে অশেষ আয়াস স্বীকার করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া, যৎপরোনাস্তি মনঃপীড়া প্রাপ্ত হন, আর যে সকল অত্যাচার নিবারণ করা তাঁহাদিগের উদ্দেশ্য, চাটুকারদিগের প্রতারণাবাক্যে মুগ্ধ হইয়া, তাঁহাদিগকে নিজে তৎসমুদায়ে প্রবৃত্ত হইতে হয়। যদি পরাধীনতা পরম দুঃখের কারণ বলিয়া পরিগণিত হয়, তাহা হইলে, রাজপদে কোন ক্রমেই সুখ সম্ভবিতে পারে না। রাজপদ পরাধীনতার রূপান্তর মাত্র। রাজা কখনই স্বহস্তে সমুদায় রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারেন না, তাঁহাকে অবশ্যই অধিকৃতবর্গের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। এই আয়াসসাধ্য গুরুতর রাজ্যভার যাহাদিগের স্কন্ধে না থাকে তাহারাই সুখী! রাজ্যভার গ্রহণ করিতে হইলে, সাধারণের উপকারার্থে স্বীয় স্বাধীনতার উচ্ছেদ করিতে হয়। অতএব স্বদেশের রাজ্য ভিন্ন অন্য কোন অনুরোধেই এরূপ ক্ষতি স্বীকার করিতে পারা যায় না, আর রাজপদে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি ব্যতিরেকে আর কেহই ঈদৃশ ক্ষতি স্বীকারে সম্মত হইতে পারে না।

মেণ্টরের বাক্য শ্রবণে ক্রীটবাসীরা প্রথমতঃ বিস্ময়-স্তিমিত নয়নে নিস্তব্ধ হইয়া রহিল; পরিশেষে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, আমরা কি প্রকার ব্যক্তিকে সিংহাসন প্রদান করিব, আপনি তাহার ব্যবস্থা করিয়া দেন। মেণ্টর কহিলেন, যাহাদিগের শাসন করিতে হইবেক, যে ব্যক্তি তাহাদের বিষয় সবিশেষ অবগত আছেন, এবং যিনি রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন দুরূহ কর্ম্ম বলিয়া জ্ঞান করেন, ও তাহাতে পদে পদে বিপদ্ ঘটে বলিয়া ভীত হন, সেইরূপ ব্যক্তিকে তোমরা মনোনীত কর। যিনি রাজার কর্ত্তব্য কর্ম্ম না জানিয়া রাজপদের অভিলাষী হন, তাঁহা দ্বারা কোন ক্রমেই রাজকার্য্য নির্ব্বাহ হইতে পারে না। তাদৃশ ব্যক্তি কেবল আত্মসন্তোষার্থে রাজপদের নিমিত্ত লোলুপ হন; কিন্তু যিনি কেবল স্বজাতিস্নেহানু-রোধে রাজপদগ্রহণে সম্মত হন, তাঁহাকেই ঈদৃশ দুর্ব্বহ ভারার্পণ করা কর্ত্তব্য।

এই রূপে আমরা উভয়েই এতাদৃশ লোভনীয় রাজ-পদ প্রত্যাখ্যান করিলে, সকলে চমৎকৃত হইয়া অনুসন্ধান করিতে লাগিল যে, আমাদিগকে কে ঐ দেশে আনয়ন করিয়াছে। নসিক্রেটিস তৎক্ষণাৎ হেজলকে দেখাইয়া দিলেন। তাহারা হেজলের নিকট সবিশেষ সমুদায় অব-গত হইল; কিন্তু যখন শুনিল যে, যে ব্যক্তি এই মাত্র রাজপদগ্রহণে অস্বীকার করিলেন, কিয়ৎ দিন পূর্ব্বে তিনি হেজলের দাসত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন, হেজল তাঁহার অসামান্য বুদ্ধিশক্তি ও অলৌকিক গুণগ্রাম দর্শনে মোহিত হইয়া তাঁহাকে পরম মিত্র ও উপদেষ্টা জ্ঞান করেন, এবং

জ্ঞানোপার্জ্জনবাসনার বশীভূত হইয়া মাইনসের নিয়মাবলী অবগত হইবার নিমিত্ত, সীরিয়া হইতে ক্রীট দ্বীপে উপনীত হইয়াছেন; তখন তাহাদের বিস্ময়ের আর সীমা রহিল না।

তদনন্তর প্রাজ্ঞেরা হেজলকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে বিজ্ঞবর! মেণ্টর ও তুমি যে একমতাবলম্বী তাহার সন্দেহ নাই; অতএব তিনি যে সিংহাসনের অঙ্গীকরণে বিমুখ হইয়াছেন, তাহা তোমাকে অর্পণ করিবার প্রস্তাব করিতে আমাদের সাহস হইতেছে না। তুমি মানবজাতিকে এত ঘৃণা কর যে, তাহাদের আধিপত্যগ্রহণেও সম্মত নহ; আর ঐশ্বর্য্যে ও আধিপত্যে এমন কিছুই দৃষ্ট হইতেছে না যে, উহা তোমার দুর্ব্বহরাজ্যভারজনিত ক্লেশ মোচনে সমর্থ হইতে পারিবে। হেজল উত্তর করিলেন, হে ক্রীটবাসিগণ! তোমরা মনে করিও না যে, আমি মানবজাতিকে ঘৃণা করি; যথোচিত পরিশ্রম সহকারে তাহাদিগকে ধার্ম্মিক ও সুখী করিতে পারিলে যে নির্ম্মল সুখলাভ ও অবিনশ্বর কীর্ত্তি সঞ্চয় হয়, তাহা আমার বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হইতেছে; কিন্তু সেই পরিশ্রম দ্বারা যেরূপ কীর্ত্তি স্থাপিত হউক না কেন, তাহাতে বহু ক্লেশ ও নানা বিপদ্ আছে। সিংহাসনের বাহ্য শোভা কেবল নির্ব্বোধ ও গর্ব্বিতের মন মোহিত করে। জীবন অল্পকালস্থায়ী; উচ্চ পদে অধিরোহণ করিলে, বিষয়বাসনা শমিত না হইয়া বরং উত্তরোত্তর উদ্দীপিত হইতেই থাকে। আমি উচ্চপদলাভের অভিলাষে এত দূর আসি নাই, রাজপদ আমি অতি অকিঞ্চিৎকর জ্ঞান

করি। আমার আর কোন অভিলাষ নাই, সতত কেবল এই বাসনা যে, নিশ্চিন্ত মনে বিজন বাসে জীবন ক্ষেপণ করিব ও আত্মাকে পরম পবিত্র জ্ঞানামৃতপানে মগ্ন রাখিয়া, অনন্ত পারলৌকিক সুখ সম্ভোগ প্রত্যাশায় জীবনের স্বল্পাবশিষ্ট ভাগ নিরুদ্বেগে যাপন করিব। এতদ্ভিন্ন আমার আর এই এক বাসনা আছে যে, আমাকে যেন কখনই মেণ্টর ও টেলিমেকসের সহবাসসুখে বঞ্চিত হইতে না হয়।

অনন্তর ক্রীটবাসীরা মেণ্টরকে সম্বোধন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিলেন, হে বিজ্ঞতম! হে নরোত্তম! কোন্ ব্যক্তি আমাদের রাজা হইবেন, আপনি স্থির করিয়া দেন, নতুবা আমরা আপনাকে এই দ্বীপ হইতে প্রস্থান করিতে দিব না। মেণ্টর অবিলম্বে উত্তর করিলেন, হে ক্রীটবাসিগণ! যৎকালে আমি রঙ্গভূমিতে দাঁড়াইয়া যুদ্ধাদি দেখিতেছিলাম, তখন এক ব্যক্তি আমার নয়নগোচর হইয়াছিলেন; তাদৃশ জনতামধ্যেও তাঁহাকে অবহিতচিত্ত ও প্রশান্তমূর্ত্তি দেখিয়াছি, আর বোধ হইতে লাগিল, তিনি পরিণতবয়স্ক হইয়াও বিলক্ষণ সবলকায় রহিয়াছেন। পরে কৌতুহলাকুলিত চিত্তে অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম, তাঁহার নাম অরিষ্টডিমস্। কিয়ৎ ক্ষণ পরে শুনিলাম, নিকটবর্ত্তী কতক গুলি লোক তাঁহাকে বলিতেছে, আপনকার দুই পুত্র এই সকল যুদ্ধাদিতে প্রতিদ্বন্দ্বী আছেন। তিনি তাহাতে সন্তোষ প্রকাশ না করিয়া কহিতে লাগিলেন, একটী পুত্রকে আমি এত স্নেহ করি যে, তাহাকে রাজপদসংক্রান্ত বিপত্তিতে মগ্ন

হইতে দেখিলে, আমার অতিশয় কষ্ট বোধ হইবে; আর স্বদেশের প্রতি আমার এত স্নেহ আছে যে, অপর পুত্রের হস্তে রাজ্যভার অর্পিত হওয়া কোন ক্রমেই আমার অভিমত নহে। তাঁহার এইরূপ বাক্যশ্রবণমাত্র আমি বুঝিতে পারিলাম যে, তাঁহার একটী পুত্র ধার্ম্মিক ও সচ্চরিত্র, তাহাকে তিনি সাতিশয় স্নেহ করেন; আর অপর পুত্রটী দুঃশীল ও অসৎ, তাহার প্রতি তাঁহার তাদৃশ স্নেহ নাই। ফলতঃ, এই কথোপকথন শুনিয়া, তাঁহার সবিশেষ জীবনবৃত্তান্ত অবগত হইবার নিমিত্ত আমি একান্ত কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া অনুসন্ধান করাতে, এক ব্যক্তি আমাকে বলিতে লাগিলেন; 'অরিষ্টডিমস্ বহু কাল সেনাসংক্রান্ত কর্ম্ম করিয়াছেন; তাঁহার সর্ব্ব-শরীর অস্ত্রাঘাতচিহ্নে অঙ্কিত আছে; কিন্তু তিনি কপট ব্যবহার ও চাটুবাদ অত্যন্ত ঘৃণা করেন, এজন্য আমা-দিগের পূর্ব্ব নৃপতি আইডোমিনিয়স্ তাঁহাকে দেখিতে পারিতেন না, সুতরাং ট্রয়নগরের অবরোধার্থ যাত্রাকালে তাঁহাকে ক্রীটদ্বীপে রাখিয়া গেলেন। নৃপতির অন্তঃ-করণ নিরন্তর শঙ্কিত থাকিত; কারণ তিনি বুঝিতে পারি-তেন যে, অরিষ্টডিমস্ তাঁহাকে যে সকল উপদেশ দিতেন তাহা অতি উৎকৃষ্ট; কিন্তু তাঁহার চিত্তের এতাদৃশী দৃঢ়তা ছিল না যে, তদনুসারে কার্য্য করিয়া উঠেন। আর অরিষ্টডিমস্ স্বীয় অলৌকিক গুণগ্রামপ্রভাবে অল্প-কালমধ্যে অবশ্যই অসাধারণ খ্যাতি লাভ করিবেন, ইহা চিন্তা করিয়া তদীয় অন্তঃকরণে ঈর্ষ্যারও সঞ্চার হইত। এই সমস্ত কারণে, রাজা এই মহানুভাব বীরপুরুষের

পূর্ব্বকৃত কার্য্যসমূহ বিস্মরণ পূর্ব্বক, তাঁহাকে দারিদ্র্যদুঃখে মগ্ন এবং নিষ্ঠুর ও নীচ লোকের উপহাসাস্পদ করিয়া ট্রয়যাত্রা করিয়াছিলেন। কিন্তু অরিষ্টডিমস্ দরিদ্রতাতে অসন্তুষ্ট হইলেন না; ক্রীটদ্বীপের প্রান্তভাগে স্বচ্ছন্দে বাস করিয়া, স্বহস্তে ভূমিকর্ষণ পূর্ব্বক জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। যে পুত্রটী তাঁহার অত্যন্ত প্রিয়, সে কৃষিকর্ম্মে তাঁহার যথোচিত সহায়তা করিতে লাগিল। এই রূপে পরিশ্রম দ্বারা প্রয়োজনোপযোগী অর্থ লাভ করিয়া তাঁহারা মিতব্যয়িতা সহকারে পরম সুখে কাল যাপন করিতে লাগিলেন। অরিষ্টডিমস্ যেমন বীরপুরুষ, তেমনই জ্ঞানী ও দয়াদাক্ষিণ্যাদি গুণে মণ্ডিত। সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া যাহা কিছু উদ্বৃত্ত হয়, তিনি তৎ-ক্ষণাৎ তাহা বৃদ্ধ ও রুগ্নদিগকে দান করেন, যুবকদিগকে পরিশ্রমে উত্তেজিত, কুপথ প্রবৃত্ত ব্যক্তিদিগকে সৎপথা-বলম্বনে প্রোৎসাহিত, ও মূর্খদিগকে জ্ঞানোপার্জ্জনে উৎসুক করেন, এবং পরস্পর বিবাদ ঘটিলে স্বয়ং মধ্যবর্ত্তী হইয়া মীমাংসা করিয়া দেন। ফলতঃ, তিনি সকল পরিবারেরই একপ্রকার কর্ত্তা। তাঁহার নিজপরিবারমধ্যে সকল সুখই আছে, কেবল দ্বিতীয় পুত্রটী সুশীল ও সজ্জন হইলে অসুখের কারণমাত্র থাকিত না। পুত্রের চরিত্রসংশোধন নিমিত্ত তিনি বহু কাল অশেববিধ চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কোন ক্রমেই কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া পরি-শেষে তাহাকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছেন। তদবধি সে, নানাবিধ গর্হিত কার্য্যের অনুষ্ঠানে রত হইয়া, অশেষ অত্যাচার করিতেছিল; এক্ষণে দুরাকাঙ্ক্ষার বশী-

ভূত হইয়া, হিতাহিতবিবেচনায় এক বারে বিসর্জ্জন দিয়া রাজপদপ্রার্থী হইয়াছে।'

হে ক্রীটবাসিগণ! অরিষ্টডিমসের বিষয় আমি যেরূপ শুনিয়াছিলাম অবিকল বর্ণন করিলাম; উহা যথার্থ কি না তাহা তোমরাই বলিতে পার। যদি যথার্থ হয়, তাহা হইলে এত আড়ম্বর ও এত জনতার প্রয়োজন কি ছিল? যিনি সমর-সংক্রান্ত সমুদায় ব্যাপার সবিশেষ অবগত আছেন; যাঁহার এত সাহস ও সহিষ্ণুতা আছে যে, ভল্ল প্রভৃতি অস্ত্রাঘাতের কথা দূরে থাকুক, দরিদ্রতার তীব্র ও দুঃসহ শরাঘাতেও অবিচলিত থাকেন; যিনি তোষামোদার্জ্জিত ধনে ঘৃণা প্রদর্শন করেন; যাঁহার আলস্যে বিরাগ ও পরিশ্রমে অনুরাগ আছে; কৃষিকার্য্য দ্বারা সাধারণের কত উপকার জন্মে, যিনি তাহার সবিশেষ অবগত আছেন; যিনি বাহ্য শোভায় ও বাহ্য আড়ম্বরে একান্ত বিমুখ; যাঁহার ইন্দ্রিয়গণ নিয়ত বুদ্ধিবৃত্তির অধীন; যে সন্তানস্নেহের বশীভূত হইয়া প্রায় সকলেই হিতাহিত বিবেচনাশূন্য হইয়া উঠে, সেই সন্তান-স্নেহ যাঁহাকে কখনই ধর্ম্মপথ হইতে স্খলিতপাদ করিতে পারে নাই; যিনি তনয়দ্বয়ের মধ্যে ধার্ম্মিককে লালন পালন করিতেছেন, ও অধার্ম্মিককে নিষ্কাশিত করিয়াছেন; ফলতঃ, যাঁহাকে ক্রীটবাসীদিগের পিতার স্বরূপ বলিতে পারা যায়, ঈদৃশ ব্যক্তি তোমাদিগের দেশে বাস করিতেছেন। অতএব, যদি মাইনসের দণ্ডনীতি অনুসারে শাসিত হইতে অভিলাষ থাকে, তাহা হইলে ইঁহাকেই সিংহাসন প্রদান কর।

মেন্টরের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সকলে একবাক্য হইয়া মুক্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, অরিষ্টডিমসের বিষয় যাহা কথিত

হইল তাহা সম্পূর্ণ যথার্থ ; তিনিই যে রাজপদের যথার্থ উপযুক্ত পাত্র তদ্বিষয়ে কোন সংশয় নাই। পৌরগণ ও জানপদবর্গ এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলে, প্রাজ্ঞেরা অরিষ্টডিমসের আনয়ন জন্য আদেশ করিলেন। তিনি জনতামধ্যে অতি সামান্য লোকদিগের সহিত এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান ছিলেন, তথা হইতে অবিলম্বে আনীত হইলেন। তিনি সমাজসমীপে দণ্ডায়মান হইলে, তাঁহাকে সম্পূর্ণ প্রশান্তমূর্ত্তি ও নিরুৎকণ্ঠচিত্ত বোধ হইতে লাগিল। ক্রীটবাসীরা তাঁহাকে সিংহাসনপ্রদানে দৃঢ়নিশ্চয় হইয়াছেন অবগত হইয়া, তিনি কহিতে লাগিলেন, আমি তিন নিয়মে রাজ্যভার গ্রহণে সম্মত হইতে পারি। প্রথমতঃ, যদি দুই বৎসরের মধ্যে আমি তোমাদের অবস্থার উৎকর্ষ সাধন করিতে না পারি, অথবা তোমরা যদি শাসনকার্য্যনির্ব্বাহে প্রতিবন্ধকতাচরণ কর, তাহা হইলে আমি রাজ্যভার পরিত্যাগ করিব। দ্বিতীয়তঃ, রাজ্যভার গ্রহণ করিয়াও আমার পূর্ব্ববৎ সামান্য ও পরিমিত আহার বিহারাদির ব্যাঘাত হইতে পারিবে না। তৃতীয়তঃ, আমার পুত্রেরা স্বদেশবাসীদিগের অপেক্ষা উচ্চপদস্থ বলিয়া পরিগণিত হইবে না ; এবং আমার মৃত্যুর পর, পিতৃপদের গৌরব গণনা না করিয়া, তাহারা স্ব স্ব গুণানুসারে সমাজে পরিগণিত হইবে।

এই বাক্য শ্রবণমাত্র, চতুর্দ্দিক্ আনন্দধ্বনিতে পরিপূর্ণ হইল। প্রধান প্রাজ্ঞ স্বহস্তে রাজমুকুট লইয়া অরিষ্টডিমসের মস্তক মণ্ডিত করিয়া দিলেন। দেবার্চ্চনা হোম প্রভৃতি দৈব কার্য্যের অনুষ্ঠান হইতে লাগিল। অরিষ্টডিমস্ আমাদিগকে অত্যুৎকৃষ্ট উপহার প্রদান করিলেন ; আর

হেজলকে মাইনসের স্বহস্তলিখিত এক খণ্ড ব্যবস্থাপুস্তক ও ক্রীটদ্বীপের ইতিহাসগ্রন্থ প্রদান করিলেন; তদ্ভিন্ন, আহারার্থ তদীয় অর্ণবপোতে নানাবিধ উপাদেয় খাদ্য সামগ্রী পাঠাইয়া দিলেন, এবং বলিয়া পাঠাইলেন, যাহা আবশ্যক হইবে জানিবামাত্র উপনীত হইবেক।

অতঃপর আমরা প্রস্থানের নিমিত্ত নিতান্ত উৎসুক হইয়া উঠিলাম। বহুসংখ্যক নিপুণ নাবিক, কতিপয় বলবীর্য্যশালী সৈনিকপুরুষ, নানাবিধ পরিচ্ছদ ও যথেষ্ট আহারসামগ্রী দিয়া রাজা অবিলম্বে এক অর্ণবযান সজ্জিত করাইলেন। আমরা যানারোহণের উদ্যোগ করিতেছি, এমন সময়ে ইথাকাগমনোপযোগী বায়ু বহিতে লাগিল; কিন্তু হেজলকে তদ্বিপরীত দিকে গমন করিতে হইবে, সুতরাং অগত্যা তাঁহাকে কিছু দিনের নিমিত্ত ক্রীটদ্বীপে অবস্থিতি করিতে হইল। তিনি আমাদিগকে পরম মিত্র জ্ঞান করিতেন; এক্ষণে আমাদের সহিত জন্মের মত দেখা শুনা শেষ হইল স্থির করিয়া, নিতান্ত কাতর চিত্তে আমাদিগকে আলিঙ্গন করিয়া কহিতে লাগিলেন, দেখ! দেবতারা ন্যায়পরায়ণ; তাঁহারা জানেন যে, ধর্ম্মই আমাদের সৌহৃদ্যগ্রন্থি; অতএব তাঁহারা অবশ্যই আমাদিগকে পুনরায় মিলিত করিবেন। ধার্ম্মিকেরা জীবনান্তে যে আনন্দক্ষেত্রে অবস্থিতি করিয়া অনন্ত বিশ্রামসুখ অনুভব করেন, আমাদিগের জীবাত্মা সেই স্থানে পুনর্ব্বার মিলিত হইবে, তৎপরে আর কখনই বিযুক্ত হইবে না। হায়! আমার এই অভিলাষ কি পূর্ণ হইবে? আমার ভস্মরাশি কি তোমাদের ভস্মের সহিত মিলিত হইবে? এই বলিতে বলিতে শোকভরে তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল,

ঘন ঘন নিশ্বাস বহিতে লাগিল, এবং নয়নযুগল হইতে অবিরল বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল; আমরাও সাতিশয় শোকাকুল হইয়া প্রবল বেগে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলাম।

অরিষ্টডিমস্ যে রূপে বিদায় লইলেন, তাহাতেও আমাদের হৃদয় দ্রবীভূত হইল। তিনি বলিতে লাগিলেন, তোমরাই আমাকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছ; রাজপদ যে কি প্রকার বিপত্তির আস্পদ, তাহা তোমাদের যেন স্মরণ থাকে। এক্ষণে দেবতাদিগের নিকট প্রার্থনা কর, যেন তাঁহারা আমার মানসকূপ জ্ঞানানলপ্রভায় প্রদীপ্ত করেন; আর যে পরিমাণে অন্যের উপর আমার আধিপত্যলাভ হইল, যেন সেই পরিমাণে আমি আপনারও উপর আধিপত্য করিতে পারি। আমি দেবতাদিগের নিকট প্রার্থনা করিতেছি, তোমরা নিরাপদে স্বদেশে প্রতিগমন করিয়া শত্রুপক্ষকে সমুচিত শাস্তি প্রদান কর, এবং ইউলিসিস স্বদেশ প্রত্যাগমন পূর্ব্বক নিরতিশয় সুখী হইয়া পুনরায় সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়াছেন দেখিয়া, যার পর নাই পরিতোষ লাভ কর। টেলিমেকস! আমি তোমাকে এক উৎকৃষ্ট অর্ণবপোত দিয়াছি; ইহাতে যে সকল নাবিক ও সৈনিকপুরুষ আছে, শত্রুপক্ষের দমন করিবার আবশ্যক হইলে, তাহারা তোমার বিলক্ষণ সাহায্য করিতে পারিবে। মেন্টর! তোমাকে আর কি দিব, তোমার যে মহামূল্য জ্ঞানরত্ন আছে, তাহাতেই তোমার সকল আছে। এখন তোমরা সুখে গমন কর; চিরকাল পরস্পরের প্রীতিপ্রদ হও; আর যদি কখন ক্রীটদ্বীপ হইতে ইথাকার কোন সাহায্য আবশ্যক হয়, যাবৎ দেহে প্রাণ থাকিবে, আমি

তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পাদন করিব, তোমরা আমার সৌহৃদ্যে নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিবে। বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে এই কথা বলিয়া, তিনি আমাদিগকে আলিঙ্গন করিলেন, আমরাও অশ্রুপূর্ণ নয়নে প্রত্যালিঙ্গন করিলাম।

অনুকূল বায়ু বহিতে আরম্ভ হইল। তদ্দর্শনে বোধ হইতে লাগিল, আমরা নিরাপদে ও পরম সুখে স্বদেশে প্রতিগমন করিতে পারিব। আইডানামপ্রসিদ্ধ প্রকাণ্ড ভূধর মুহূর্ত্তমধ্যে গণ্ডশৈলবৎ প্রতীয়মান হইতে লাগিল; ক্রীটদ্বীপের উপকূল এক বারে দৃষ্টিপথাতীত হইয়া গেল; এবং বোধ হইতে লাগিল, যেন পিলোপনিসসের উপকূল সাক্ষাৎকারমানসে দ্রুত বেগে আমাদের অভিমুখে আগমন করিতেছে। কিন্তু অকস্মাৎ এক প্রচণ্ড বাত্যা উত্থিত হইয়া গগনমণ্ডল অন্ধকারে আচ্ছন্ন করিয়া আনিল এবং সাগরবারি আলোড়িত করিয়া উত্তাল তরঙ্গমালা বিস্তার করিতে লাগিল। রজনী উপস্থিত হইল। বোধ হইতে লাগিল, যেন মৃত্যু ভীষণ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া পুরোভাগে আবির্ভূত হইল। মেণ্টর দৈবসংক্রান্ত সমস্ত বিষয়ে সবিশেষ অভিজ্ঞ; আমি তাঁহার নিকট শুনিয়াছি যে, পূর্ব্বে আমরা বীনসের প্রতি যে অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়াছিলাম, তৎপ্রযুক্ত তিনি সাতিশয় ক্রুদ্ধা হইয়া আমাদিগকে শাস্তিপ্রদানার্থ বরুণসমীপে গমন করেন, এবং বাষ্পাকুল লোচনে গদ্গদ বচনে কহেন, দেখ! এই দুরাত্মারা আমার অবমাননা করিয়া অক্ষত শরীরে যাইতেছে, তুমি কি বসিয়া দেখিতে থাকিবে? দেবতারাও আমার পরাক্রম স্বীকার করিয়া থাকেন; কিন্তু এই দুই অহঙ্কৃত মানবের এত দূর আস্পর্দ্ধা যে, আমার প্রিয় দ্বীপ মধ্যে যাহারা আমার অর্চ্চনা

করিয়া থাকে, ইহারা তাহাদের নিন্দা ও দ্বেষ করে। ইহারা এই গর্ব্বে গর্ব্বিত যে, উহাদের হৃদয় জ্ঞানে এরূপ পরিপূর্ণ যে, তথায় কন্দর্পশর কখন প্রবেশ করিতে পারে না। তুমি কি বিস্মৃত হইয়াছ যে, আমি তোমার রাজ্যমধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছি? আমি যে নরাধম পাষণ্ডদিগকে ঘৃণা করি, তাহাদিগকে বিনষ্ট করিতে তুমি কি নিমিত্ত বিলম্ব করিতেছ?

এই বলিয়া বীনস বিরত হইবামাত্র, বরুণদেবের আদেশক্রমে সমুদ্রের তরঙ্গ সকল স্ফীত হইয়া অতি প্রকাণ্ড পর্ব্বতের আকার ধারণ করিল। এই বারে পোতভঙ্গ ঘটিয়া আমাদের অর্ণবগর্ভপ্রবেশ অপরিহার্য্য হইয়াছে, এই ভাবিয়া আহ্লাদভরে দেবীর অন্তরে হাস্য সঞ্চার হইল। আমাদের নাবিক হতাশ ও হতবুদ্ধি হইয়া চীৎকার করিয়া বলিল, এই দুরন্ত বাত্যায় আর আমি কোন ক্রমেই পোত রক্ষা করিতে পারি না। সে এই বলিতে বলিতে, আমাদের পোত অনিবার্য্য বেগে এক জলমধ্যগত শৈলের উপর নীত হইল, গুণবৃক্ষ ভগ্ন হইয়া গেল, এবং তলভেদ ঘটাতে অবিলম্বে জলপূর্ণ হইয়া পোত মগ্ন হইবার উপক্রম হইল। তদ্দর্শনে নাবিক ও পোতবাহগণ চীৎকার ও আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। আমি মেণ্টরের নিকটে গিয়া তাঁহার গলায় ধরিয়া বলিলাম, সখে! কৃতান্ত সম্মুখে উপস্থিত; আইস, আমরা নির্ভয়ে ও অবিচলিত চিত্তে তদীয় হস্তে আত্মসমর্পণ করি। অদ্য এই বিপদে আমাদের প্রাণনাশ ঘটিবে বলিয়াই, পূর্ব্বে দেবতারা নানা বিপদ্ হইতে আমাদের পরিত্রাণ করিয়াছিলেন। আমি মরিতেছি বটে, কিন্তু তোমার সমক্ষে ও সমভিব্যাহারে মরিতেছি, এজন্য আমার কিছুমাত্র ক্ষোভ

বা দুঃখ রহিতেছে না। এই দুর্ঘটনায় জীবনের আশা করা নিতান্ত নিষ্ফল। মেণ্টর কহিলেন, বিপৎকালে নিশ্চেষ্ট ও হতাশ্বাস হওয়া যথার্থ সাহসের কর্ম্ম নহে; তাদৃশ সময়ে অবিচলিত চিত্তে মৃত্যুপ্রতীক্ষা করাই মনুষ্যের প্রকৃত কর্ম্ম নয়; মৃত্যুভয়ে অভিভূত না হইয়া, সাধ্যানুসারে প্রতীকার চেষ্টা করা সর্ব্বতোভাবে উচিত ও আবশ্যক। আইস, আমরা এই ভগ্ন পোতের অংশবিশেষ অবলম্বন করি; আর এই সকল লোক ভয়াভিভূত, হতবুদ্ধি, ও প্রতীকারচেষ্টায় পরাঙ্মুখ হইয়া প্রাণবিনাশশঙ্কায় যেরূপ বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছে সেরূপ না করিয়া, প্রাণরক্ষার চেষ্টা পাই। এই বলিতে বলিতে তিনি লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক গুণবৃক্ষের উপর অধিষ্ঠান করিলেন, এবং নামগ্রহণপূর্ব্বক আহ্বান করিয়া, তাঁহার অনুবর্ত্তী হইবার নিমিত্ত, আমাকে উৎসাহ দিতে লাগিলেন। অর্ণবগর্ভে নিপতিত হইয়াও তিনি নির্ভয় ও প্রশান্তচিত্ত লক্ষিত হইতে লাগিলেন; তদ্দর্শনে আমারও অন্তঃকরণে অভূতপূর্ব্ব সাহস সঞ্চার হইল; তখন আমিও তাঁহার দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তী হইয়া গুণবৃক্ষ অবলম্বন পূর্ব্বক সাগরসলিলে অবতীর্ণ হইলাম। গুণবৃক্ষ আমাদের উভয়ের ভরে জলমগ্ন না হইয়া পূর্ব্ববৎ ভাসিতে লাগিল; সুতরাং আমরা তদবলম্বনে ভাসিতে ভাসিতে চলিলাম। যদি এমন সময়ে, এই অবলম্বন না পাইয়া, কেবল সন্তরণ দ্বারা আত্মরক্ষার চেষ্টা করিতে হইত, তাহা হইলে অল্প ক্ষণেই আমরা নিতান্ত ক্লান্ত ও হতবীর্য্য হইয়া পড়িতাম। যাহা হউক, ঐ গুণবৃক্ষ অতি প্রকাণ্ড বটে, কিন্তু বাত্যাবলে এত বিচলিত হইতে লাগিল যে, আমাদিগকে বারং-

বার স্থানভ্রষ্ট ও জলমগ্ন হইতে হইল, এবং মুখে, নাসা-রন্ধ্রে, ও কর্ণবিবরে অনবরত জল প্রবিষ্ট হইতে লাগিল। পূর্ব্ববৎ তদুপরি আরূঢ় হইবার নিমিত্ত আমাদিগকে যৎ-পরোনাস্তি আয়াস ও পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। কখন কখন তরঙ্গ সকল স্ফীত হইয়া আমাদিগের মস্তকের উপর দিয়া চলিয়া যাইতে লাগিল। ঐ গুণবৃক্ষ আমাদের একমাত্র অবলম্বন ও আশাস্থান ছিল, পাছে উহা তরঙ্গের বেগে ও ঔদ্ধত্যে অপসারিত হয়, এই ভয়ে আমরা উভয়ে উহা প্রাণপণে ধরিয়া রহিলাম।

মেণ্টর এই পরম রমণীয় কাননে উপবিষ্ট থাকিয়া যেরূপ প্রশান্তচিত্ত লক্ষিত হইতেছেন, সেই বিপদের সময়ে গুণবৃক্ষের উপর অধিরূঢ় থাকিয়াও তদ্রূপ লক্ষিত হইয়াছিলেন। ফলতঃ, তাদৃশ অবস্থাতেও তদীয় মুখ-মণ্ডলে ভয় বা ব্যাকুলতার লেশমাত্র উপলব্ধ হয় নাই। তিনি প্রশান্ত স্বরে আমারে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, টেলিমেকস! তোমার কি কখন এরূপ বোধ বা বিশ্বাস হয় যে, বাত্যা ও তরঙ্গ জীবন মরণের নিয়ন্তা? যদি দেবতা-দিগের অভিপ্রেত না হয়, তাহা হইলে উহারা কি কখন তোমার প্রাণনাশের হেতু হইতে পারে? জগতে যে কোন ঘটনা হয়, তৎসমুদায়ই দেবতাদিগের ইচ্ছা ও নিয়মের অধীন; অতএব, যদি ভয় করিতে হয়, তাঁহা-দিগকেই ভয় করিবে; সমুদ্রকে কদাচ ভয়স্থান জ্ঞান করিবে না। যদি তুমি অর্ণবগর্ভে নিমগ্ন থাক, জগৎ-পতির অভিপ্রেত হইলে, তিনি তৎক্ষণাৎ তোমাকে তথা হইতে উদ্ধৃত করিতে পারেন; আর যদি তুমি অত্যুন্নত

সুমেরুশিখরে অধিরূঢ় থাক, তাঁহার ইচ্ছা হইলে, তিনি তৎক্ষণাৎ তোমাকে তথা হইতে রসাতলে বা দুস্তর নরকে চির কালের নিমিত্ত প্রক্ষিপ্ত করিতে পারেন। তদীয় এই উপদেশবাক্য শ্রবণ করিয়া, আমি মনে মনে যথেষ্ট প্রশংসা করিলাম, এবং আমার অন্তঃকরণে কিয়দংশে উৎসাহ ও সাহস সঞ্চার হইল; কিন্তু আমি ভয়ে একপ বিহ্বল ও হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছিলাম যে, কোন উত্তর দিতে পারিলাম না। অতঃপর আমরা পরস্পর অদৃশ্য হইলাম; না আমিই আর তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম, না তিনিই আর আমাকে দেখিতে পাইলেন। আমরা সমস্ত রাত্রি এই অবস্থায় রহিলাম; কোন্ দিকে যাইতেছি, এবং অবশেষে কোন্ স্থানে উপনীত হইব, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। ক্রমে ক্রমে বাত্যার ঔদ্ধত্য হ্রাস প্রাপ্ত হইতে লাগিল; সেই সমভিব্যাহারে প্রচণ্ড তরঙ্গ সকল লয় প্রাপ্ত হইতে লাগিল, এবং অবশেষে জলনিধি ভীষণ মূর্ত্তি পরিহার পূর্ব্বক প্রশান্ত ভাব অবলম্বন করিল। এই রূপে ঐ দুর্দ্দিন অতিক্রান্ত হইলে, নভোমণ্ডলে নক্ষত্রমালার আবির্ভাব হইল। কিয়ৎ ক্ষণ পরেই পূর্ব্বদিগ্বিভাগে অরুণোদয় লক্ষিত হইল। তখন আমরা ইতস্ততঃ দৃষ্টি সঞ্চারণ করিয়া কিয়ৎ দূরে ভূমি নিরীক্ষণ করিলাম। মন্দ মন্দ বায়ুসঞ্চার সহকারে আমরা সেই দিকে নীত হইতে লাগিলাম; তদ্দর্শনে আমার অন্তঃকরণে পুনরায় আশা সঞ্চার হইল। তখন আমরা, আমাদের সহচরেরা জীবিত আছেন কি না, জানিবার নিমিত্ত নিতান্ত উৎসুক চিত্তে চারি দিকে নেত্রপাত করিতে লাগিলাম, কিন্তু এক

ব্যক্তিকেও দেখিতে পাইলাম না। বোধ হয়, তাঁহারা সকলেই হতাশ্বাস হইয়া, জীবনাশায় বিসর্জ্জন দিয়া, পোত সমভিব্যাহারেই অর্ণবগর্ভে প্রবিষ্ট হইয়াছেন। আমরা নির্ব্বিঘ্নে ও নিরুদ্বেগে ক্রমে ক্রমে তীরের অধিকতর সন্নিহিত হইতে লাগিলাম। অবশেষে জানুপ্রমাণ জলে উপস্থিত হইবামাত্র, আমাদিগের চরণ বালুকা স্পর্শ করিল। ঐ স্থানেই আমরা, এই অশেষসুখাস্পদ পরম রমণীয় দ্বীপের অধীশ্বরী কৃপাময়ী দেবীর নেত্রপথে পতিত হইয়া, তদীয় অপ্রতিম স্নেহের ভাজন হইয়াছি ও অসম্ভাবনীয় অনুগ্রহ লাভ করিয়াছি।

ADVENTURES

OF

TELEMACHUS

TRANSLATED INTO BENGALI

BY

RAJKRISHNA BANERJEA.

FIRST SIX BOOKS.

EIGHTH EDITION.

টেলিমেকস।

শ্রীরাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত।

প্রথম ছয় সর্গ।

অষ্টম সংস্করণ।

CALCUTTA:

PRINTED BY HARIMOHAN MOOKERJEA

AT THE NEW SANSKRIT PRESS,

8, Fukeer Chand Mitter's Street.

1868

বিজ্ঞাপন।

ফরাসিদেশীয় সুপ্রসিদ্ধ ফেনেলন পরম প্রাজ্ঞ পরম পণ্ডিত ও পরম ধার্ম্মিক ছিলেন। ফ্রান্সের তৎকালীন অধিপতি চতুর্দ্দশ লুই তাঁহার হস্তে নিজ পৌত্রের বিদ্যা ও নীতি শিক্ষার ভার প্রদান করেন। ঐ বালক অত্যন্ত উদ্ধত উচ্ছৃঙ্খল এবং বিদ্যা ও নীতি শিক্ষা বিষয়ে নিতান্ত অমনোযোগী ছিলেন। ফেনেলন উপাখ্যানচ্ছলে তাঁহাকে নীতিশিক্ষা করাইবার নিমিত্ত টেলি-মেকস রচনা করেন। এই গ্রন্থ এত উত্তম যে, ফরাসি ভাষায় এক অত্যুৎকৃষ্ট মহাকাব্য বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে এবং ইয়রোপীয় যাবতীয় ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে। এরূপ উৎকৃষ্ট গ্রন্থ বাঙ্গলা ভাষায় অনুবাদিত হইলে অনেক উপকার দর্শিতে পারে এই বিবেচনায় কতিপয় বিশেষ বন্ধুর সবিশেষ অনুরোধে আমি ইঙ্গরেজী অনুবাদ দৃষ্টে ফেনেলনের গ্রন্থ অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হই। কিন্তু প্রবৃত্ত হইয়া অল্প দিনের মধ্যেই আমি বিলক্ষণ বুঝিতে পারিলাম আমার যেরূপ ক্ষমতা ও বাঙ্গলা ভাষার যেরূপ অবস্থা তাহাতে বাঙ্গলা অনুবাদে তদীয় গ্রন্থের চমৎকারিত্ব ও মনোহারিত্ব রক্ষা করা কোন মতেই সম্ভাবিত নহে। ফলতঃ, আমি সবিশেষ পর্য্যালোচনা না করিয়াই এই দুরূহ ব্যাপারে হস্তার্পণ করিয়াছিলাম এবং কিয়ৎ দূর অনুবাদ করিয়া এই দুঃসাধ্য অধ্যবসায় হইতে নিবৃত্ত হওয়াও স্থির করিয়াছিলাম। অবশেষে অনেকের অনুরোধে নিবৃত্ত হইতে না পারিয়া সম্পূর্ণ সঙ্কুচিত ও সংশয়ারূঢ় চিত্তে কয়েক সর্গের অনুবাদ করিয়াছি, তন্মধ্যে আপাততঃ প্রথম তিন সর্গ মাত্র মুদ্রিত ও প্রচারিত

হইল। যাঁহারা মূল গ্রন্থ অথবা তদীয় ইঙ্গরেজী অনুবাদ পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা এই বাঙ্গলা অনুবাদ পাঠ করিয়া আমাকে অপরাধী করিবেন সন্দেহ নাই। বস্তুতঃ, যে সমস্ত গুণ থাকাতে ফেনেলনের গ্রন্থ সর্ব্বত্র নির্ব্বিবাদে এইরূপ আদরণীয় হইয়াছে, বাঙ্গলা অনুবাদে সে সমস্ত গুণের কোন লক্ষণ লক্ষিত হইবে এরূপ বোধ হয় না। যাহা হউক, পাঠকবর্গের নিকট বিনয়-বাক্যে আমার প্রার্থনা এই যে, ফেনেলনের গ্রন্থপাঠে যে অনির্ব্বচনীয় প্রীতি ও অসাধারণ উপকার লাভ হয়, তাঁহারা এই অকিঞ্চিৎকর অনুবাদে তাহার প্রত্যাশা না করেন।

এই অনুবাদ অবিকল নহে; আমার ক্ষমতা ও বাঙ্গলা ভাষার অবস্থা অনুসারে যত দূর সম্ভবিতে পারে, ইহাতে মূল গ্রন্থের তাৎপর্য্য মাত্র সঙ্কলিত হইয়াছে। এ স্থলে ইহা উল্লেখ করা আবশ্যক শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় পরিশ্রম স্বীকার করিয়া এই অনুবাদের আদ্যোপান্ত সংশোধন করিয়া দিয়াছেন।

ফেনেলন এ রূপে উপাখ্যানের আরম্ভ করিয়াছেন যে, পূর্ব্ব বৃত্তান্ত অবগত না থাকিলে এতদ্দেশীয় পাঠকবর্গের পক্ষে গ্রন্থের আরম্ভভাগ সম্যক্ বোধগম্য হইবার বিষয় নহে, এই নিমিত্ত পূর্ব্ব বৃত্তান্ত উপক্রমণিকাস্বরূপে সংক্ষেপে সঙ্কলিত হইল।

শ্রীরাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

কলিকাতা।

২৪এ জ্যৈষ্ঠ। সন ১২৬৫।